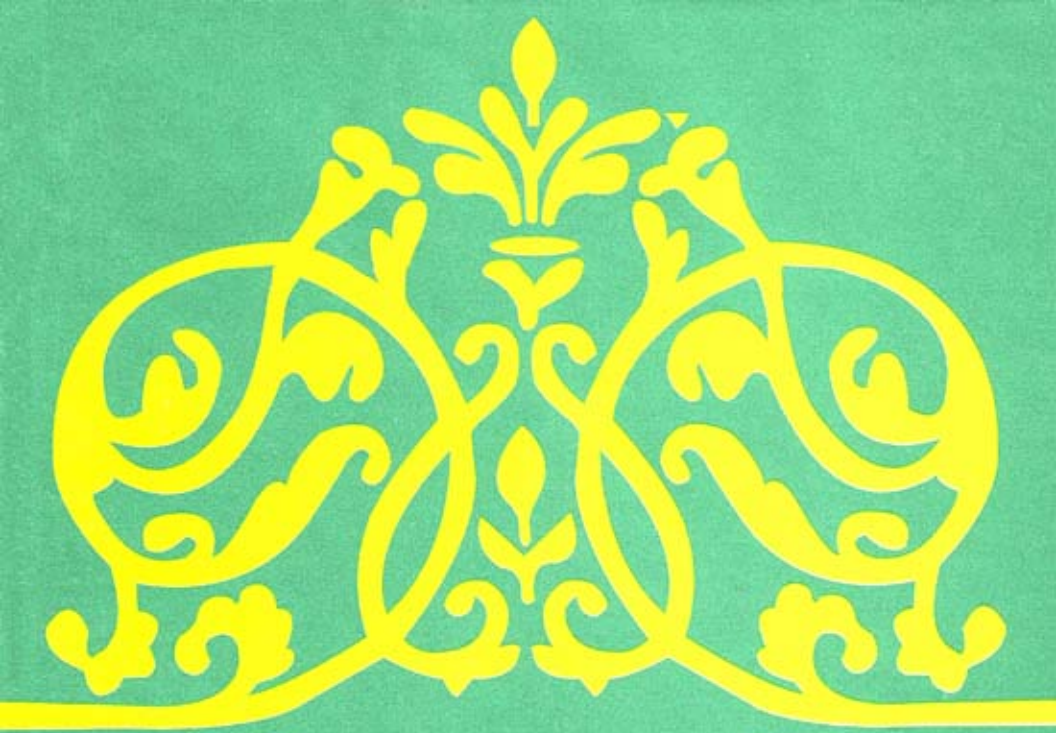

নকশায়ে নকশবন্দ / মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

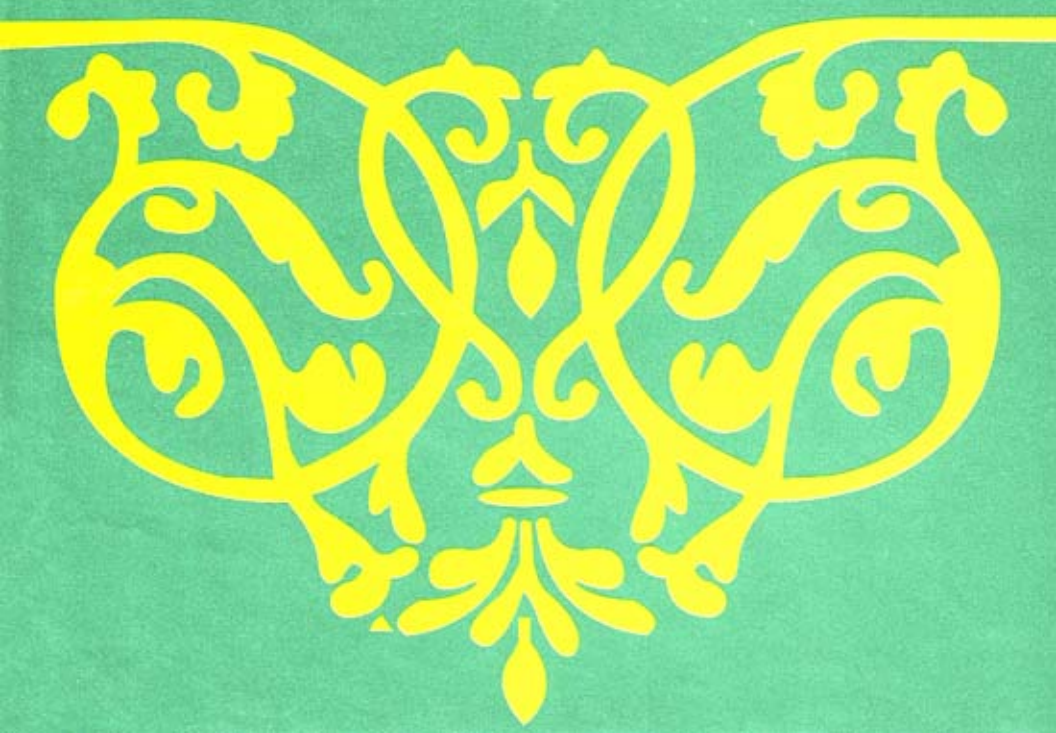

নকশায়ে নকশ্‌বন্দ

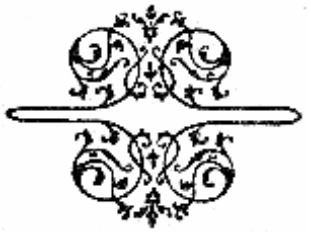

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

নকশায়ে নকশ্‌বন্দ
মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

প্রকাশকঃ
খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া, ঢাকা এর পক্ষে
কাজী রেজাউল হক

প্রচ্ছদঃ
আবদুর রোউফ সরকার

প্রথম প্রকাশ ঃ রজব, হিজরী ১৪০৩, ১৯৮৬ ইং।
চতুর্থ প্রকাশঃ শাবান ১৪২৯ হিজরী, আগস্ট ২০০৮ ইং।

মুদ্রণ ঃ
শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি, ফকিরেরপুল,
ঢাকা-১০০০।
মোবাঃ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭, ০১৭১৫-৩০২৭৩১

হাদিয়া ঃ ষাট টাকা মাত্র

NAKSHA-E-NAKSHABAND, A life sketch of Hazrat Bahauddin Mohammad Nakshband Bokhari Rh. Written by Mohammad Mamunur Rashid and Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia.

Exchange Tk. 60/- US $ 10.00

ISBN- 984-70240-0028-3

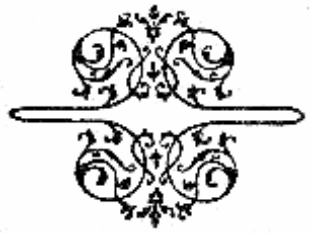

খা'জা নকশ্‌বন্দ

মাটির সুরাহি তুমি রংগিন ক'রেছ ওগো ধীর।
মাটি বুঝি কথা কয়– তনুর মৃত্তিকা কথা কয়।
অচেনা পাহাড় থেকে পাখী এসে বাঁধে তার নীড়;
কুলায় মুখর করে; উড়ে যায় আসিলে সময়.....
উড়ে যায়, উড়ে যায় (চিরদিন স্তব্ধ থাকে পাখী,
চিরদিন স্তব্ধ থাকে মাটি) তোমার মৃত্তিকা কথা কয়।
তোমার মাটি ও হাওয়া, প্রাণ-অগ্নি সিন্ধু স্রোতে থাকি
খোঁজে সে যাত্রার ক্ষণ, তারপর আসিলে সময়

পাখীদের দল ছেড়ে যে যায় জান্নাত-পথ পানে
সে নহে মৃত্তিকা। আত্মা! অজ্ঞাত দুরূহ কোন দেশে
সুরাহি চিত্রিত করি পাড়ি দিলে তুমি অবশেষে
কোন্ মঞ্জিলের পথে, মাশুকের অন্তহীন টানে?
হে মৃত্যু বিজয়ী। আজ আমার অন্তর যাক্ ভেসে
তোমার পরম সত্য–স্মরণের মুগ্ধ মৌন গানে।

—ফররুখ আহমদ

আমাদের বই

- তাফ্সীরে মাযহারী (১–১২) মোট ১২ খণ্ড।
- মাদারেজুন্ নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
- মুকাশিফাতে আয়নিয়া
- মাআরিফে লাদুন্নিয়া
- মাব্দা ওয়া মা'আদ
- মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
- চেরাগে চিশ্তী
- বায়ানুল বাকী
- জীলান সূর্যের হাতছানি
- নূরে সেরহিন্দ
- কালিয়ারের কুতুব
- প্রথম পরিবার
- মহাপ্রেমিক মুসা
- তুমিতো মোর্শেদ মহান
- নবীনন্দিনী
- পিতা ইব্রাহীম
- আবার আসবেন তিনি
- সুন্দর ইতিবৃত্ত
- ফোরাতের তীর
- মহাপ্লাবনের কাহিনী
- দুজন বাদশাহ্ যাঁরা নবী ছিলেন
- কী হয়েছিলো অবাধ্যদের
- THE PATH
- পথ পরিচিতি
- নামাজের নিয়ম
- রমজান মাস
- ইসলামী বিশ্বাস
- BASICS IN ISLAM
- মালাবুদ্দা মিনহু
- সোনার শিকল
- বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন
- সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
- তৃষিত তিথির অতিথি
- ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
- নীড়ে তার নীল ঢেউ
- ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা

বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যে জীবন ধারণ করে আমরা বেঁচে আছি, তার সূচনা ও সমাপ্তি সম্পর্কে আমরা অনেকেই বেখবর। জীবনকে সফল, সুন্দর এবং অর্থময় করে তুলতে হলে নবী রসুলদের পথ ধরে চলতে হয়। আমাদের নবী সরওয়ারে কায়েনাত মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ স. এই পথেরই পথিক হবার জন্য আহবান জানিয়ে গিয়েছেন আজীবন। জানিয়েছেন, 'আখেরাতের কল্যাণ ছাড়া কোনো কল্যাণ নেই।'

কল্যাণ লাভের জন্য দুটি জিনিস থাকতেই হবে। এর প্রথমটি বিশ্বাস। দ্বিতীয়টি কর্ম। শরীয়তের পরিভাষায় এর নাম আকিদা এবং আমল। আকিদার ক্ষেত্রে দ্বীন ইসলামের নাম নিয়ে তিয়াত্তরটি দল সৃষ্টি হবে বলে হজরত রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন এবং আরো এরশাদ করেছেন যে, এর মধ্যে একটিমাত্র দলই নাজাতপ্রাপ্ত দল। বাকী বায়াত্তরটি দল পথভ্রষ্ট। পথভ্রষ্ট দলগুলো হচ্ছে, খারেজী, মোতাজিলা, শিয়া, কাদিয়ানী, মওদুদী ইত্যাদি। এদের মধ্যে মওদুদী মতবাদের লোকেরাই সবচেয়ে চতুর। বর্তমানে আমাদের দেশে বিভ্রান্তি প্রসারের ক্ষেত্রে এরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। এরা আমাদের মসজিদে মাদ্রাসায় সুকৌশলে ঢুকে পড়ে ফেৎনার ক্ষেত্র প্রসার করতে সচেষ্ট। সাধারণ সরল মুসলমানদের কেউ কেউ এদের প্রচারণায় পড়ে সত্যমিথ্যার পার্থক্য ভুলতে বসেছে প্রায়। এরা রসুলেপাক স. এর সম্মানিত সাহাবাবৃন্দের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপকারী পণ্ডিতমূর্খ আবুল আলা মওদুদীর একনিষ্ঠ অনুসারী। অপরপক্ষে নাজাতকামী ব্যক্তিদের অনুকরণীয় আদর্শ সাহাবায়ে কেরাম রা.। হজরত রসুলেপাক স. নাজাতপ্রাপ্ত দলের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে, 'আমি এবং আমার সাহাবাগণ যে দলে আছি।'

প্রকৃতপক্ষে হজরত নবীয়ে পাক স. এবং সাহাবাগণের পথানুসরণকারী ব্যক্তিগণই সত্য দলে আছেন। এই দলের নাম আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত। এরা ক্রমাগত পূর্ববর্তীগণের অনুকরণের মাধ্যমে জারী রেখেছেন দ্বীনের পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জনের আদর্শ। বাহ্যিক জ্ঞানের (জবানী এলেম) ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন মযহাব। অন্তর্জ্ঞানের (কলবী এলেম) ক্ষেত্রে প্রচলন করেছেন তরিকা। এই পূর্ণতার পথেই আহবান আমাদের।

নকশ্‌বন্দিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হজরত ইমাম বাহাউদ্দিন নকশ্‌বন্দ রহ. এর জীবন কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে 'নকশায়ে নকশ্‌বন্দ' বইখানি। ক্ষুদ্র হলেও বাংলা ভাষায় তাঁর জীবন নিয়ে রচিত বই এখন পর্যন্ত এই একটিই। অথচ এরকমটি হওয়া কিছুতেই বাঞ্ছনীয় ছিলো না। যাঁর তরিকার ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে দ্বীন সংস্কারের পর্বত প্রমাণ দায়িত্ব সম্পন্ন করেছিলেন দ্বিতীয় হাজার বছরের সংস্কারক হজরত শায়েখ আহম্মদ ফারূকী সেরহিন্দী রহ., আমাদের এ জামানার দ্বীনের মোবাল্লেগগণের নিকট তাঁর গুরুত্ব অনুভূত না হওয়ার কারণ কি? আমাদের দ্বীনি দৈন্যদশার এও এক গ্লানিকর দৃষ্টান্ত বটে।

শ্রেষ্ঠ, সহজ এবং যুগোপযোগী এই তরিকার পরিণত রূপ নিয়ে পরবর্তীতে যে তরিকা প্রচলিত হয়েছে, আজো তার চিরন্তন প্রবাহ জারী আছে। এই অমূল্য জ্যোতির্ময় প্রবাহের নাম খাস মোজাদ্দেদিয়া তরিকা।

'নকশায়ে নকশ্‌বন্দ' বইয়ের চতুর্থ সংস্করণের প্রাক্কালে আবারো আমরা আহবান জানাচ্ছি। আসুন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা বিশ্বাসকেই আমরা আমাদের একমাত্র আকিদা বিশ্বাসে পরিণত করি এবং শরীয়তের সীমানায় এসে আত্মশুদ্ধির জন্যে দাখেল হই খাস মোজাদ্দেদিয়া তরিকায়।

আদি এবং অন্তের যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালারই জন্য। দরূদ ও সালাম মহানবী মোহাম্মদ স. এবং তাঁর পরিবার পরিজন বংশধর এবং সহচরগণের প্রতি।

আমিন। ওয়াস্‌সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া,
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

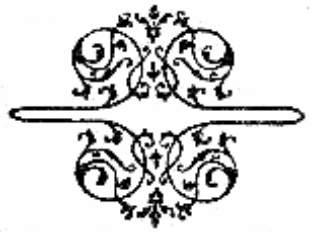

কাননে কুসুম ফুটিয়াছিল। আজও উহার সৌরভ সমীরণে। কে আছো আশেক অন্তরের অঙ্গন সুবাসিত করিতে চাও।

সেই কুসুমের নাম 'নকশ্‌বন্দ'। বোখারায় ফুটিয়াছিল। বোখারায় ঝরিয়া গিয়াছে। কিন্তু সুরভি আজও অম্লান। চির অম্লান রহিবে।

নকশ্‌বন্দের নক্‌শা আঁকিতেছি। রঙ নাই। তুলি নাই। লেখনী লা-জবাব। কিভাবে আঁকিব।

ওহে রহমান। দয়া কর। কলিজার খুন দিলাম। ইশকের কসম দিলাম। নকশ্‌বন্দের নক্‌শা আঁকিতে দাও। প্রেমের প্রবাহ এই মিছকিনসহ তোমার বান্দাগণের অন্তরে জারী করিয়া দাও।

ওহে গফুর। ক্ষমা কর। অন্তর অস্বচ্ছ বটে। কিন্তু দৃঢ় আশাধারী। নকশ্‌বন্দ কুসুমের সুবাসে দিলের রুদ্ধ দরওয়াজা খুলিয়া দাও। অন্তরকে সুবাসিত কর। সমুজ্জল কর।

বোখারার বাগান। চারিদিক কি সবুজ! কি মনোহর! প্রাণময়! প্রেমময়! শীতল সমীরণ বহিয়া যায়। সবুজ বৃক্ষরাজি দোলে। কি অপরূপ ছন্দ!

আজ ফুল ফুটিবে। তাহারই আনন্দে মাতোয়ারা সবাই। পাখীর কাকলীতে মুগ্ধ আনন্দ সঙ্গীত। কি মধুর রণন। নহরে মৃদু কুল কুল কোলাহল। মেঘমালা মেহমান হইয়াছে। আসমানে আকুলতা। আর কত দেরী। কখন ফুল ফুটিবে।

নীরব নিসর্গ। অব্যক্ত আবেগে কম্পমান। কখন ফুটিবে ফুল। কত আর দেরী।

মোহররম মাস। কারবালার কোরবানীর স্মৃতি বুকে। বোখারার বাগানে তবু উৎসবের আয়োজন। আজ ফুল ফুটিবে। কখন, কত দেরী আর?

সব কিছুরই শেষ আছে। প্রতীক্ষাও শেষ হইল। ঘোষণা করা হইল– ফুল ফুটিয়াছে। তাহার সৌরভে সুরভিত হইয়া উঠিল দিকদিগন্ত। বাতাস খুশীতে ডগমগ। নিসর্গে আবাহনী নৃত্যের তোড়জোড়। আসমান আনন্দে উদ্বেলিত। মারহাবা, মারহাবা! খোশ আমদেদ! খোশ আমদেদ!

বোখারার বাগানে ফুল ফুটিল। ইমামুশ্ শরীয়ত, তরীকত, হকিকত ও মারেফত হজরত খাজা সাইয়েদ বাহাউদ্দিন মোহাম্মদ নক্শবন্দ রহমতুল্লাহি আলায়হি দুনিয়ায় তশরীফ আনিলেন।

হিজরী সাত শত আঠার। মোহররম মাস। মোহররমের মেহমান হজরত বাহাউদ্দিন আসিলেন কারবালার কোরবানী বুকে লইয়া। তাঁহারই পূর্ব পুরুষগণের খুনে রঞ্জিত হইয়াছিল কারবালার মরু প্রান্তর। ফোরোতের তীর। হজরত বাহাউদ্দিনের বুকেও সেই কোরবানীর বাণী। কি করিয়া কলিজার খুন দিয়া প্রেমের প্রান্তর প্লাবিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহাই শিখাইবার জন্য তিনি আসিলেন এই বোখারার বুকে।

পিতা হজরত মীর সাইয়েদ জালালউদ্দিন র. দেখিলেন, নবজাতক শিশুর কোমল বদন। পুষ্পের পবিত্রতাও হার মানে। সমগ্র অবয়ব সুরভিত। এ কোন আশেক আজ মেহমান তাঁহার ঘরে।

হজরতের বংশ পরিচয় নিম্নরূপঃ-

১। হজরত খাজা সাইয়েদ বাহাউদ্দিন মোহাম্মদ নকশ্‌বন্দ বোখারী র. বিন
২। হজরত মীর সাইয়েদ জালালউদ্দিন র. বিন
৩। হজরত সাইয়েদ বোরহান উদ্দিন র. বিন
৪। হজরত সাইয়েদ আবদুল্লাহ র. বিন
৫। হজরত আমির সাইয়েদ জয়নুল আবেদীন র. বিন
৬। হজরত সাইয়েদ আমির কাসেম র. বিন
৭। হজরত সাইয়েদ শা'বান র. বিন
৮। হজরত সাইয়েদ বোরহানউদ্দিন র. বিন
৯। হজরত সাইয়েদ মাহমুদ র. বিন
১০। হজরত সাইয়েদ এলাক র. বিন
১১। হজরত আমির সাইয়েদ নকীব র. বিন
১২ হজরত আমির সাইয়েদ খেলবতী র. বিন
১৩। হজরত আমির সাইয়েদ মুহীউদ্দিন র. বিন
১৪। হজরত সাইয়েদ মাহমুদ র. বিন
১৫ হজরত সাইয়েদ আলী আকবর র. বিন
১৬। হজরত সাইয়েদ ইমাম আসকরী র. বিন
১৭। হজরত ইমাম তকী র. বিন
১৮। হজরত সাইয়েদ ইমাম আলী মুসা রেজা র. বিন
১৯। হজরত সাইয়েদ মুসা কাসিম র. বিন
২০। হজরত সাইয়েদ ইমাম জাফর সাদেক র. বিন
২১। হজরত সাইয়েদ ইমাম বাকের র. বিন
২২। হজরত সাইয়েদ ইমাম জয়নুল আবেদীন র. বিন
২৩। হজরত সাইয়েদ ইমাম হোসেন রা. বিন
২৪। আমিরুল মোমেনীন হজরত সাইয়েদ আলী করমুল্লাহ্‌ ওয়াজহাহু।

বংশের দিক দিয়া কে না জানে দুনিয়ার বুকে এই শ্রেষ্ঠতম বংশের পরিচয়। আল্লাহ্‌পাকের হাবীব সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সেই রক্ত আজ কত ধারায় কতদিকে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। সেই মক্কা– সেই মদীনা। সেখান হইতে শুরু। তারপর কত ঘটনা– কত স্মৃতি। হাবীবে পাক সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম

দুনিয়ার অন্তরাল হইলেন। মা ফাতেমা র. দুনিয়া হইতে পর্দা করিলেন। হজরত আলী রা. শহীদ হইলেন। ইমাম হাসান হোসেন রা. শহীদ হইলেন। কারবালার প্রান্তরের সেই নিবু নিবু চেরাগ ইমাম জয়নুল আবেদীন র.। সেখান হইতে পুনরায় শুরু। আরও কত শাখা প্রশাখা। কতদিন অতিবাহিত হইল। কত মাস। বছর। তারপর তাঁহাদের মধ্যে কে যেন একজন আসিয়া এই মনোরম বোখারায় বসতি স্থাপন করিলেন। সেই বংশে জন্ম নিলেন হজরত বাহাউদ্দিন। এই বোখারাই হইল হজরত বাহাউদ্দিন মোহাম্মদ এর জন্মভূমি।

তিনদিন গত হইয়াছে। শিশু বাহাউদ্দিনকে কোলে লইয়া তাঁহার দাদা বিখ্যাত বুজর্গ হজরত খাজা বাবা সামমাসী র. এর দরবারে হাজির হইলেন। হজরত খাজা বাবা সামমাসী শিশু বাহাউদ্দিনকে দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন, 'এই শিশু আমার ফরজন্দ।'

হজরত শিশুকে পরম সোহাগভরে কোলে লইলেন এবং নিজের মোবারক জবান শিশুর মুখে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। জন্মগতভাবে অলি-আল্লাহ্ তিন দিনের শিশু বাহাউদ্দিন মোবারক জিহবা জোরে চুষিতে শুরু করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই হজরত খাজা বাবা সামমাসী র. এর জিহবা শুকাইয়া গেল। তিনি ইহা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন, 'এই শিশুর হিম্মত অত্যন্ত উচ্চ। তাহার নিকট আমি পরাজিত হইয়া গিয়াছি। ইহাই প্রমাণ করে যে, পরবর্তী কালে এই শিশু কত বড় অলি-আল্লাহ্ হইবেন। তিনি আরও বলিলেন, 'এই সেই শিশু আমি যাহার খুশবু পাইতাম।'

হজরত খাজা বাবা সামমাসী র. এই স্থানে মাঝে মাঝে তশরিফ লইয়া আসিতেন। হজরত বাহাউদ্দিনের জন্মের বহু পূর্ব হইতেই এই স্থানে আসিলেই তিনি বলিতেন, "এই জায়গার মাটি হইতে আল্লাহ্পাকের এক পেয়ারা বান্দার খুশবু বাহির হইতেছে। মনে হয় সে সময় অতি নিকটে, যখন তিনি জহুর হইবেন। অতিসত্বর তাঁহার বরকতে এই স্থান আরেফ ব্যক্তিগণের বালাখানায় পরিণত হইবে।"

হজরত বাহাউদ্দিনের জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, 'মনে হয় সেই আল্লাহ্‌র পেয়ারা বান্দা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।'

হজরত বাবা সামমাসী র. হজরত বাহাউদ্দিনের দাদাকে এরশাদ করিলেন, 'সাবধান। এই শিশুর হেফাজত করিবেন। এই মোবারক শিশুর বদৌলতেই এই হিন্দওয়ানের বালাখানা বুজর্গানে দ্বীনের বালাখানায় পরিণত হইবে।'

অতঃপর হজরত বাবা সামমাসী র. তাঁহার প্রধান খলিফা হজরত আমির কুলাল র.কে তলব করিলেন। তাঁহার প্রতি তিনি এরশাদ করিলেন, 'এই শিশু আমার খাস ফরজন্দ। আমি আপনাকে যাহা কিছু প্রদান করিয়াছি তাহা এই শিশুকে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। হুঁশিয়ার। আপনি যদি এই শিশুর তরবিয়তের ব্যাপারে সামান্যতম গাফিলতিও করেন তবে কেয়ামতের দিন আমি আপনাকে মাফ করিব না।'

হজরত আমির কুলাল আরজ করিলেন, 'যদি আমি এই শিশুর তরবিয়তে গাফিলতি করি তবে আমি মানুষই নই।'

শিশু বাহাউদ্দিনকে কোলে লইয়া তাঁহার দাদা ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। হজরত বাবা সামমাসী র. এর এরশাদ ঘরের সবাইকে জানাইয়া দিলেন। এরশাদ অনুযায়ী খাস হেফাজতের মধ্যে বড় হইতে লাগিলেন শিশু বাহাউদ্দিন।

হজরত খাজা বাবা সামমাসী র. অত্যন্ত উচ্চ মর্তবাসম্পন্ন বুজর্গ ছিলেন। হজরত আযিযান আলী রামিতিনি র. তাঁহাকে তাঁহার প্রধান খলিফা হিসাবে স্বীকৃতি দেন। তাঁহার ছিল অসংখ্য মুরিদ। তাঁহাদের মধ্যে হজরত বাবা সামমাসী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। হজরত আযিযান আলী র. ইন্তেকালের সময় সমস্ত মুরিদ ও দোস্তগণকে হজরত বাবা সামমাসী র. এর খেদমত ও অনুসরণ করিবার নির্দেশ দেন।

হজরত বাবা সামমাসী ছিলেন আল্লাহ্‌পাকের মহব্বত ও মারেফতের অনন্ত সমুদ্রে অহরহ সন্তরণকারী এক বিস্ময়কর ডুবুরী। বোখারার সন্নিকটে সামমাস

নামক স্থানের অধিবাসী এই মহান বুজর্গ ইসতেদরাকের মর্তবার শেষ বিন্দুতে উন্নীত হইয়াছিলেন। সামমাসে তাঁহার একটি বাগান ছিল। এই বাগানে মাঝে মাঝে তিনি গাছের ডাল কাটিতেন। সেই সময় ইসতেদরাকের হাল তাঁহার উপর এমন গালেব হইয়া পড়িত যে, হুঁশ হইলে তিনি দেখিতেন প্রয়োজনের অনেক বেশী ডাল কাটা হইয়া গিয়াছে।

হজরত বাহাউদ্দিন তখন বালক। একদিন হজরত সামমাসী র. হজরত বাহাউদ্দিনকে সঙ্গে লইয়া খানা খাইলেন। আহারের পর তিনি হজরত বাহাউদ্দিনকে একটি রুটি দিয়া বলিলেন, 'ইহা আপনার নিকট রাখুন।' তারপর তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া হজরত সামমাসী র. তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইলেন। পথ চলিতে চলিতে হজরত বাহাউদ্দিনের অন্তরে রুটি সম্পর্কে নানান রকম চিন্তার উদ্রেক হইতে লাগিল। তখন হজরত সামমাসী র. তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'খেয়াল বাতেনের প্রতি থাকা উচিত।'

হজরত সামমাসী র. হজরত বাহাউদ্দিন সহকারে বন্ধুর বাড়ীতে হাজির হইলেন। বন্ধু তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি অস্থিরভাবে বাড়ীর ভিতর গেলেন। পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। পুনরায় বাড়ীর ভিতর গেলেন। হজরত সামমাসী র. তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, 'আপনার অস্থিরতার কারণ কি?'

বন্ধু জবাব দিলেন, 'হজরত। ঘরে দুধ আছে। রুটি নাই। বাজারেও অনুসন্ধান করিয়া রুটি পাওয়া যায় নাই। কিভাবে যে মেহমানদারী করিব, সেই চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছি।'

হজরত সামমাসী হজরত বাহাউদ্দিনকে ইশারা করিয়া বলিলেন, 'ঐ রুটি তাঁহার হাতে দিন। তবেই তাহার অস্থিরতা দূর হইবে।' হজরত বাহাউদ্দিন তাহাই করিলেন। হজরত সামমাসী তখন বলিলেন, 'প্রিয় ফরজন্দ। এখন দেখ সেই রুটি কিরূপ কাজে আসিল।'

জমাদিয়াস্ সানি মাস। দশ তারিখ। হিজরী সাতশত পঞ্চাশ। আল্লাহ্পাকের আহবানে হজরত খাজা মোহাম্মদ বাবা সামমাসী র. সাড়া দিলেন। পরম শান্তির সহিত তিনি রফিকে আলার সহিত মিলিত হইলেন। সামমাস– এর মাটি এখনও তাঁহার মোবারক জজবাত ও ওয়ারেদাতের নূর বিকিরণ করিতেছে।

মাটির পাতিলের এক ব্যবসায়ী। মাটির মতই কোমল মন। পবিত্র, দরদে পরিপূর্ণ, উদার। নাম তাঁহার সাইয়েদ আমির কুলাল। মাতৃগর্ভ হইতেই তিনি ছিলেন পবিত্র। জন্ম হইতেই আল্লাহ্পাকের অলি।

তাঁহার পুণ্যময়ী মাতা বলিতেন, 'আমির কুলালকে গর্ভে ধারণ করিবার পর হইতে আমি লক্ষ্য করিতাম যে, কখনও সামান্য সন্দেহযুক্ত কোন খানা খাইলেই আমার পেটে ব্যথা শুরু হইয়া যাইত। যতক্ষণ না বমি করিতাম ততক্ষণ শান্তি পাইতাম না। কয়েকবার এই অবস্থা ঘটিবার পর আমি নিঃসন্দেহ হইলাম যে, আমার গর্ভস্থ সন্তানের কারণেই এইরূপ হইতেছে। উহার পর হইতে আমি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত লোকমা গ্রহণ করিতাম।'

উচ্ছল যৌবন। সুঠামদেহী আমির কুলালের অন্তরে ছিল কুস্তি লড়িবার প্রবল নেশা। নিয়মিত তিনি কুস্তির অনুশীলন করিতেন।

একদিন তিনি কুস্তির আখড়ায় কুস্তি লড়িতেছেন। হজরত বাবা সামমাসী র. আখড়ার পাশ দিয়া পথ অতিক্রম করিতেছিলেন। তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। এক দৃষ্টিতে তিনি কুস্তি দেখিতেছিলেন। নজর শুধু আমির কুলালের দিকে।

হজরত সামমাসী র. এর মুরিদগণ হজরতের আচরণে বিস্মিত হইলেন। ধৈর্য ধারণ না করিতে পারিয়া একজন সওয়াল করিলেন, 'হজরত আমরা আপনার এইস্থানে এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবার অর্থ বুঝিতে অক্ষম।'

হজরত বলিলেন, 'এই কুস্তিগীরদের মধ্যে এক মহান বুজর্গ দেখিতেছি। তাঁহার সোহবত এখতিয়ার করিয়া বহু মানুষ কামালাতের দরজায় উন্নীত হইবেন। তাঁহারই প্রতি আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ।'

হজরত বাবা সামমাসীকে দেখিয়া বহু মানুষ তাঁহাকে দেখিবার জন্য ভিড় জমাইল। কুস্তিগীরগণও তাঁহার দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। আমির কুলাল হজরত বাবা সামমাসীর মোবারক চেহারা দেখিয়া কেমন যেন হইয়া গেলেন। তিনি আর দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি কুস্তির আখড়া ত্যাগ করিয়া হজরত বাবা সামমাসীর মোবারক কাফেলায় শরীক হইলেন।

হজরত সামমাসী তাঁহাকে নিজের খাস ফরজন্দ হিসাবে কবুল করিলেন। নির্জনে বসাইয়া খাস তাওয়াজ্জোহ্ ও মেহেরবানি এনায়েত করিলেন।

দিন, মাস, বছর অতিবাহিত হইল। তিরিশ বছর। এই তিরিশ বছরে আমির কুলাল কুস্তির আখড়াতো দূরের কথা বিনা ওজরে বাজারে যাইবারও তিনি কোন দিন প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। মোর্শেদের খেদমত ও নির্দেশ প্রতিপালনেই তাঁহার তিরিশ বছর অতিবাহিত হইয়া গেল। শুধুমাত্র সপ্তাহে দুই দিন সোমবার ও বৃহস্পতিবার তিনি তাঁহার আবাসস্থল 'সোখমার'– এ যাইতেন। পথ অতিক্রমের সময়ও তিনি জিকের আজকারে মশগুল থাকিতেন। এক মোবারক মুহূর্তে তিনি কামালাত হাসিল করিলেন ও খেলাফত লাভে ধন্য হইলেন।

হজরত সামমাসী র. এর খলিফাগণের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্ব প্রধান এবং সর্বাপেক্ষা মশহুর।

সাত শত বাহাত্তর হিজরী। আটই জমাদিয়াল আউয়াল। মাটির পাতিলের ব্যবসায়ী, মাটির মানুষ হজরত সাইয়েদ আমির কুলাল র. আল্লাহ্পাকের দাওয়াত কবুল করিলেন। তাঁহার মোবারক হাস্তির নূরে নূরময় সোখমারের মাটি আশেকের দিলে এখনও নীবর প্রেমের বারতা প্রেরণ করিতেছে।

বোখারায় দিন আসে। দিন যায়। রাত আসে। রাত যায়।

হজরত বাহাউদ্দিন শৈশবে পদার্পণ করিয়াছেন। কোলাহল ভাল লাগে না। নির্জনতা সাথী হইয়াছে। দিল দরদে পরিপূর্ণ। কিসের আকুতি– কিসের তৃষ্ণা। শেষ নাই। সীমা নাই।

হজরত খাজা বাবা সামমাসী র. শিশুকালে তাঁহাকে যে তাওয়াজ্জোহ দিয়াছিলেন তাহারই প্রতিক্রিয়া হজরত বাহাউদ্দিনের অন্তরে ক্রমাগত আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছিল। তিনি দুনিয়ার প্রতি পূর্ণ মাত্রায় উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। দিনের পর দিন নিভৃতে বসিয়া একাগ্রচিত্তে মোরাকাবায় বসিয়া তিনি সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তবুও অন্তরের ব্যথা প্রশমিত হয় না। বাড়ে– শুধুই তাহা বাড়ে।

হৃদয় ছারখার হয় প্রতি পলে পলে
অনন্ত–অনল শুধু জ্বলে মনে জ্বলে।

একদিন এলহাম হইল, 'হে বাহাউদ্দিন। এখনও কি সময় হয় নাই? সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শুধুমাত্র আমারই ধ্যানে গভীরভাবে নিমজ্জিত হইবার সময় কি এখনও আসে নাই?

হজরত বাহাউদ্দিন চমকিয়া উঠিলেন। তাইতো। এতদিন তো কিছুই হয় নাই। গভীরভাবে– আরও গভীরভাবে আল্লাহ্‌র ধ্যানে নিমজ্জিত হইতে হইবে। মহব্বতের পথ কি এতই সহজ। হে মহব্বতের দাবীদার। জাননাকি মুক্তার অবস্থান কোথায়? গভীর হইতে গভীরে। হিম্মত কর।

কি করি পাই আমি ছোয়াদের দেখা,
গিরি গহবর পথে পথচারী একা।

নিশুতি রাত। বোখারার বাসিন্দা সবাই নিদ্রায় অচেতন। হজরত বাহাউদ্দিন অস্থির হইয়া উঠিলেন। অনুতাপে দগ্ধীভূত মন। কিসে অন্তর প্রশান্ত হইবে?

হজরত গৃহ হইতে বাহির হইলেন। সমস্ত শহর নিঝুম। বাহাউদ্দিন পথ চলিতেছেন। অন্ধকারের পথিক আলোর আহবানে দিশাহারা। শহরের বাহিরে আসিয়া তিনি নহরের তীরে দাঁড়াইলেন। রাতের নহরের স্রোতে নূপুরের নিক্কন। বাহাউদ্দিন নহরের কিনারে দাঁড়াইলেন। নিজের কাপড় উত্তমরূপে পরিষ্কার করিলেন। তারপর তওবার নিয়তে গোসল করিলেন। সর্বাঙ্গ পবিত্র হইল।

হজরতের হৃদয়ে জ্বালা, অনুতাপ। তিনি নামাজে দণ্ডায়মান হইলেন। রাত জাগা তারা অপলক চোখে তাকাইয়া রহিল আল্লাহ্‌র এই খাঁটি আশেকের দিকে। নহরে স্রোতের লহর বহিয়া চলিতেছে। কুল কুল রব যেন ভাষা পাইয়াছে–সালাম–হে সত্য আশেক, তোমায় সালাম।

হজরত বাহাউদ্দিন ব্যথিত হৃদয়ে অত্যন্ত আজিজি ইনকেছারীর সহিত নামাজ আদায় করিলেন। রুকু করিলেন। অত্যন্ত অসহায়ভাবে সেজদা করিলেন। অবর্ণনীয় এক জান্নাতি আনন্দে তাঁহার হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিল। হজরত বাহাউদ্দিন বলিতেন, 'বহুদিন আশা করিয়াছি ঐরূপ দুই রাকাত নামাজ আদায় করি, কিন্তু সেই সুযোগ ও পরিবেশ আর কোনদিন পাই নাই।

মাঝে মাঝেই হজরত বাহাউদ্দিন জজ্‌বার প্রভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। আল্লাহ্‌পাকের তরফ হইতে প্রবল প্রেমের আকর্ষণ তাঁহাকে মাঝে মাঝেই বেচয়েন করিয়া তুলিত। একদিন জজবার সহিত এলহাম হইল, 'তুমি এই পথের কিরূপ পথিক হইতে চাও?

হজরত বাহাউদ্দিন আরজ করিলেন, 'আমি যাহা এরাদা করি তা যেন বাস্তবায়িত হয়।'

জবাব আসিল, 'না। আমি যাহা হুকুম করিব– তুমি তাহা প্রতিপালন করিবে।'

হজরত বাহাউদ্দিন পুনরায় আরজ করিলেন, 'আমার পক্ষে ইহা সম্ভবপর নয়। আমি তোমার দরবারের ভিখারী। আমি যাহা ভিক্ষা চাই যদি তাহা প্রদান কর– তবেই হয়তো তোমার পথে দৃঢ়তার সহিত দণ্ডায়মান থাকিতে সক্ষম হইব।'

এইরূপ সওয়াল জবাব দুইবার হইল। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। হায়, মালিক নারাজ হইয়াছেন। গোলামের আরজি কবুল হইল না। কি হইবে। তবে কি কবুল হইবে না। বান্দার অন্তরের আকুতি কি গ্রহণ করা হইবে না। নিরাশার কালো মেঘে হজরত বাহাউদ্দিনের হৃদয়ের আসমান ঢাকিয়া গেল। হৃদয়ে শান্তি নাই। সব অন্ধকার। আহা, নিরাশার মেঘে ছাওয়া আকাশে কবে আবার আশার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিবে। কবে? কবে?

পনের দিন এইভাবে কাটিয়া গেল। সহসা আশার আলো চমকিয়া উঠিল। এলহাম হইল, 'ঠিক আছে। তুমি যেভাবে থাকিতে চাও, সেইভাবেই থাক।'

০৫

হজরত বাহাউদ্দিনের বয়স আঠার বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার পিতা এইবার হজরতকে বিবাহ করাইবার এরাদা করিলেন। এই ব্যাপারে এজাজত লইবার জন্য তিনি তাঁহাকে হজরত খাজা বাবা সামমাসী র. এর দরবারে প্রেরণ করিলেন।

যুবক বাহাউদ্দিন সারা রাত্রি হজরত খাজা বাবা সামমাসী র. এর খেদমতে কাটাইয়া দিলেন। শেষ রাত্রিতে তিনি মসজিদে গিয়া হাজির হইলেন। দুই রাকাত নামাজ আদায় করিলেন। সেজদায় পড়িয়া তিনি কাকুতি মিনতি করিয়া আল্লাহ্পাকের দরবারে আরজি জানাইলেন, 'ইয়া আল্লাহ্ আমাকে বিপদ মুসিবতের বোঝা বহন করিবার জন্য আরও অধিক শক্তি দান কর।'

ফজরের নামাজের পর তিনি হজরত খাজা বাবা সামমাসী র. এর খেদমতে পুনরায় হাজির হইলে হজরত সামমাসী র. তাঁহাকে বলিলেন, 'হে ফরজন্দ। দোয়া করিবার সময় বলা উচিত, ইয়া আল্লাহ, যাহাতে আপনি খুশী থাকেন, আপনার এই অক্ষম বান্দাকে উহারই উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম রাখুন।' আল্লাহ্পাকের মর্জি

তো ইহাই যে, তাঁহার বান্দার প্রতি যেন কোনপ্রকার মুসিবতই না আসে। কিন্তু কখন যদি কোন হেকমতের কারণে তিনি তাঁহার বান্দার উপরে কোন মুসিবত প্রদান করেন, তখন উক্ত মুসিবত বহন করিবার শক্তিও তাঁহাকে দান করিয়া থাকেন। তাই বান্দার উচিত, সে যেন কখন স্বেচ্ছায় বিপদ মুসিবত কামনা না করে। ইহা আদবের খেলাফ।'

হজরত বাহাউদ্দিন নিজের বিবাহের ব্যাপারে পিতার অভিপ্রায় হজরত বাবা সামমাসী র. এর নিকট জানাইলেন। কিন্তু হজরত সামমাসী র. বিবাহের এজাজত দিলেন না। হজরত বাহাউদ্দিন ইহাতে সানন্দে রাজী হইলেন। হজরত বাবা সামমাসীর জীবদ্দশায় তিনি আর বিবাহের চিন্তাও করেন নাই।

আজব প্রেমিক হজরত বাহাউদ্দিন। আল্লাহ্পাক তাঁহাকে যেন শুধুমাত্র ইশক দিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। কলিজার প্রতিটি পরতে– ধমনীর প্রতিটি রক্ত কণিকায়– অস্থিমজ্জায়– আপাদমস্তকের প্রতি লোমকূপে শুধু প্রেম আর প্রেম।

একবার হজরতের কব্জ (আত্মিক সংকোচন) এর হালাত প্রকাশ পাইল। কব্জ এর হালাত বড়ই অসহনীয়। হজরত রসুলেপাক সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ঐরূপ কব্জ দেখা দিলে তিনি মনঃকষ্টে অস্থির হইয়া ফরমাইতেন, 'এইরূপ অবস্থা প্রকাশ পাইলে আমার মনে হইত, পাহাড় হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করি।'

হজরত বাহাউদ্দিনের তেমনি একবার কব্জ দেখা দিল। প্রতিটি মুহূর্ত যেন যুগ। অসহনীয় যন্ত্রণা অন্তরে। আহা কবে আল্লাহ্পাকের দয়া হইবে। যন্ত্রণার এই ঘোর অমানিশা কবে ভোরের আলোর মুখ দেখিবে। একদিন দুইদিন– এইভাবে দীর্ঘ ছয়মাস কাটিয়া গেল।

একদিন পথ অতিক্রমকালে পথের পাশের একটি মসজিদের প্রতি হজরতের দৃষ্টি পড়িল। তিনি দেখিলেন, মসজিদের দরজায় লেখা একটি বয়াত–

আয়ে দোস্ত বায়া কে মাতারায়ীম,
বেগানা মাশুকাহ– আশনায়ীম।
ত্বরা কর দোস্ত মোর আমি নই পর।
তোমারই আশেক আমি, রাখ কি খবর?

এই বয়াত দেখামাত্রই হজরতের বাতেনী হালাত পূর্বের মতো পূর্ণ নূরময় হইয়া গেল। নূর আর নূর। আল্লাহ্‌র মহব্বতে মাতোয়ারা হইয়া তিনি মসজিদের এক কোণে প্রেমের গভীর সমুদ্রে নিজের সমস্ত সত্তা বিলীন করিয়া দিলেন।

একদিন হজরত বাহাউদ্দিনের সহিত এক বুজর্গ ব্যক্তির মোলাকাত হইল। হজরত বাহাউদ্দিনকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন, 'তোমাকে যেন চেনা চেনা মনে হইতেছে।'

হজরত বাহাউদ্দিন আরজ করিলেন, 'আমার মনের এরাদা– আমি যেন আল্লাহ্‌পাকের দোস্তগণের নেক নজরের বরকতে আল্লাহ্‌পাকের পরিচয় লাভ করিতে পারি।'

বুজর্গ ব্যক্তি বলিলেন, 'তোমার জীবিকা কি?

হজরত বাহাউদ্দিন বলিলেন, 'যদি কিছু পাই তবে আহার করি। আর কিছু না পাইলে সবর ও শোকর করি।'

বুজর্গ বলিলেন, 'ইহা তো সহজ কাজ। প্রকৃত কাজ হইল নফ্‌সকে তওবার মাকামে স্থাপন করা, যেন সে রুটি না পাইলেও অবাধ্য হইবার সুযোগ না পায়।'

হজরত বাহাউদ্দিন বলিলেন, 'হজরত। কিছু নসিহত করুন।'

তিনি বলিলেন, 'জঙ্গলের দিকে যাও। দুনিয়াদারদের সহিত নফ্‌সের কামনা বাসনার বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেল। তারপর তিন দিন পর্যন্ত এই দেশের জমিনের উপর বিচরণ কর। চতুর্থ দিনে পাহাড়ের পাদদেশে একটি ঘোটকির উপরে একজন সওয়ারী দেখিতে পাইবে। আদবের সহিত তাঁহাকে সালাম জানাইয়া তাঁহার সামনে হাজির হইবে। তিনি তখন তোমাকে উচ্চস্বরে বলিবেন, 'আমার নিকট একটি রুটি আছে। লইয়া যাও।' তুমি কিন্তু তাহার কথায় কর্ণপাত করিও না।'

বুজর্গ ব্যক্তি যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, হজরত বাহাউদ্দিন তাহাই পালন করিলেন। তিনি যাহা যাহা ঘটিবে বলিয়াছিলেন, অবিকল তাহাই ঘটিল।

উক্ত বুজর্গ হজরত বাহাউদ্দিনকে আরও অনেক মূল্যবান নসিহত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 'দুর্বল ও দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের মনরক্ষার প্রতি

কেহই ভ্রূক্ষেপ করে না। তাহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং মানুষের সহিত বিনয় ও নম্র ব্যবহার করা তোমার কর্তব্য। ইতর প্রাণীকুলও আল্লাহ্পাকের সৃষ্টজীব। তাহাদের প্রতিও মেহেরবানি প্রদর্শন করা উচিত।' কোন প্রাণী আহত হইলে উহার যখমের চিকিৎসা ও উহার শুশ্রূষা করা উচিত।

হজরত বাহাউদ্দিন ঐ বুজর্গের নসিহত দৃঢ়তার সহিত পালন করিতে শুরু করিলেন। তাঁহার চলার পথে কোন প্রাণী পড়িলে যতক্ষণ উক্ত প্রাণী তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া অন্যত্র চলিয়া না যাইত, ততক্ষণ তিনি নিজ স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। সাত বৎসর ধরিয়া তিনি এই আমল এখতিয়ার করিয়া চলিলেন।

বোখারার সেই দিনগুলি, সেই রাতগুলি কি মধুর ছিল। হজরতের স্মৃতিতে সবকিছু আজও অম্লান। বোখারার বুজর্গগণের মাজারে রাতের পর রাত তিনি কত ছুটাছুটি করিয়াছেন। এক মাজার হইতে অন্য মাজারে। এই ভাবে মাজার জেয়ারত করিতে করিতে সোবহে সাদেক হইয়া যাইত। কিন্তু তবুও হজরতের মনের আশা মিটিত না। আল্লাহ্র ইশকে আল্লাহ্র অলিগণের মাজার জেয়ারতের আকর্ষণ তাঁহাকে মাতাল করিয়া রাখিত। জজ্বা বাতেনী নূরের প্রভাব, ইশকের ব্যাকুলতায় তিনি বিশ্রাম লইবার অবসর পাইতেন না। বিশ্রাম লইবার ইচ্ছাও হইত না।

এক রাত্রে হজরত বাহির হইয়াছেন মাজার শরীফ জেয়ারত করিতে। রাত্রির প্রথমভাগে তিনি হজরত খাজা মোহাম্মদ ওয়ায়েছ র. এর রওজা শরীফে হাজির হইলেন। যথারীতি ফাতেহা পাঠ করিয়া মোরাকাবায় বসিলেন। মোরাকাবায় দেখিলেন, একটি চেরাগ তেলে পরিপূর্ণ অথচ উহা টিম টিম করিয়া জ্বলিতেছে। হজরত বাহাউদ্দিনের খেয়াল হইল, চেরাগ আরও তেজে জ্বলা উচিত। তিনি চেরাগটি সামান্য নাড়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চেরাগটি তেজদীপ্ত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে হজরত বাহাউদ্দিনকে হজরত খাজা মোহাম্মদ আজকর নওবী র. এর রওজা শরীফ জেয়ারত করিবার জন্য ইশারা করা হইল।

ইশারা মোতাবেক তিনি হজরত আজকর নওবী র. এর রওজা শরীফে উপস্থিত হইয়া ফাতেহা পড়িলেন। মোরাকাবায় দেখিলেন, তেমনি এক চেরাগ, তেলে

পরিপূর্ণ অথচ টিমটিমে আলো। হজরত চেরাগ নাড়া দিয়া তেজে আলো জ্বালাইয়া দিলেন। অতঃপর হজরতকে একটি ঘোড়ার উপরে সওয়ার করাইয়া দেওয়া হইল। তারপর তাঁহার কোমরে দুইটি তলোয়ার বাঁধিয়া দেওয়া হইল। ইহার পরে ঘোড়াটিকে হজরত খাজা মজদে আখোন র. এর রওজা শরীফের প্রতি ধাবিত করিয়া দেওয়া হইল।

হজরত বাহাউদ্দিন শেষরাত্রির দিকে হজরত মজদে আখোন র. এর মাজার শরীফে তশরীফ লইয়া গেলেন। ফাতেহা পড়িয়া মোরাকাবার সময় তিনি আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন, এখানেও চেরাগ তেমনি তেলে ভর্তি অথচ টিম টিমে আলো। হজরত চেরাগ তেজ করিয়া দিলেন। তিনি এবার কেবলামুখী হইয়া মোরাকাবায় বসিলেন। কিছুক্ষণ পর হজরতের উপর ইসতেদরাকের অবস্থা গালেব হইয়া গেল। তিনি আল্লাহ্পাকের ইয়াদে মশগুল হইয়া গেলেন।

তিনি দেখিলেন, মাজার শরীফের কেবলার দিককার দেয়াল অদৃশ্য হইয়া গেল। সেখানে কারুকার্যময় সুশোভিত একটি তখতের উপরে একজন বুজর্গ বসিয়া আছেন। তাঁহার সামনে সবুজ বর্ণের হালকা একটি পর্দা টাঙ্গানো। হজরত বাহাউদ্দিন বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পর একে একে বহু লোক আসিলেন। উপবিষ্ট বুজর্গের চারিপাশে আসিয়া সকলে উপবেশন করিলেন। হজরত বাহাউদ্দিন কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না। হঠাৎ দেখিলেন, হজরত খাজা বাবা সামমাসী র. তশরীফ আনিয়াছেন। তিনিও সবার মত তখ্তের পাশে উপবেশন করিলেন। হজরত বাহাউদ্দিন বুঝিতে পারিলেন, ইহা দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণকারী অলি আল্লাহ্গণের জামাত।

হজরত বাহাউদ্দিন ভাবিতে লাগিলেন, ইহাদের পরিচয় জানা প্রয়োজন । ঠিক সেই সময় জামাতের মধ্য হইতে একজন দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিলেন, 'তখ্তে উপবিষ্ট বুজর্গের নাম হজরত আবুদল খালেক গজদওয়ানী রহমতুল্লাহি আলায়হি। জামাতের অন্যান্য বুজর্গবৃন্দ তাঁহারই খলিফা।' ইহার পর ঘোষক পুনরায় প্রত্যেকের প্রতি ইশারা করিয়া প্রত্যেকের আলাদাভাবে পরিচয় প্রদান করিলেন। বলিলেন, 'ইনি হজরত খাজা আহমদ সিদ্দিক র., ইনি হজরত খাজা আউলিয়া কবির র., ইনি হজরত আরেফ রেওয়াগিরি র., ইনি হজরত খাজা মাহমুদ ইনজির ফাগনবী র., ইনি হজরত খাজা আযিযান আলী রামিতিনি র.। ঘোষক এইবার হজরত খাজা বাবা সামমাসী র.– এর প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, 'ইনি হজরত খাজা বাবা সামমাসী র., আপনার পীর। ইহার জীবদ্দশায়ই আপনি ইহাকে দেখিয়াছেন। স্মরণ করুন, ইনি আপনাকে তাঁহার কোলাহ (টুপি) প্রদান করিয়াছিলেন।'

হজরত বাহাউদ্দিন এইবার জবাব দিলেন, 'জ্বী হাঁ। আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছি। কিন্তু তাঁহার দেওয়া টুপি কোথায় রাখিয়াছি তাহা স্মরণ করিতে পারিতেছি না। বাল্যকালের ব্যাপার, স্মরণ নাই।' ঘোষক বলিলেন, 'টুপি আপনার ঘরেই আছে। অনুসন্ধান করিলেই পাইবেন।'

ঘোষক এইবার হজরত বাহাউদ্দিনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'শুনুন, আপনাকে একটি কারামত দেওয়া হইয়াছে। আজ হইতে আপনার আর এক নাম 'মুশকিল কোশা।' যে কোন বালা মুসিবত আসুক না কেন আপনার 'মুশকিল কোশা' নামের বরকতে উহা দূরীভূত হইয়া যাইবে।'

হজরত বাহাউদ্দিনের বিস্ময় ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিতেছে। এই শান শওকতময় মহান মজলিশ তাঁহার প্রতি কিরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতেছে। সবাই তাঁহার কত আপন, কত ঘনিষ্ঠ।

জামাতের মধ্য হইতে এইবার আর একজন হজরত বাহাউদ্দিনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'হজরত খাজা আবুদল খালেক গজদওয়ানী র. তরিকতের বিষয়ে আপনার সহিত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনা করিবেন। মনোযোগসহকারে শুনুন।'

হজরত বাহাউদ্দিন আরজ করিলেন, 'আমি হজরত খাজা সাহেবকে সালাম করিবার এরাদা করি। মেহেরবানি করিয়া সবুজ পর্দা উঠাইয়া দেওয়া হোক।

সবুজ পর্দা উঠাইয়া দেওয়া হইল। হজরত বাহাউদ্দিন পরম শ্রদ্ধাভরে হজরত খাজা আবদুল খালেক গজদওয়ানী র.কে সালাম করিলেন। হজরত গজদওয়ানী র. এরশাদ করিলেন, 'আপনার স্মরণ আছে যে, আপনি ইতিপূর্বে প্রতিটি মাজার জেয়ারতের সময় তেলভর্তি চেরাগ মিটিমিটি জ্বলিতে দেখিয়াছিলেন। চেরাগ তেলে ভর্তি অর্থাৎ ইহা আপনার এসতেদাদ (হৃদয়ঙ্গম করিবার জ্ঞান) এবং কাবেলিয়াতের (যোগ্যতা) পূর্ণতার নিদর্শন। কিন্তু ইহার সঠিক ব্যবহার না করিলে কখনই চেরাগ তেজদীপ্ত হইবে না। তাই আল্লাহ্পাকের পুশিদা আসরার (গোপন তত্ত্ব) যাহাতে আপনার নিকট পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, সেই জন্য আপনার কাবেলিয়াত ও এসতেদাদকে চেষ্টার দ্বারা চেরাগের বাতির মতো তেজদীপ্ত করা উচিত। মকছুদ মঞ্জিলে উপনীত হইবার জন্য যোগ্যতা অনুসারে আমল করিতে হইবে।' আমলের শর্ত হিসাবে হজরত গজদওয়ানী র. সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত মূল্যবান উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন, 'মকছুদ মঞ্জিলে পৌঁছিবার জন্য সাধ্যানুযায়ী পূর্ণ এখলাসের সহিত আমল অবশ্যই করিতে হইবে। আর আমলের ভিত্তি হইতেছে, আল্লাহ্পাকের হুকুম ও রসুলেপাক সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পূর্ণ ইত্তেবা। সর্ব প্রকারের বেদাত হইতে কঠোরভাবে পরহেজ করিতে হইবে। হাদিস গ্রন্থসমূহের অধ্যয়ন অত্যন্ত জরুরী। সে সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা

দিনদিন বর্ধিত হইতে হইবে। সেই সঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম– এর জীবনের বিভিন্নমুখী নিদর্শনও তালাশ করিতে হইবে।'

হজরত আবদুল খালেক গজদওয়ানী র.-এর মোবারক নসিহত শেষ হইল। হজরত বাহাউদ্দিন র. এর হঠাৎ খেয়াল হইল, কি দেখিতেছি। ইহা কি স্বপ্ন না বাস্তব। এমন সময় হজরত গজদাওয়ানী র. এর খলিফাগণ ফরমাইলেন, 'আপনি যাহা দেখিয়াছেন তাহা সত্য। ইহার সত্যতা যদি যাচাই করিতে চান, তবে মাওলানা শামসুদ্দিন একনওবীর নিকট চলিয়া যান। উক্ত মাওলানার নিকট একজন তুর্কি একজন ভিস্তির বিরুদ্ধে দাবী উত্থাপন করিয়াছে। তুর্কি হক পথে আছে। কিন্তু মাওলানা সাহেব ভিস্তির পক্ষপাতিত্ব করিতেছেন। ঐ ভিস্তি একটি স্ত্রীলোকের সহিত জেনা করিয়াছিল, যাহার ফলে স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী হইয়াছিল। গর্ভপাতের পর শিশুটিকে মারিয়া অমুক স্থানে দাফন করা হয়। আপনি যান– মাওলানা সাহেবকে সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলুন। দেখিবেন, সত্য উদঘাটিত হইবে।'

হজরত গজদওয়ানী র. এর খলিফাগণ পুনরায় বলিলেন, 'সেখান হইতে আপনি লস্ফ এর দিকে রওয়ানা হইবেন। সঙ্গে লইবেন তিনটি বড় আকৃতির আঙ্গুর। পথে জঙ্গল পড়িবে। জঙ্গলের পাশ দিয়া পথ। কিছু পথ অতিক্রম করিবার পর একজন বৃদ্ধ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তিনি আপনাকে একটি গরম রুটি দিবেন। আপনি রুটি গ্রহণ করিবেন। কিন্তু তাঁহার সহিত কোন কথা বলিবেন না। ঐ গরম রুটিসহ আপনি পথ চলিতে থাকিবেন। আরো কিছুদূর অগ্রসর হইলে একটি কাফেলার সহিত আপনার মোলাকাত হইবে। তারপর আরো কিছুদূর গেলে দেখিবেন একজন ঘোড়সওয়ার আসিতেছে। ঐ ঘোড়সওয়ার আপনার নিকট তওবা করিবে। আপনি তাহাকে উত্তমরূপে তওবা করাইবেন এবং প্রয়োজনীয় নসিহত ফরমাইবেন। তারপর সেখান হইতে হজরত সাইয়্যেদ আমির কুলালের দরবারে হাজির হইবেন। তাঁহাকে কিছুই বলিবেন না। শুধু হজরত আযিযান আলী রামিতিনি র. এর যে টুপি আপনার নিকট গচ্ছিত আছে, সেই টুপি তাঁহার সম্মুখে পেশ করিবেন।'

এবার বিদায়ের পালা। মহফিল শেষ হইয়াছে। হজরত আবদুল খালেক গজদওয়ানী র. পুনরায় সবুজ পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হইলেন। বিদায় সম্ভাষণের সময় হজরত গজদওয়ানী র. এর খলিফাগণ পুনরায় হজরত বাহাউদ্দিনকে বাড়ী যাইয়া অবশ্যই হজরত আযিযান র. এর টুপি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবার জন্য বলিলেন।

মুহূর্তে পর্দা নামিল। তারপর পর্দা। তারপর পর্দা। সমস্ত কিছুই অদৃশ্য হইয়া গেল। হজরত বাহাউদ্দিন স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কি দেখিলেন তিনি।

কিছুক্ষণ পর হুঁশ ফিরিয়া পাইলে দেখিলেন, তিনি তখন হজরত মজদে আখোন র. এর মাজার শরীফের পাশে বসিয়া আছেন।

মনে হয় সোবহে সাদেকের আর বেশী দেরী নাই। হজরত তখনই বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইলেন। অন্তরে আজব অনুভূতি। আহা এই মহফিল যদি আরও অধিক সময় পর্যন্ত স্থায়ী হইত। কিছুইতো বলা হইল না। কিছুই তো জানা হইল না।

হজরত বাহাউদ্দিন বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। বাড়ীর সবাইকে জাগাইয়া টুপির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা টুপি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিলেন। টুপি দেখিয়া হজরতের অন্তর বিগলিত হইয়া গেল। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। কিছু পরেই তাঁহার মনে পড়িল বুজর্গানে দ্বীনের সেই জামাতের নির্দেশ– ফজরের নামাজ মাওলানা শামসুদ্দিন একনওবী র. এর মসজিদে পড়িতে হইবে। ভিস্তি ওয়ালার কাহিনী তাঁহার নিকট বর্ণনা করিতে হইবে। তারপর লম্বা সফর।

হজরত বাহাউদ্দিন বাড়ীর সবার নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

পূর্ব আকাশে সোবহে সাদেকের ক্ষীণ স্বচ্ছতা উঁকি মারিতেছে। হজরত বাহাউদ্দিন পথ চলিতেছেন। অনেক কাজ হাতে। লম্বা সফর। শেষে মোর্শেদের দরবার। এবার আর উদাসীনতা নয়। আর মত্ততা নয়। অত্যন্ত সুশৃঙ্খলতার মাধ্যমে এবার অগ্রসর হইতে হইবে। মোর্শেদের নিকট পূর্ণরূপে নিজেকে সমর্পণ করিতে হইবে। তবেই আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুলকে পাওয়া যাইবে। আহা মোর্শেদ। প্রাণের মোর্শেদ। তোমার দর্শন আশায় যে অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

চুঁ—তুদাস্তে পীর্রা কারদি কবুল
হাম খোদা দর—জাতাশ আমাদ হাম রসুল।

পীরের হস্ত যখনই তুমি করিলে কবুল,
তখনই পাইলে তুমি আল্লাহ্ ও রসুল।

মসজিদের মিনারে আওয়াজ উঠিল, আল্লাহু আকবর– আল্লাহু আকবর। আল্লাহ্ই মহান–আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ। সোবহে সাদেকের বোখারা জাগিয়া উঠিতেছে। 'আস্সলাতো খায়রুম মিনান নাউম' ধ্বনিতে বোখারার বাসিন্দারা শয্যাত্যাগ করিতেছে। আহা মোয়াজ্জিনের আজান কি করুণ। কি আবেগময়। আজানের বেহেশতি সুরলহরী প্রাণের ভিতরে আসিয়া বিদ্ধ হয়। ওহে মোয়াজ্জিন। ওতো মিনার নয়। যেন জান্নাতের এক সুউচ্চ শিখরে দাঁড়াইয়া তুমি আল্লাহ্র প্রেমের দাওয়াত দিতেছ। আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ– আল্লাহ্ই মহান।

হজরত বাহাউদ্দিন মাওলানা শামসুদ্দিন রা. এর মসজিদে আসিয়া ফজরের নামাজ আদায় করিলেন। নামাজ শেষে তিনি মাওলানা সাহেবকে নিভৃতে ডাকিয়া তুর্কি ও ভিস্তিওয়ালার কাহিনী আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন।

মাওলানা সাহেব ঘটনা শুনিয়া বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া গেলেন। মাওলানা সাহেব তখনই ভিস্তি ও তুর্কিকে তলব করিলেন এবং ভিস্তিওয়ালাকে তাহার দাবী উঠাইয়া লইতে বলিলেন। কিন্তু ভিস্তিওয়ালা তুর্কির দাবী অস্বীকার করিল। হজরত বাহাউদ্দিন তখন ভিস্তিওয়ালাকে তাহার গোপন জ্বেনার বিষয়ে বর্ণনা করিলেন। বর্ণনা শুনিয়া সে খুবই লজ্জিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তুর্কির দাবীর সত্যতা স্বীকার করিয়া লইল।

মাওলানা শামসুদ্দিন একনওবী র. হজরত বাহাউদ্দিনকে দেখিযা মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কি অপরূপ সুন্দর চেহারা মোবারক। যেন জান্নাত হইতে সদ্য আগত কোন পথভোলা পথিক। সমস্ত অবয়ব হইতে যেন ইশক্ উছলিয়া উঠিতেছে। তিনি এরশাদ করিলেন, 'আপনার অন্তর আল্লাহ্পাকের মহব্বত অন্বেষণের দরদে পরিপূর্ণ। আপনি এই স্থানে কিছুদিন অবস্থান করুন। আমার এরাদা এই যে, আমি আপনার বাতেনী তরবিয়ত করিব।'

হজরত বাহাউদ্দিন আদবের সহিত আরজ করিলেন, 'হজরত। আমি যে অন্যের ফরজন্দ। আপনি যদি আমার মুখে স্তন প্রদান করেন, তবে উহা আমি কিরূপে পান করিতে পারি?'

জবাব শুনিয়া মাওলানা সাহেব কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। তারপর তাঁহাকে যাইবার এজাজত দিলেন।

এইবার হজরত বাহাউদ্দিন তিনটি বড় আঙ্গুর লইয়া রওয়ানা হইলেন 'লস্ফ' অভিমুখে। কিছুক্ষণ পর সেই জঙ্গল পাওয়া গেল। জঙ্গলের পাশ দিয়া পথ। জঙ্গল হইতে সেই বৃদ্ধ বাহির হইলেন এবং হজরত বাহাউদ্দিনকে একটি গরম রুটি দিলেন। কিন্তু দুইজনের মধ্যে কোন বাক্য বিনিময় হইল না।

হজরত বাহাউদ্দিন আরও সামনের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিছুক্ষণ পর সেই কাফেলার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। তাঁহারা হজরত বাহাউদ্দিনকে প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?'

হজরত বাহাউদ্দিন জবাব দিলেন, 'ইক্না হইতে।'

তাহারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কখন রওয়ানা হইয়াছেন?'

হজরত জবাব দিলেন, 'সূর্যোদয়ের পর, চাশতের সময়।'

কাফেলার লোকেরা জবাব শুনিয়া তাজ্জব হইয়া গেলেন। বলিলেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার। আমরা তো রাত্রির প্রথমার্ধে রওয়ানা হইয়া এখন এই স্থানে পৌঁছিয়াছি।'

হজরত বাহাউদ্দিন আরও অগ্রসর হইলেন। এইবার দেখা হইল সেই ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে। ঘোড়সওয়ার হজরতকে দেখিয়াই ভীত হইল। বলিল, 'তুমি কে? তোমাকে দেখিয়া আমার ভয় হইতেছে কেন?'

হজরত বাহাউদ্দিন বলিলেন, 'আমার হাতে তোমাকে তওবা করিতে হইবে।'

হজরতের এই কথা শুনিয়া ঘোড়সওয়ার তৎক্ষণাৎ ঘোড়া হইতে নামিল। তাহার সহিত শরাব ছিল। সে সমস্ত শরাব মাটিতে ফেলিয়া দিল। তারপর হজরত বাহাউদ্দিনের নিকট তওবা করিল।

হজরত বাহাউদ্দিন এইবার মোর্শেদের দরবার অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। অন্তর আলোড়িত হইতেছে। মোর্শেদের মহব্বতে অন্তর বিগলিত হইতেছে। এতদিন মাওলার ইশকের যে প্রবল জলোচ্ছ্বাস বিক্ষিপ্ত তরঙ্গাঘাতে তাঁহাকে উথাল পাথাল করিয়া রাখিত, এইবার তাহা শান্ত স্রোতস্বিনীর মত মূল উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত হইতে শুরু করিয়াছে।

হজরত বাহাউদ্দিন হজরত সাইয়্যেদ আমির কুলাল র. এর দরবারে হাজির হইলেন। সালাম বিনিময়ের পর হজরত আযিযান আলী রামিতিনি র. এর টুপিখানা হজরত আমির কুলাল র. এর সম্মুখে রাখিয়া তিনি নিশ্চুপ বসিয়া রহিলেন।

হজরত আমির কুলাল র. টুপি দেখিয়াই চিনিলেন, ইহা কাহার টুপি। বলিলেন, 'ইহা হজরত খাজা আযিযান র. এর টুপি'।

হজরত বাহাউদ্দিন জবাব দিলেন, 'জ্বী হাঁ।

হজরত আমির কুলাল র. এরশাদ করিলেন, 'ইহার ইশারা এই যে, এই টুপি অত্যন্ত হেফাজত সহকারে সংরক্ষণ করিতে হইবে।'

হজরত বাহাউদ্দিন তাহাই স্বীকার করিলেন।

এইবার সাধনার পালা। হজরত আমির কুলাল রা. তাঁহাকে নিভৃতে ডাকিয়া লইলেন। এতদিন হজরত আবুদল খালেক গজদওয়ানী র. এর নিয়ম অনুযায়ী জিকিরে জলি (শব্দ সহকারে জিকির) করিবার নিয়ম প্রচলিত ছিল। কিন্তু হজরত আমির কুলাল র. তাঁহাকে জিকিরে খফি (নীরবে জিকির) করিবার নির্দেশ দিলেন। সর্বপ্রথমেই জিকির দেওয়া হইল নফি ইস্‌বাতের।

হজরত বাহাউদ্দিন মোর্শেদের নির্দেশমত জিকিরে রত হইলেন। অন্তরের সমস্ত একাগ্রতা তিনি জিকিরে নিয়োজিত করিলেন। হজরত আমির কুলালের দরবারে জিকিরে জলির মহফিল বসিত। কিন্তু হজরত বাহাউদ্দিন ঐ মহফিলে শরীক হইতেন না। তিনি অন্যত্র একাকী বসিয়া জিকিরে খফিতে মশগুল থাকিতেন।

হজরত বাহাউদ্দিনের অন্যান্য পীর ভাইগণ তাঁহার আচরণে বিস্মিত হইতেন। তাঁহাদের কেহ কেহ হজরত আমির কুলালের নিকট এই ব্যাপারে অভিযোগ করিলেন, 'বাহাউদ্দিন আপনাকে অনুসরণ করেন না। তিনি অবাধ্য।'

হজরত আমির কুলাল এইসব কথায় কোন আগ্রহই প্রকাশ করিতেন না। দিন যত যায়, তিনি ততই বাহাউদ্দিনকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যান। অপূর্ব সাধক বাহাউদ্দিন। কি অপূর্ব মোর্শেদ– প্রেম তাঁহার অন্তরে। মোমের মত মোর্শেদের এরাদা ও ইশারার নিকট গলিয়া যান। হজরত আমির কুলাল ভাবেন আর অবাক হন– এইরূপে আর কে আছে? হজরত বাহাউদ্দিন ক্রমশঃ মোর্শেদের খাস্ নজর ও খাস্ মেহেরবানি পূর্ণরূপে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া লইলেন।

হজরত বাহাউদ্দিন মাঝে মাঝে আত্মহারা হইয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ফলে তাঁহার পায়ে ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছিল।

শীতকাল। কন কনে ঠাণ্ডায় শরীর হিম হইয়া আসে। তাহার উপর ঠাণ্ডা বাতাস। এমনি এক রাতে হজরত আমির কুলাল র. এর দরবারে তিনি হাজির হইলেন। দরবারে হজরত আমির কুলাল র. এর সহিত আরও অনেক দরবেশ উপস্থিত ছিলেন। হজরত আমির কুলাল হজরত বাহাউদ্দিনকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই লোকটি কে?'

একজন দরবেশ বলিলেন, 'ইনি বাহাউদ্দিন।'

হজরত আমির কুলাল র. বলিলেন, 'তাঁহাকে এখান হইতে বাহির করিয়া দাও।'

এই কথা শুনিয়া হজরত বাহাউদ্দিন তৎক্ষণাৎ দরবার হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। এ কিরূপ অদ্ভুত নির্দেশ। নফ্স অবাধ্য হইতে চায়। কিন্তু না। কি হেকমত ইহাতে আছে, কে জানে। হজরত বাহাউদ্দিন ধারণা করিলেন, 'যেহেতু তাঁহার অপমান আল্লাহ্পাকের ইচ্ছা অনুযায়ী সংঘটিত হইতেছে, সেই হেতু ইহাতে সবর করা উচিত। দেখা যাক কি হয়? তনি স্থির করিলেন, 'যত দুর্ব্যবহারই তাঁহার প্রতি করা হোক না কেন, তিনি কখনই এই দরবার পরিত্যাগ করিবেন না।

আশেক কি ত্যাজে কভু মাশুকের দরবার–
হোক না যতই অপমান, যত অত্যাচার।
মক্ষিকা কি ছাড়ে কভু মিষ্টান্ন দোকান,
আসুক না বিপদ যত, যাক না পরাণ।

বাহিরে বরফ পড়িতেছে। ভয়ানক ঠাণ্ডা হাওয়া। এই নিদারুণ শীতে হজরত বাহাউদ্দিন দরবারের বাহিরে সমস্ত রাত্রি পড়িয়া রহিলেন। সোবহে সাদেকের সময় হজরত আমির কুলাল র. বাহিরে আসিলেন এবং আদর সোহাগ করিয়া হজরত বাহাউদ্দিনকে দরবারের ভিতরে লইয়া গেলেন। বলিলেন, ' হে আমার বুলন্দ নসীব ফরজন্দ। সৌভাগ্যের পোশাক আপনার অবয়বেই শোভা পায়।'

ইহার পর আত্মহারা হইয়া এদিক ওদিক ঘুরিবার ফলে হজরত বাহাউদ্দিনের পায়ে যে সমস্ত কাঁটা বিঁধিয়াছিল, হজরত আমির কুলাল র. একান্ত সোহাগভরে সেইগুলি নিজ হাতে তুলিয়া ফেলিলেন এবং ক্ষতস্থানগুলিও নিজ মোবারক হাত দ্বারা ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দিলেন।

একদিনের ঘটনা। হজরত বাহাউদ্দিন মোর্শেদের দরবারে রওয়ানা হইয়াছেন। পথের মধ্যে দেখিলেন, হজরত খিজির আলায়হিস সালাম তাঁহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার মাথায় টুপি এবং হাতে একটি ছড়ি। তিনি তুর্কী ভাষায় বলিলেন, 'তুমি ঘোড়া দেখিয়াছ কি?'

এই কথা বলিয়া হজরত খিজির আ. হজরত বাহাউদ্দিনকে তাঁহার হাতের ছড়ি দিয়া মৃদু আঘাত করিলেন। হজরত বাহাউদ্দিন কোন জবাব দিলেন না। পথ চলাও বন্ধ করিলেন না। হজরত খিজির আ. পুনরায় তাঁহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তিনি পাশ কাটিয়া চলিতেই থাকিলেন। হজরত খিজির আ. পুনরায় তাঁহার সামনাসামনি হইলেন। হজরত বাহাউদ্দিন এইবার শুধু বলিলেন, 'আমি আপনাকে চিনি। আপনি হজরত খিজির আ.।' কিন্তু পূর্বের মতই পথ চলিতে লাগিলেন। থামিলেন না।

হজরত খিজির আ.ও তাঁহার সহিত পথ চলিতে লাগিলেন। এইভাবে তিনি হজরত বাহাউদ্দিনের সহিত মারাহেল সরাইখানা পর্যন্ত আসিয়া বলিলেন, 'কিছু সময় আমার সহিত অতিবাহিত কর।'

হজরত বাহাউদ্দিন তাঁহার কথার কোন জবাব দিলেন না। তাঁহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। পূর্বের মতই নীরবে পথ চলিতে লাগিলেন।

তিনি যখন হজরত আমির কুলাল রা. এর দরবারে হাজির হইলেন তখন হজরত তাঁহাকে প্রশ্ন করিরেন, 'পথে হজরত খিজির আ. আপনার সহিত মোলাকাত করিয়াছিলেন– আপনি তাঁহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই কেন?'

হজরত বাহাউদ্দিন আরজ করিলেন, 'হজরত। আমি আপনার প্রতিই মোতাওয়াজ্জোহ ছিলাম– তাঁহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিবার অবকাশ কোথায়?'

হজরত আমির কুলাল র. তাঁহার জবাব শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ইহা তো সাচ্চা মুরিদের কার্য। তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি দিয়া হজরত বাহাউদ্দিনের পূর্ণ তরবিয়তের কাজে মনযোগ দিলেন।

সময় যায়। যাহা যায় তাহা আর ফিরিয়া আসে না। রাতের পরে দিন। দিনের পরে রাত। সময় কেবল যাইতেই থাকে।

অবশেষে সেই মুহূর্ত ঘনাইয়া আসে যখন আনন্দ ও বেদনা প্রাণের গভীরে একাধারে বাজিতে থাকে। সাফল্যের আনন্দ আর বিদায়ের বেদনা।

নয়নের নূর, পেয়ারা ফরজন্দ হজরত বাহাউদ্দিনের তরবিয়ত পূর্ণতার প্রান্তে উপনীত হইয়াছে। এইবার বিদায়ের পালা। অন্তরে আসন্ন বিরহের দাহ। তবু বিদায় যে দিতেই হইবে।

একদিন হজরত আমির কুলাল র. তাঁহার পাঁচশত খাদেমের সম্মুখে হজরত বাহাউদ্দিন সহকারে তশরীফ লইয়া আসিলেন। এরশাদ করিলেন, 'তোমরা বাহাউদ্দিন সম্পর্কে খারাপ ধারণা করিতে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তোমরা জান না। সকল সময় আল্লাহ্পাকের খাস্ রহমত তাঁহার উপর বৃষ্টির ধারার মত বর্ষিত হইতেছে। আল্লাহ্পাকের দোস্তগণের নজরও তাঁহারই নজরের অনুগামী। বাহাউদ্দিনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমাকে দেওয়া হয় নাই।'

হজরত আমির কুলাল র. পুনরায় বলিলেন, 'হে আমার ফরজন্দ। শাগরীদকে তালিম প্রদান শেষে নিজের দেওয়া তালিমের তাছির দেখিবার বাসনা অবশ্যই ওস্তাদের অন্তরে জাগরিত হয়। ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন, যাহাতে শাগরীদের তালিমের প্রতি তিনি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন। আর যদি শাগরীদের কিছু অপূর্ণতা প্রকাশ পায়, তবে ওস্তাত তাহা পূর্ণ করিয়া দেন। আমার পুত্র বোরহানউদ্দিন এইখানে উপস্থিত। আজ পর্যন্ত তাহাকে কেহ বাতেনী তালিম দান করেন নাই। আপনি আমার সামনেই তাহার প্রতি তাওয়াজ্জোহ প্রদান করুন। তাহা হইলে আমি আপনার তালিমের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানিতে পারিব এবং আপনার তালিম প্রদানের ক্ষমতার উপর আমি আমার পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিব।'

হজরত বাহাউদ্দিন আদবের খাতিরে হজরত পীর ও মোর্শেদের আদেশ প্রতিপালনে বিলম্ব করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া হজরত আমির কুলাল র. বলিলেন, 'ইহা আমার আদেশ। ইহা প্রতিপালনে আপনার ইতঃস্তত করা উচিত নয়।

হজরত বাহাউদ্দিন এইবার মোর্শেদের হুকুম পালন করিলেন। তিনি সাহেবজাদা বোরহানউদ্দিনের প্রতি তাওয়াজ্জোহ প্রদান করিলেন। সেই মুহূর্তেই তাছির প্রকাশ পাইল। প্রথম তাওয়াজ্জোহ এর ফলেই হজরত বোরহানউদ্দিনের অন্তরে মহব্বতের গাল্‌বা ও উন্নত অবস্থা সমূহ পয়দা হইতে লাগিল।

হজরত আমির কুলাল র. এইবার হজরত বাহাউদ্দিনের প্রতি লক্ষ্য করিলেন। এরশাদ করিলেন, 'হে আমার প্রিয় ফরজন্দ বাহাউদ্দিন। আপনি জানেন, হজরত খাজা বাবা সামমাসী র. আপনাকে শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য এবং আপনার বাতেনী তরবিয়তের জন্য আমার প্রতি হুকুম করিয়াছিলেন। মোর্শেদের হুকুম মোতাবেক আমি আমার দায়িত্ব পালন করিয়াছি। আমার শক্তি অনুযায়ী আমি আপনাকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছি। বাতেনী তরবিয়ত করিয়াছি। সূক্ষ্ম বিষয়ের যতটুকু জ্ঞান আমার আছে, তাহার কোন কিছুই শিক্ষা দিতে আমি কসুর করি নাই। আপনার রূহানী পাখীর ডানায় এখন অনেক শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে। আল্লাহ্‌র মারেফাতের সীমাহীন আসমানে উড়িবার জন্য এখন হইতে আপনাকে এজাজত দেওয়া হইল। এইবার আপনি ইচ্ছা মতো তুর্কীস্তান, তাজাকিস্তান– যেখানে যাহা কিছু পান তাহা হাসিল করুন। এই ব্যাপারে কার্পণ্য করিবেন না। সর্বদা দিলের মধ্যে হিম্মতের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিবেন।'

হজরত বাহাউদ্দিন ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। কিছুদিন অন্তরে একরকম প্রশান্তি জারী রহিল। পুনরায় সেই তৃষ্ণা– সেই যন্ত্রণা। আর কি আছে? কোথায় আছে? হজরত আমির কুলাল র. এজাজত দিয়াছেন, তুর্কীস্তান, তাজাকিস্তান যেখানে যাহা পাওয়া যায় হাসিল করিতে হইবে।

বহ্নিমান অতৃপ্তির অনল আমায়
অবিরাম অবিরত জ্বালায় পোড়ায়।
জ্বলন্ত ফুটন্ত আমি শুনিনা যে মানা,
আরেনি আরেনি বলে প্রতি রক্তকণা।

এত যে ফয়েজ নূর এত কিছু হাল
তবুও যন্ত্রণায় কেন জ্বলি চিরকাল,
এ কোন্ প্রেমের প্রেমিক বানিয়েছো মোরে,
এ কোন বেদনা বই মিলনের ডোরে।

হজরত বাহাউদ্দিন একদিন স্বপ্ন দেখিলেন, তুর্কীস্তানের মশহুর অলি আল্লাহ্ হজরত হেকিম আনা কুদ্দিসা সিররূহ তশরীফ আনিয়াছেন। সঙ্গে একজন দরবেশ। হজরত হেকিম সাহেব দরবেশের নিকট হজরত বাহাউদ্দিনের বিষয়ে সুপারিশ করিতেছেন। সহসা হজরত বাহাউদ্দিনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। কিন্তু সেই দরবেশের চেহারা মোবারক চোখের সামনে স্পষ্ট ভাসিতে লাগিল। সকালে তিনি তাঁহার পুণ্যময়ী দাদীর নিকট স্বপ্নের কথা খুলিয়া বলিলেন। তাঁহার দাদী বলিলেন, 'মারহাবা। ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, তুর্কীস্তানের মাশায়েখ হইতেও তোমার রুহানী ফয়েজ হাসিল হইবে।' এই কথা শুনিয়া হজরতের অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রতীক্ষায় রহিলেন। সব সময় তিনি ঐ দরবেশকে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। প্রতীক্ষার প্রহর যেন শেষ হইতে চায় না। কিন্তু হজরত বাহাউদ্দিনের তালাশেরও বিরাম নাই।

বোখারার বাজার।

একদিন হজরত বাহাউদ্দিন বাজারে বিচরণ করিতেছিলেন। কেনাবেচায় সব মানুষ ব্যস্ত। বোখারার বাজারে ব্যস্ত মানুষের ভীড়ে রুদ্ধমুখ অগ্নিগিরি বুকে বাহাউদ্দিন। বিমর্ষ বদন। কবে কোথায় কখন সেই দরবেশের মোলাকাত ঘটিবে কে জানে। হঠাৎ তিনি দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখ দিয়া এক ব্যক্তি চলিয়া যাইতেছেন। এই তো সেই দরবেশ, যাহার অনুসন্ধানে তিনি দিশাহারা হইয়াছেন। আরাম হারাম হইয়াছে।

হজরত বাহাউদ্দিন অস্থির হইয়া উঠিলেন। কয়েকবার তিনি দরবেশের সামনে হাজির হইবার চেষ্টা করিলেন। লোকের তখন প্রচণ্ড ভীড়। দরবেশও মনে হয় তখন দেখা করিতে নারাজ। চেষ্টা করিয়াও হজরত বাহাউদ্দিন তাঁহার সোহবত লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। সেদিনের মত তিনি ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। মনে আশা নিরাশার ঢেউ উথাল পাতাল করিতেছে। তবে কি দরবেশ তাঁহাকে কবুল করিবেন না?

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিল। হঠাৎ এক ব্যক্তি আসিলেন। বলিলেন, 'খলিল দরবেশ আপনাকে তলব করিয়াছেন।' হজরত বাহাউদ্দিন এইবার আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি কিছু হাদিয়াসহ অত্যন্ত আজিজির সহিত খলিল দরবেশের খেদমতে তৎক্ষণাৎ হাজির হইলেন। হাদিয়া পেশ করিয়া বলিলেন, 'আমি একটি খাব দেখিয়াছি।'

হজরত বাহাউদ্দিনের কথা শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে দরবেশ বলিলেন, 'আর বলিতে হইবে না। তোমার দিলের কথা আমার অজানা নাই।'

দরবেশের কথা শুনিয়া হজরত বাহাউদ্দিন বিস্মিত হইয়া গেলেন। তাঁহার প্রতি হজরতের ভক্তি আরো বাড়িয়া গেল।

ইহার পর হইতে হজরত বাহাউদ্দিন তাঁহারই সোহবতে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। যত দিন যাইতে লাগিল হজরত বাহাউদ্দিন ততই দরবেশের ব্যবহারে আশ্চর্যন্বিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার বিস্ময়কর রূহানী অবস্থাসমূহ প্রকাশ পাইতে লাগিল। কি রহস্যময় এই দরবেশ।

হঠাৎ হজরত বাহাউদ্দিন একদিন দেখিলেন, দরবেশ নাই। কোথায় গেলেন তিনি? সমস্ত বোখারা অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাকে পাওয়া গেল না। কেন তিনি বোখারা হইতে বিদায় লইলেন তাহারও কারণ জানা গেল না।

হজরত বাহাউদ্দিনের অস্থিরতা পুনরায় বাড়িয়া গেল। দরবেশের বিরহ যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করিতে লাগিলেন। আর কি দেখা হইবে? এই রহস্যময় দরবেশের দেখা কি আর কোনদিন পাওয়া যাইবে?

দীর্ঘদিন কাটিয়া গেল। একদিন বাহাউদ্দিন সংবাদ পাইলেন, সেই দরবেশ এখন মাওরাউন্নাহারে। তিনি সেখানকার বাদশাহ হইয়াছেন। আশ্চর্য। দরবেশ আবার বাদশাহ হইলেন কেন?

হজরত বাহাউদ্দিন ভাবিলেন, নিশ্চয়ই ইহার কোন না কোন কারণ আছে। আল্লাহ্‌র অলিগণের কার্যকলাপ বোঝা কি অতই সহজ। তিনি দরবেশের সহিত পুনরায় মোলাকাতের জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন।

হঠাৎ এক মোকদ্দমা হইল। ইহার কারণে সেই দরবেশের শরণাপন্ন হইতে হইবে। হজরত বাহাউদ্দিন সুযোগ পাইলেন। মোকদ্দমার অজুহাতে বাহাউদ্দিন

মাওরাউন্নাহারে হাজির হইলেন এবং অত্যন্ত আদবের সহিত দরবেশের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার হস্তক্ষেপের ফলে দ্রুত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গেল। কিন্তু দরবেশ হুকুম জারী করিলেন, 'তোমাকে আমার চাকুরী ও খেদমত করিতে হইবে।'

হজরত বাহাউদ্দিন দরবেশের এই প্রস্তাব সানন্দে কবুল করিয়া লইলেন। দরবেশ তাঁহার উপর খুবই মেহেরবানি করিতে শুরু করিলেন। হজরত বাহাউদ্দিন তাঁহার নিকট হইতে খেদমতের আদবসমূহ শিক্ষা করিতে লাগিলেন। যখন আম মজলিশ বসিত তখন হজরত বাহাউদ্দিন সালতানাতের আদব রক্ষা করিয়া দরবেশের সহিত মিশিতেন। কিন্তু নির্জনে তিনি ছিলেন দরবেশের খাস্ সঙ্গী। দরবেশ তাঁহাকে মূল্যবান নসিহত করিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, 'যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহ্পাকের রেজামন্দির উদ্দেশ্যে খেদমতের আনজাম দেন, তিনি মানুষের মধ্যে অত্যন্ত উচ্চ মর্তবা হাসিল করিতে সক্ষম হন।' দরবেশের এই কথা শুনিয়া হজরত বাহাউদ্দিন প্রায়ই ভাবিতেন, এই কথা কাহার উদ্দেশ্যে বলা হইতেছে। ইহার প্রকৃত অর্থই বা কি?

ছয় বৎসর কাটিয়া গেল। দরবেশ এইবার হজরত বাহাউদ্দিনকে বোখারায় ফিরিয়া যাইবার এরশাদ করিনে। হজরত বাহাউদ্দিন বুঝিলেন দরবেশের সোহবতে যাহা হাসিল হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। তিনি বোখারায় ফিরিয়া আসিলেন।

আবার সেই বোখারা। জন্মভূমি বোখারা। ছয় বৎসর পরে হজরত বাহাউদ্দিন দেখিলেন বোখারার সুন্দর বদন। বোখারার বাতাস তেমনি বহিয়া যাইতেছে। আকাশ তেমনি নীল। কখন মেঘাচ্ছন্ন। বোখারার মানুষ তেমনি আপন।

কিছুদিন কাটিয়া গেল। হজরত বাহাউদ্দিন ভাবিতে শুরু করিলেন, এইবার কাহার নিকট যাইব? কোথায় কাহাকে পাইব?

অবশেষে হজরত বাহাউদ্দিন স্থির করিলেন, তিনি এইবার হজরত আমির কুলাল র. এর বিখ্যাত খলিফা হজরত খাজা মাওলানা আরিফ সাহেবের খেদমতে থাকিবেন। তিনি হজরত খাজা আরিফ র. এর নিকট হাজির হইয়া নিজের এরাদা ব্যক্ত করিলেন। হজরত আরিফ র. তাঁহাকে কবুল করিয়া লইলেন।

হজরত মাওলানা আরিফ র. বহু বৎসর যাবত হজরত আমির কুলাল রা. এর খেদমতে কাটাইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত তাসাররুফ ও কারামতসম্পন্ন বুজর্গ।

দীর্ঘ সাত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। অবশেষে হজরত বাহাউদ্দিনের রুখসত হইবার এজাজত মিলিল।

হজরত বাহাউদ্দিন দীর্ঘদিন যাবত বিখ্যাত বুজর্গ শায়েখ ফাতাহ্ র. এর খেদমতও করিয়াছিলেন। শায়েখ ফাতাহ্ তাঁহার এলেমসমূহ পূর্ণরূপে হজরত বাহাউদ্দিনকে শিক্ষা দিবার পর তাঁহার সম্পর্কে ফরমাইয়াছিলেন, 'বাহাউদ্দিনের সীনায় আল্লাহ্তায়ালার ইশ্কের যে আগুন জ্বলিতেছে, বোখারার জমিনে উহার দৃষ্টান্ত নাই।'

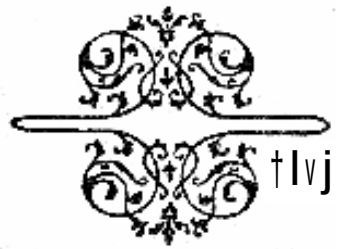

বোখারার বুকে হজরত বাহাউদ্দিনের দিন কাটে। রাত কাটে। তিনি এখন এলমে মারেফাতের সাগর। দীর্ঘ দিন ধরিয়া যেখানে যাহা কিছুই পাইয়াছেন, কঠোর মোজাহেদা সহকারে সব কিছুই হাসিল করিয়াছেন। কিন্তু আল্লাহ্পাকের বান্দাগণের খেদমতের নেশা তাঁর কাটে নাই। সেই খলিল দরবেশ তাঁহাকে নসিহত করিয়াছিলেন, 'যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহ্পাকের রেজামন্দির উদ্দেশ্যে তাঁহার বান্দাগণের খেদমত করেন, তিনি মানুষের মধ্যে অত্যন্ত উচ্চ মর্তবা অর্জন করিতে সক্ষম হন।' এই নসিহত তাঁহার অহরহ মনে পড়ে। দরবেশ ঠিকই বলিয়াছেন– একমাত্র আল্লাহ্পাকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্পাকের বান্দাগণের খেদমতে জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি বোখারার বিভিন্ন খানকা ও মাদ্রাসায় গমন করিতেন। খানকা ও মাদ্রাসার জন্য প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ করিতেন যাহাতে তালেবে এলেম ও তালেবে মাওলাগণ অসুবিধায় না পড়েন। এমন কি তিনি কখনও কখনও পায়খানা পর্যন্ত সাফ করিতেন। মনে মনে আল্লাহ্পাকের দরবারে শোকর গোজারী করিতেন– আহা আল্লাহ্পাকের কত দয়া, তিনি তাঁহার পথের পথিকগণের খেদমত করিবার তৌফিক তাঁহাকে দান করিয়াছেন।

অবশেষে কঠোর সাধনার সময় শেষ হইল। সুদীর্ঘ চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের সাধনা। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি পলকের জন্যও নিজের মূল লক্ষ্য হইতে গাফেল হন নাই। কি অপূর্ব মোজাহেদা। আল্লাহ্‌কে পাইবার জন্য কি আকুল আকাংখা।

একদিন হজরতের মনে হইল, তাইতো। আল্লাহ্‌পাকের পরিচয় জানিবার জন্য যদি এইরূপ কঠোর সাধনা করিতে হয়, তবে কতজন এইরূপ কঠোর সাধনা করিতে পারিবে? মানুষ ক্রমে দুনিয়ার বিভিন্ন জটিলতার মধ্যে জড়াইয়া যাইতেছে। আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করিবার মত এত সুদীর্ঘ সময় পাওয়া কতজনের পক্ষে সম্ভব। শেষে কি মানুষ আল্লাহ্‌পাকের পরিচয় জানিবার আগ্রহ হারাইয়া ফেলিবে?

আল্লাহ্‌পাক বেনেয়াজ। বিন্দু পরিমাণ মুখাপেক্ষিতা হইতেও তিনি পবিত্র। কেহ তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিতে চেষ্টা করুক বা না করুক তাহাতে তাঁহার বিন্দু পরিমাণ মর্যাদাও লাঘব হয় না। সমস্ত সৃষ্টিও যদি তাঁহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয়, তাহাতেও তাঁহার কিছু আসে যায় না। কিন্তু দুনিয়ার পাপী– পথভ্রষ্ট মানুষদের তাহা হইলে কি উপায় হইবে? আল্লাহ্‌পাকের পরিচয় না জানিলে যে তাহারাই চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িবে। ইহা এমন ক্ষতি যাহা সময়ের ব্যবধানে কোন সময় আর পূরণ করা সম্ভব হইবে না।

আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করিয়াছেন, 'আমি জ্বীন ও মানব জাতিকে একমাত্র আমার এবাদত করা ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করি নাই।' সৃষ্টির উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা আল্লাহ্‌র এবাদত করিবে। আর এবাদত করিতে গেলে আল্লাহ্‌পাকের পরিচয়ও জানিতে হইবে। পরিচয় না জানিলে কিভাবে এবাদত করিবে? পরিচয় জানা না থাকিলে তাঁহার এবাদতও সঠিকভাবে করা যায় না। অথচ এই পরিচয় জানার পথ কত কঠিন, কত বন্ধুর। এই পথের পথিক কত হাজার হাজার আশেক দুনিয়ার আরাম আয়েশ ত্যাগ করিয়া নিজেদের জীবন কোরবানী করিয়াছেন। কত দুরূহ পরীক্ষার মধ্য দিয়া শত বাধা–বিপত্তিকে উপেক্ষা করিয়া সমস্ত জীবন কঠিন সাধনায় ব্যয় করিয়াছেন। এখন তো সেই সব হিম্মতওয়ালা সার্থক সাধকদের সংখ্যাও দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। এই পথের দুঃসাধ্য সাধনা, সুকঠিন ব্রত সকলকে নিরুৎসাহিত করিয়া মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে গাফেল করিয়া দিতেছে।

কেমনে পাইব আমি ছোয়াদের দেখা
গিরি গহবর পথে পথচারী একা।

সেই সব অবিস্মরণীয় সাধকদের জামানা শেষ হইয়া আসিতেছে। মানুষ ক্রমাগত দুর্বল ও গাফেল হইয়া পড়িতেছে। এখনও যদি আল্লাহ্‌পাকের মারেফাত লাভের শর্ত হিসাবে এইরূপ কঠিন সাধনার শর্ত জারী থাকে তবে আশংকা হয়, হয়তো অল্পদিন পরে এই প্রেমের অঙ্গনে আর কোন আশেকেরই দেখা পাওয়া

যাইবে না। মারেফতের এই সুবাসিত কানন বিরান হইয়া পড়িবে। বুলবুলি আর প্রেমের কাননে নাচিয়া গাহিয়া উম্মাতাল হইবে না। আহা, এইরূপ অবস্থা জারী থাকিলে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যে বৃথা হইয়া যাইবে।

হজরত অহেদউদ্দিন কেরমানী র. ফরমাইয়াছেন,

আওহাদী শশ্‌ত সাল সখ্‌তে দীদ।
তা সবে রুয়ে নেক বখ্‌তী দীদ।

কঠোর সাধনা করে ষাটটি বছর,
পাইলাম এক রাতে সৌভাগ্য প্রহর।'

ষাট বছর কঠোর রেয়াজতের পর হজরত অহেদউদ্দিন কেরমানী র. সৌভাগ্যের মুখ দেখিতে পাইয়াছিলেন। সাধনা সার্থক হইয়াছিল, তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইয়াছিল। জীবনব্যাপী এইরূপ ত্যাগ, তিতিক্ষা ও কষ্ট সানন্দে স্বীকার করার মত কতজনকে আর এখন পাওয়া যাইবে?

হজরত বাহাউদ্দিনের অন্তর কাঁদিয়া উঠিল। তবে কি আল্লাহ্‌পাক তাঁহার মারেফাতের নেয়ামত চিরদিনের জন্য রুদ্ধ করিয়া দিবেন। পাপী মানুষদের জন্য বাহাউদ্দিনের পেরেশানি দিন দিন বাড়িয়াই চলিল। নিজের জন্য নয়, অপরের জন্য তিনি চিন্তায় চিন্তায় আরাম আয়াশের কথা ভুলিয়া গেলেন। দিন রাত একই ফিকির, কি হইবে? দুর্বল পাপীষ্ঠ মানুষের কি অবস্থা হইবে।

হজরত রসুলেপাক সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম গোনাহ্‌গার উম্মতের চিন্তায় জীবনে একটি রাত্রিও সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। পাপী বান্দাগণের প্রতি তাঁহার দয়ার অন্ত ছিল না। তিনি যে ছিলেন রহমতুল্লিল আলামীন।

হজরত বাহাউদ্দিনও তো তাঁহারই আওলাদ। তাঁহারই রক্ত যে বাহাউদ্দিনের ধমনীতে প্রবহমান। তাঁহারই হৃদয়ের প্রেম যে বাহাউদ্দিনের হৃদয়ে। হৃদয়ের পরতে পরতে সেই প্রেম– সেই বিশ্ব প্রেম।

হজরত বাহাউদ্দিন ভাবিতে ভাবিতে দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। আল্লাহ্‌পাক বলিয়াছেন, 'আমি তোমার প্রাণ রগ অপেক্ষাও নিকটে।' ইহা কিরূপ নৈকট্য। ইহা যে দূরত্বের চাইতে কঠিন-দুর্বোধ্য। এই নৈকট্যের সীমাহীন দূরত্ব অতিক্রম করিতেই তো জীবন শেষ হইয়া যায়। কেউ কেউ সফলকাম হয় বটে, কিন্তু অনেকেই হইতে পারে না। এইরূপ কতদিন চলিবে। নৈকট্যের দূরত্ব কঠোর সাধনার সাহায্যে দুর্বল মানুষ আর কতদিন অতিক্রম করিতে পারিবে। ইহা যে তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িতেছে। কেন? আল্লাহ্‌পাকের রহমত দ্বারাও তো সেই পথ অতিক্রম করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইতে পারে। দূরত্বের দূরত্ব হোক আর নৈকট্যের দূরত্ব হোক, সর্বপ্রকার দূরত্বই তো আল্লাহ্‌পাকের কণামাত্র রহমত

নসিব হইলে এক পলকেই অতিক্রম করা যায়। এইরূপ কোন সহজ পদ্ধতি কি নাই? হইতে পারে না?

এই এক চিন্তা, এক ধ্যান ও এক আশা কেবলি হজরত বাহাউদ্দিনের হৃদয়কে আলোড়িত করিতে লাগিল। আল্লাহ্পাকের রহমতের আশায় আশায় তাঁহার হৃদয়ে দুর্নিবার আবেগের উত্তাল তরঙ্গ। কিভাবে এই সমস্যার সমাধান হইবে সেই চিন্তায় তাঁহার সমগ্র হৃদয় আচ্ছন্ন ও উদ্বেলিত।

হজরত বাহাউদ্দিন স্থির করিলেন, তিনি আল্লাহ্পাকের দরবারে একটি আসান তরীকা চাহিয়া দরখাস্ত করিবেন। বান্দা তিনি। মালিকের কাছে চাহিবেন। তাঁহার নিকট না চাহিলে আর কাহার নিকট চাহিবেন। ভিখারীর হাত কি শূন্য ফিরিয়া আসিবে। না তাহা হয় না। বান্দার দৃঢ় আশা, ভিখারীর হাত শূন্য ফিরিয়া আসিবে না।

ভিখারীর শূন্য হাতে আছে শুধু আশা,
তোমারই রহম পরে অসীম ভরসা।

হজরত বাহাউদ্দিন মাটিতে মস্তক স্থাপন করিয়া সেই একমাত্র প্রভুর উদ্দেশ্যে সেজদায় রত হইলেন। অন্তর নিংড়ানো প্রেম, সত্তার সমস্ত বিনয় আর্তি সহকারে ভিক্ষা চাহিলেন, 'ইয়া আল্লাহ্! আমার জানের মালিক। দয়াময় প্রভু। দয়া কর। এই মিসকিনের প্রতি তোমার রহমতের দরিয়া প্রবাহিত করিয়া দাও। গোলামকে এমন এক সহজ তরিকা দান কর, যে তরিকায় আসানীর সহিত তোমার মারেফাত নসিব হয়। সেই তরিকায় যাহারা দাখিল হইবে তাহারা যেন মাহরুম না থাকে। ইয়া আল্লাহ্, তোমার এই পাপীষ্ঠতম বান্দার দোয়া তুমি কবুল কর। কবুল কর। কবুল কর।'

কোন সাড়া নাই। তবে কি সাড়া মিলিবে না? অন্তরে নিরাশার ছায়া নামিয়া আসে হালকা মেঘের মত। আসে আবার চলিয়া যায়। আশার নীল আসমান তেমনি উজ্জ্বল। আর কতকাল প্রতীক্ষার প্রহর গুণিতে হইবে। প্রতীক্ষার কাল শেষ হইবে তো? প্রতীক্ষা শেষে উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য সেই আসান তরিকার নেয়ামত নসিব হইবে তো?

এক দিন। দুই দিন। তিন দিন।

হজরত বাহাউদ্দিনের মস্তক সেজদায় তেমনি অবনত। অন্তর তেমনি আশায় ভরা। উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য আসান তরিকার রহমত পাইতেই হইবে। তিনি শুধু নামাজের সময় নামাজ আদায় করেন। পুনরায় সেজদায় পতিত হন। পানাহার, নিদ্রা সব বন্ধ। শুধু জাগ্রত তাঁহার হৃদয়। আর অবিরত সেই হৃদয় কেবল প্রভুর নিকট ভিক্ষায় রত। উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য আসান তরিকা না লইয়া তিনি আহার করিবেন না, সেজদা হইতে মাথাও উঠাইবেন না। তিনি দৃঢ়

সংকল্প করিলেন, যদি তাঁহার দোয়া কবুল না হয় তবে তিনি সেজদার মধ্যেই নিজের জান আল্লাহ্পাকের নিকট সোর্পদ করা শ্রেয় মনে করিবেন, তথাপি আসান তরিকা না লইয়া তিনি মাথা উঠাইবেন না।

সেজদার মধ্যেই তিনি বলিলেন, 'এলাহী– তোমার রহমতের আশায় তোমার দরবারে এই ভিখারীর মস্তক স্থাপিত হইয়াছে। এই সেজদার মধ্যে যদি ইন্তেকাল হইয়া যায়, তবে আমি আমার খুন মাফ করিয়া দিলাম– তবুও আসান তরিকা না লইয়া আমি মাথা তুলিব না।'

মাঝে মাঝে আল্লাহ্পাকের তরফ হইতে এলহাম হইতে লাগিল, 'আমি যেরূপ চাই– তুমি সেইরূপ সিলসিলা গ্রহণ কর।'

হজরত বাহাউদ্দিন বার বার জবাব দিলেন, 'ইয়া আল্লাহ্– তোমার বান্দা বাহাউদ্দিন যেমন আসান তরিকা চায় সেইরূপ তাহাকে দান কর।'

দিনের পরে রাত। রাতের পরে দিন। হজরত বাহাউদ্দিনের শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। ক্ষুধায়, পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। তথাপি তিনি তাঁহার সংকল্পে অটল।

এইভাবে পনের দিন গত হইল। হজরত বাহাউদ্দিনের অন্তর নিরাশার কালো মেঘে ছাইয়া গেল। মনে হয় তাহার দোয়া কবুল হইবে না। হজরত বাহাউদ্দিন প্রস্তুত হইলেন– হয়তো আজই তাঁহাকে এই দুনিয়া ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। জীবনের প্রতি হজরত বাহাউদ্দিনের বিন্দু পরিমাণ মায়া নাই। শুধু আফসোস এইটুকু, উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য আসান তরিকা মিলিল না। হায়! উম্মতে মোহাম্মদীর কি হইবে।

সহসা বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ আলোয় হজরতের মনের সমস্ত কালো মেঘ মুহূর্তে অপসারিত হইয়া গেল। আহা আল্লাহ্র কি দয়া। কি অসীম মেহেরবানি।

এলহাম হইল, 'আমি তোমার দোয়া কবুল করিলাম। তোমাকে এমন তরিকা দান করিলাম, যে তরিকায় কেহ দাখিল হইলে সে মাহরুম থাকিবে না।'

আল্লাহ্পাক হজরত বাহাউদ্দিনকে এই আসান তরিকার যাবতীয় নিয়ম পদ্ধতি পরিষ্কাররূপে জানাইয়া দিলেন–

ইনসান দশ লতিফার সমন্বয়ে গঠিত। ইহার মধ্যে পাঁচ লতিফার উৎসস্থল আলমে আমর এবং বাকী পাঁচ লতিফার উৎসস্থল আলমে খাল্ক। আলমে আমরের লতিফা সমূহ যেমন, কল্ব, রূহ, সের, খফি ও আখফা নূর দ্বারা গঠিত সেই জন্য ঐ লতিফা সকল নূরানী। পক্ষান্তরে আলমে খাল্কের লতিফাসমূহ জুলমতপূর্ণ। আল্লাহ্পাক তাঁহার পাক কালামে এরশাদ করিয়াছেন, 'ইন্নামা আমরুহু ইযা আরাদা শাইয়ান আঁই–ইয়া কুলা–লাহু কুন ফাইয়াকুন' (আমি যখন কোন কিছু সৃষ্টি

করিতে ইচ্ছা করি তখন শুধু বলি, হইয়া যাও। অতঃপর সৃষ্টি হইয়া যায়)। এই 'কুন' শব্দের দ্বারা যাহা কিছু সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মধ্যে আলমে আমর এবং আলমে খাল্‌কের দশ লতিফাও অন্তর্ভুক্ত।

পূর্ববর্তী বুজর্গগণ প্রথমে আলমে খাল্‌ক হইতে এলমে মারেফাত শিক্ষার কাজ শুরু করিতেন। আলমে খাল্‌কের লতিফা দ্বারা নফ্‌সের পরিশুদ্ধি অর্জনই ছিল তাঁদের প্রাথমিক কার্য। সুতরাং তাঁহাদিগকে প্রথমে তরকে দুনিয়া অর্থাৎ দুনিয়ার সমস্ত বস্তু হইতে পূর্ণরূপে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতে হইত। যেহেতু নফস সর্বাধিক জুলমতপূর্ণ লতিফা এবং যাবতীয় দোষত্রুটি ও অপবিত্রতার আকর তাই ইহার পরিশুদ্ধি কঠোর সাধনা সাপেক্ষ ব্যাপার। তোমাকে এই পদ্ধতি এখতিয়ার করিতে হইবে না।

তুমি তোমার কাজ শুরু কর আলমে আমর হইতে। আলমে আমরের লতিফা কলবের পরিশুদ্ধিই প্রথম করা উচিত। কারণ কলব নূর হইতে সৃষ্টি। তাই প্রথমে কলবের মধ্যে আল্লাহ্‌পাকের জিকির জারী করিলে অতি সহজেই মানুষের বাতেন নূরানী হইয়া উঠিবে। এইভাবে যখনই তালেবে মাওলাগণের দিলে আল্লাহ্‌পাকের মহব্বতের নূর জ্বলিয়া উঠিবে, তখনই আপনা আপনি গায়রুল্লাহ্‌র সহিত তাহার সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে। ফলে মারেফাতের মকসুদ পূর্ণ হইবার পথ অনেক আসান হইয়া যাইবে।

হজরত বাহাউদ্দিন সেজদা হইতে তাঁহার মোবারক শির উঠাইলেন। প্রাণ ভরিয়া তিনি শোকরানা আদায় করিলেন আল্লাহ্‌পাকের দরবারে। আহা পাপীষ্ঠ ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ্‌পাকের কি সীমাহীন মেহেরবানি।

'ওয়া আম্মা বি নিয়ামাতি রব্বিকা ফাহাদ্দিস' (তুমি তোমার প্রতিপালকের নেয়ামত সমূহ প্রচার কর)।

হজরত বাহাউদ্দিন নেয়ামত প্রকাশের জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন, 'আমি হক সোবহানাহু তায়ালার নিকট হইতে এমন তরিকা চাহিয়া লইয়াছি– যে তরিকায় আল্লাহ্‌পাকের সহিত মিলন অনিবার্য।'

তিনি বলিলেন, 'আমার তরিকা উরওয়াতে উস্‌কা অর্থাৎ অটুট বাঁধনে বাঁধা। রসুলেপাক সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ এবং সাহাবায়ে কেরাম রা. এর জীবনাদর্শ ও কর্মপ্রণালী বাস্তবায়ন ও প্রতিফলনের উপর আমার তরিকার ভিত্তি। হজরত বাহাউদ্দিন এই সম্পর্কে নিজের আমলের অসারতার বিষয়েও সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিলেন, 'আল্লাহ্‌পাকের অতি বৃহৎ ফজল আমার নসিব হইয়াছে। নিজের আমল দ্বারা আমি কিছুই পাই নাই। প্রারম্ভে ও শেষে আমি শুধুমাত্র আল্লাহ্‌পাকের ফজলই দেখিয়াছি।'

তিনি আরও বলিলেন, 'অন্য তরিকার শেষ বস্তু আমার তরিকার প্রারম্ভেই অনুপ্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমার তরিকায় অল্প আমলেই অধিক ফল পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার জন্য আল্লাহ্‌পাকের নিকট পরিপূর্ণরূপে নিজেকে সোপর্দ করিতে হইবে এবং রসুলেপাক সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের পূর্ণ পায়রবীর প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখিতে হইবে।'

হজরত বাহাউদ্দিন বর্ণনা করিলেন, 'মানুষ নামাজ, রোজা, রেয়াজত, মোজাহেদার মাধ্যমে আল্লাহ্‌পাকের সন্তুষ্টি ও নৈকট্যলাভের দায়রায় প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু নিজের ইচ্ছা আকাংখাকে বিলীন করিয়া, সমস্ত কামনা বাসনার বিলুপ্তি ঘটাইয়া, নিজের আমলের দিকে বিন্দু পরিমাণ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া এবং নিজের এবাদত বন্দেগীর প্রতি মোটেও ভরসা না করিয়া একমাত্র আল্লাহ্‌পাকের রহমতের প্রতি পূর্ণ নির্ভর করার মাধ্যমে সর্বাপেক্ষা সহজভাবে আল্লাহ্‌পাকের নৈকট্যলাভ করা যায়। বহু উচ্চ মর্তবাসম্পন্ন অলিআল্লাহ্‌গণ ফরমাইয়াছেন, যদি কোন আল্লাহ্‌র অলি কোন বাগানে প্রবেশ করেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া বাগানের প্রতিটি বৃক্ষলতা-পাতা তাঁহাকে অলিআল্লাহ্‌ বলিয়া সম্বোধন করে, তবুও উক্ত অলি আল্লাহ্‌র পক্ষে সেইদিকে মনযোগ প্রদান করা অনুচিত। বরং প্রতিটি মুহূর্ত বন্দেগী, আজিজি, ইনকেছারী এবং নিয়াজমন্দির মধ্যে অতিবাহিত করা উচিত।'

হজরত বাহাউদ্দিনের দাওয়াত ধীরে ধীরে প্রচারিত হইতে লাগিল। ক্রমাগত তালেবে মাওলাগণ তাঁহার দাওয়াত কবুল করিতে লাগিলেন। তিনি নতুন সহজ তরিকার মাধ্যমে সকলকে তালিম দিতে লাগিলেন। প্রথমেই তিনি তালেবে মাওলাগণের অন্তরে তাঁহার মোবারক তাওয়াজ্জোহ দ্বারা মহব্বতের নকশা আঁকিয়া দিতে লাগিলেন। যাহার ফলে প্রত্যেকের অন্তর হইতে আপনা আপনিই গায়রুল্লাহ্‌র নকশা বিলীন হইয়া গেল। নতুন পদ্ধতির নতুন রঙ্গে তালেবে মাওলাগণ রঞ্জিত হইয়া চারিদিক আলোকিত করিতে লাগিলেন।

ক্রমেই এই নতুন তরিকা বোখারা হইতে দূর-দূরান্তে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। হাজার হাজার তালেবে মাওলাগণের সম্মুখে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার মোবারক বাণীসমূহ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তিনি কখনও বলিলেন 'আমার দিল, আমল, হালাত ও স্বভাবে যাহা কিছু প্রকাশ পায় তাহা এলহামের দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহাতে আমার নিজের কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। প্রত্যেক শায়েখের

দর্পনের দুইটি মুখ আর আমার আয়নার ছয়টি মুখ। মনে রাখিও শায়েখের সোহবত হাসিলই আমার তরিকা এবং খলওয়াতেই (নির্জনতা অবলম্বন) কামিয়াবি হাসিল হয়। আল্লাহ্পাকের স্মরণ ব্যতীত দিল যখন সমস্ত কিছুই বিস্মৃত হয়– তখনই সোহবতে জমিয়ত লাভ হয়। শায়েখের উচিত তালেবে মাওলার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত হইয়া তাঁহার তরবিয়াতের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা আর মুরিদের কর্তব্য হইল, যখন সে আল্লাহ্তায়ালার কোন দোস্তের নিকট বায়াত হয় তখন নিজের বাতেনী হালাতের প্রতি সর্বক্ষণ দৃষ্টি রাখা। যদি সে দেখে যে তাহার পূর্বের অবস্থা এবং বায়াত হইবার পরের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য অনুভূত হইতেছে এবং আধ্যাত্মিক হালের উন্নতি হইতেছে তখন সেই শায়েখের সোহবত এখতিয়ার করা তাহার প্রতি অবশ্য কর্তব্য হইয়া পড়িবে।'

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিলেন, 'আন্তরিকতা ও একাগ্রতা ছাড়া সব সময় পীরের সোহবতে অবস্থান করার চাইতে একাগ্রতা সহকারে মাঝে মাঝে পীরের সোহবত এখতেয়ার করা অধিকতর উত্তম।' হজরত রসুলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হজরত আবু হোরায়রা রা.কে ফরমাইয়াছিলেন, 'একদিন পর একদিন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। তাহা হইলে তোমার মহব্বত আরও বাড়িয়া যাইবে। হজরত আবু হোরায়রা রা. তৎক্ষণাৎ সতুনে হান্নানের আড়ালে চলিয়া গেলেন এবং পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া অত্যন্ত আজিজির সহিত আরজ করিলেন, 'ইয়া রসুলুল্লাহ্! আপনার সোহবত হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে আমি অক্ষম।'

হজরত আবু হোরায়রা রা. এর মহব্বত ছিল কামেল (পরিপূর্ণ)। তাই তিনি এইরূপ আরজ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যদি রসুলুল্লাহু সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের হুকুম প্রতিপালনকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতেন, তবে উহা অধিকতর উত্তম হইত।

তিনি নসিহত করিলেন, 'পীরের নির্দেশিত কোন হুকুম প্রতিপালন করা যদি মুরিদের পক্ষে কঠিন বিবেচিত হয় অথবা পীরের কোন বিষয়ে যদি মুরিদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় তখন মুরিদের উচিত সবর করা। সাবধান। ভক্তি বিশ্বাস যেন নষ্ট না হয়। ধারণা করা উচিত, হয়তো পরে ইহার ভেদ তাহার নিকট প্রকাশিত হইবে। যদি মুরিদের তখন প্রাথমিক অবস্থা হয় এবং চেষ্টা করিয়াও সবর করিতে না পারে তখন মোর্শেদের নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারে। এইরূপ সওয়াল করা জায়েজ। মারেফাতের এলেম শিক্ষাকালের মধ্যবর্তী সময়ে যদি এইরূপ হয় তখন জিজ্ঞাসা করা তো দূরের কথা, মনের মধ্যে জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা হওয়াও অন্যায়।'

বিভিন্ন প্রকার পীরের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, 'পীর তিন প্রকার– কামেল, কামেলে মোকাম্মেল এবং কামেলে মোকাল্লেদ। যাঁহার অন্তর্জগত আল্লাহ্পাকের নুরে পরিপূর্ণ এবং নফ্স পবিত্র, কিন্তু অন্যকে নূর প্রদান করিবার যোগ্যতা যাঁহার মধ্যে নাই তাহাকেই কামেল পীর বলা হয়। আর যাঁহার অন্তর আল্লাহ্পাকের নূরে

পরিপূর্ণ, নফস পবিত্র এবং যিনি সেই নূর ও পবিত্রতার দ্বারা অন্যকেও নূরানী ও পবিত্র করিতে সক্ষম তাঁহাকে বলা হয় কামেলে মোকাম্মেল এবং যিনি স্বীয় পীরের পূর্ণ অনুগত এবং তাঁহার হুকুম প্রতিপালনে একাগ্রচিত্ত ও দৃঢ় সংকল্প– তাঁহাকে কামেলে মোকাল্লেদ বলে। পীরের জন্য কুতুব হওয়া একান্ত প্রয়োজন। নতুবা অবশ্যই তাঁহাকে কোন কুতুব পীরের খলিফা হইতে হইবে। যাহাই হোক না কেন প্রতিটি মুহূর্ত তাহাকে জিকিরের মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিতে হইবে।'

বিভিন্ন মজলিসে বিভিন্নভাবে হজরত বাহাউদ্দিন তরিকা সম্পর্কে মুক্তাসদৃশ বিভিন্ন অমূল্যবাণী বর্ষার ধারার মত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আল্লাহ্পাকের আশেকবৃন্দ, আল্লাহ্ অন্বেষণে আকাংখী ব্যক্তিগণ সেই অমিয় বাণীর প্রবহমান ধারায় নিজেদের অন্তর বাহির সিক্ত করিতে লাগিলেন।

কখনও তিনি বলিতেন, 'তরিকতের পথে পথ প্রদর্শকদের দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন। তোমার সামনে মারেফাতের সীমাহীন রহস্য উন্মোচিত হইলেও যদি তুমি নসিহত প্রদানকারী রূপে নিজেকে গঠিত না করিতে পার তবে গোপন রহস্যের পর্দা উন্মোচনেও তোমার কোন ফায়দা হইবে না।'

মানুষের চরিত্র ও নফ্স সংশোধন ও পবিত্র করিবার জন্য আল্লাহ্পাকের দোস্তগণ তাহাদের বোঝা বহন করেন। কারণ প্রত্যেক অলির উপরেই আল্লাহ্পাকের রহমতের নজর নিবদ্ধ থাকে এবং অবিরাম ধারায় ফয়েজ বর্ষিত হইতে থাকে। যখন কোন অলির সহিত কাহারও মোলাকাত হয় তখন সেই মোলাকাতের ফলে উক্ত ব্যক্তি আল্লাহ্পাকের রহমত ও ফজল অর্জন করিতে সক্ষম হয়।'

একদিনের ঘটনা।

হজরত বাহাউদ্দিন উপস্থিত মুরিদবৃন্দের সামনে বর্ণনা করিলেন, 'আল্লাহ্পাকের এরাদা অনুযায়ী হজরত রসুলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর যেরূপ বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, আমার উপরও সেইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে।

একবার হজরত রসুলুল্লাহ্ সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রা. এর সহিত নিজ হাতে সকলের মতো নিজেও রুটি বানাইতেছিলেন। যখন সকলের বানানো রুটি তন্দুরে দেওয়া হইল, দেখা গেল সবারই রুটি পাক হইয়া গিয়াছে, কিন্তু হজরত রসুলেপাক সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের রুটি কাঁচা রহিয়া গিয়াছে। কারণ,

তিনি ছিলেন রহমাতুল্লিল আলামিন। যে রুটিতে তাঁহার মোবারক হাতের স্পর্শ লাগিয়াছিল তাঁহার উপর আগুন কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

আমি একদিন দোস্তগণের মজলিশে সকলের সহিত রুটি বানাইতেছিলাম। সকলের রুটি যখন তন্দুরে সেঁকিতে দেওয়া হইল, দেখা গেল সমস্ত রুটি পাক হইয়া গিয়েছে। কিন্তু আমার রুটি কাঁচা রহিয়া গিয়াছে।'

এই ঘটনা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, হজরত বাহাউদ্দিন কিরূপ আশেকে রসুল ছিলেন। তিনি রসুলুল্লাহ্ সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের নূরে নিজেকে পূর্ণরূপে নিমজ্জিত না করিতে পারিলে এইরূপ ঘটনা কখনও ঘটিতে পারিত না।

আর একদিনের ঘটনা।

তিনি ফজরের নামাজ মসজিদে পড়িতে গেলেন। দেখিলেন জামাত শুরু হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে এক রাকাত নামাজও হইয়া গিয়াছে। হজরত নামাজে সামিল হইলেন। ইমাম সাহেব তাঁহার শেষ বৈঠকে যখন ডান দিকে সালাম ফিরাইলেন তখনই হজরত বাহাউদ্দিন তাঁহার ছুটিয়া যাওয়া নামাজ পড়িবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং যথারীতি নামাজ শেষ করিলেন।

ইমাম সাহেব তখন তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি আমার ডানদিকে সালাম ফিরাইবার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইলেন কেন? উচিত ছিল যখন আমি বামদিকে সালাম ফিরাইতে যাইব তখন আপনি উঠিয়া দাঁড়াইবেন। কারণ নামাজেতো আমার ভুলত্রুটি হইতে পারিত যে জন্য সোহ্সেজদা ওয়াজিব হইয়া পড়িত।

হজরত বাহাউদ্দিন জবাব দিলেন, 'আমি আমার কাশ্ফি নজরে দেখিয়াছি– নামাজের মধ্যে কোন ভুল হয় নাই।'

ইমাম সাহেব বলিলেন, 'অগ্রাধিকার তো শরীয়তের মাসআলার উপরই অধিক –কাশ্ফের উপর নয়।'

হজরত বাহাউদ্দিন তাহাই স্বীকার করিলেন। প্রকৃতপক্ষে হজরত বাহাউদ্দিনের নতুন তরিকার মূলমন্ত্রই হইতেছে সুন্নত ও শরীয়তের উপর দৃঢ়তা। হাল, কাশফ, এলহাম যাহা কিছুই হোক না কেন তাহা অবশ্যই শরীয়তের অনুকূল হইতে হইবে– নতুবা ঐগুলি পরিত্যাগ করিতে হইবে।

সাহেবজাদী বড় হইয়াছেন। হজরত বাহাউদ্দিন স্থির করিলেন, এইবার সাহেবজাদীর বিবাহ দিবেন। জামাতা তো মনে মনে বহুদিন হইতে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। অনেকদিন তাঁহার সংবাদ নেওয়া হয় নাই।

নাম আলাউদ্দিন। সেই শৈশবে তাঁহাকে তিনি দেখিয়াছিলেন। কি চমৎকার ফকিরিসুলভ আখলাক তাঁহার। হজরত বাহাউদ্দিন দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিলেন, এই আলাউদ্দিনই পরবর্তী সময়ে জগৎ বিখ্যাত আউলিয়া হইবেন। তিনি আলাউদ্দিনের মাতার নিকট তখনই বলিয়া রাখিয়াছিলেন, 'আলাউদ্দিন সাবালক হইবার পর আমাকে সংবাদ দিবেন।'

সাহেবজাদী যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। আলাউদ্দিনও এখন পূর্ণ নওজোয়ান। একদিন হজরত বাহাউদ্দিন র. হজরত আলাউদ্দিন আত্তার র. এর মাদ্রাসায় তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য গমন করিলেন।

হজরত আলাউদ্দিন আত্তার তখন ইটের উপর মাথা রাখিয়া খেজুর পাতার একটি ছেঁড়া চাটাইয়ের উপর শুইয়া মনোযোগের সহিত কেতাব পড়িতেছিলেন। হজরত খাজা বাহাউদ্দিন রা.কে দেখিয়াই তাঁহার সম্মানের জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অত্যন্ত লজ্জা ও বিনয়ের সহিত তাঁহাকে নিজের ছেঁড়া চাটাইয়ের উপর বসার জন্য অনুরোধ করিলেন।

হজরত বাহাউদ্দিন র. কিছুক্ষণ পর প্রস্তাব করিলেন, 'আমার সাহেবজাদী বালেগা হইয়াছে। আমি আপনার সহিত তাহার বিবাহ দিবার এরাদা রাখি।'

হজরত আলাউদ্দিন র. আরজ করিলেন, 'ইহা তো আমার জন্য অত্যন্ত খোশ নসিবের ব্যাপার। কিন্তু বিবাহ করিবার মত কোন সরঞ্জামই যে আমার নাই।'

হজরত বাহাউদ্দিন র. ফরমাইলেন, 'আপনি সে জন্য চিন্তা করিবেন না। তাহার কিসমতে গায়েব হইতে রিজিক নির্ধারিত আছে।'

কথাবার্তা ঠিক হইল। অতঃপর এক শুভদিনে অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে হজরত বাহাউদ্দিন র. এর সাহেবজাদীর সহিত হজরত আলাউদ্দিন আত্তার র. এর শাদী মোবারক সম্পন্ন হইল।

হজরত বাহাউদ্দিনের বোধ করি মনে পড়িল, এমনি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে নিঃস্ব হজরত আলী ক. এর সহিত হজরত রসুলেপাক সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কন্যা হজরত ফাতেমা রা. এর বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই সুন্নত তাঁহার দ্বারাও আজ প্রতিপালিত হইল।

হজরত বাহাউদ্দিন আল্লাহ্পাকের দরবারে অসংখ্য শোকরানা জানাইলেন এবং কন্যা-জামাতাকে প্রাণ ভরিয়া দোয়া করিলেন।

বিবাহের পর হইতে হজরত আলাউদ্দিন র. স্থায়ীভাবে হজরত বাহাউদ্দিন র. এর সোহবতে কাটাইতে লাগিলেন। তিনি বায়াত হইয়া তরিকার সবক গ্রহণ করিলেন এবং হজরত বাহাউদ্দিন র. এর খাস্ মেহেরবানি লাভ করিলেন। হজরত বাহাউদ্দিন র. এর মেহেরবানির বদৌলতে হজরত আলাউদ্দিন র. নতুন তরিকার কামাল ও তকমীলের স্ত র পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেলেন এবং তিনি হইলেন হজরত বাহাউদ্দিন র. এর দক্ষিণ হস্ত।

হজরত বাহাউদ্দিন র. তাঁহার সম্পর্কে এরশাদ করিলেন, 'আলাউদ্দিন আমার বোঝা হালকা করিয়া দিয়াছেন।'

‘লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক–
লাব্বায়েক–লা-শরীকালাকা লাব্বায়েক।’

হজ্বের মওসুম আসিয়াছে। সারা বিশ্বে সাজ সাজ রব। বোখারার আকাশে বাতাসেও সেই একই ধ্বনি, ‘লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক– লাব্বায়েক লা-শরীকালাকা লাব্বায়েক।’

হজরত বাহাউদ্দিন র. স্থির করিলেন, তিনি এইবার হজ্বে যাইবেন। বয়তুল্লাহ্ শরীফের জেয়ারত এইবার সম্পন্ন করিতে হইবে। সাহেবজাদীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এইখানকার তালেবে মাওলাগণের জন্য কোন চিন্তা নাই। হজরত আলাউদ্দিনের উপস্থিতি সকলের জন্য যথেষ্ট হইবে।

এক মোবারক মুহূর্তে তিনি বিরাট এক কাফেলার সহিত বয়তুল্লাহ্ শরীফ অভিমুখে রওয়ানা হইয়া গেলেন। বন্ধুর পথে কত চড়াই–উৎরাই, কত পাহাড়, মরুভূমি।

কাফেলা চলিতেছে। সকলের বুকে আল্লাহ্ প্রেমের জোয়ার। মুখে ‘লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক’ ধ্বনি।

বহুদিন পথ চলিবার পর কাফেলা মক্কা মোয়াজ্জমায় আসিয়া পৌঁছিল। বয়তুল্লাহ্র শোভা দেখিয়া প্রাণের তৃষ্ণা যেন মিটিতে চায় না। এইখানে এই পবিত্র শহরে কত শত স্মৃতি জড়াইয়া আছে। সব যেন আজো তেমনি জীবন্ত। সেই রসুল যাঁহাকে এখানকার অধিবাসীরা এই বয়তুল্লাহ্র শোভা দেখিতে দেয় নাই। নিজ দেশ হইতে যাঁহাকে বিতাড়িত হইতে হইয়াছিল। সেই রসুলের সহচরবৃন্দ এই মক্কায় এই শহরের কত স্থানে নির্যাতন নিষ্পেষণের শিকার হইয়াছেন। এখানকার কত জায়গার মাটি তাঁহাদের জান্নাতী খুনে রঞ্জিত হইয়া আছে। কত কথা, কত স্মৃতি, কত অত্যাচার নির্যাতনের পর বিজয়ের মহান ইতিহাস।

হজরত বাহাউদ্দিন প্রাণ ভরিয়া বয়তুল্লাহ্ শরীফকে দেখিলেন। হজরত ইব্রাহিম আ. ও হজরত ইসমাইল আ. এর অন্তরে যে আল্লাহ্ প্রেমের অনন্তপ্রবাহ জারী ছিল, এই কাবাই তাহার আকৃতিগত রূপ। এই কাবার প্রতিটি স্থানে যেন তাঁহাদেরই প্রেম জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। মা হাজেরা রা. এর স্মৃতি– ঐ তো সাফা মারওয়া। সবই যে জীবন্ত। হজরত বাহাউদ্দিন আজ ইতিহাসের সামনা সামনি আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। যেন ইতিহাস তাঁহার ভিতরে এবং তিনি ইতিহাসের ভিতরে বিলীন হইয়া গিয়াছেন।

হজ্ব শুরু হইল। সমস্ত আচার অনুষ্ঠান একে একে শেষ হইল। আরাফার ময়দানে একত্রিত হইলেন বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আগত অগণিত মুসলমান। সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ সকলেই একত্রিত হইয়াছেন। সবারই মুখে একই আওয়াজ, 'লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক লা শরীকালাকা লাব্বায়েক।'

কোরবানীর সময় হইল। হাজী সাহেবগণ একে একে পশু কোরবানী করিতে লাগিলেন।

হজরত বাহাউদ্দিন র. চিন্তামগ্ন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন– সব চাইতে বেশি প্রিয় জিনিস আল্লাহ্পাকের উদ্দেশ্যে কোরবানী করা উচিত। হজরত বাহাউদ্দিন ভাবিতে লাগিলেন, কোন জিনিসটি তাঁহার সব চাইতে প্রিয়। নিজের জীবন তো কোরবানী হইয়াই গিয়াছে। ধন-সম্পদ? ওসব তো ঘৃণ্য তুচ্ছ বস্তু? অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিবার পর হজরত বুঝিতে পারিলেন, সব চাইতে ছোট সাহেবজাদার প্রতি তাঁহার অন্তরের টান বেশী। তিনি মীনার ময়দানেই আল্লাহ্পাকের উদ্দেশ্যে বলিলেন, 'ইয়া আল্লাহ্ আমার ছোট বাচ্চাকে তোমার রাস্তায় কোরবানী দিলাম।'

ঐ দিনই বোখারায় অবস্থিত হজরতের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান আল্লাহ্পাকের দরবারে চিরতরে তশরীফ লইয়া গেলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রজিউন।

এইবার ফিরিবার পালা। বোখারার কাফেলা আবার ফিরিয়া চলিল। পথে পবিত্র মদীনা মনওয়ারা জেয়ারত করা হইল। তারপর কাফেলা আবার বোখারার পথে ফিরিয়া চলিল।

ফিরিবার পথে তুস নগরে আসিয়া হজরত বাহাউদ্দিন র. যাত্রা স্থগিত করিলেন। এখানে তিনি কয়েকদিন বিশ্রাম গ্রহণ করিবেন। তারপর বোখারা অভিমুখে রওয়ানা হইবেন।

একদিন এক অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। হজরত তাঁহার সহিত কথা বলিয়া জানিতে পারিলেন, তিনি হেরাত হইতে আসিয়াছেন। হেরাতের গভর্নর মুয়েজউদ্দিন হোসাইনি হজরতের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

হজরত পত্র হাতে নিলেন। গভর্নর সাহেব অত্যন্ত আজিজি ইনকেছারীর সহিত হজরতকে হেরাতে তশরীফ লইয়া যাইবার আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। পত্রের এক জায়গায় লেখা– 'আপনার মোবারক সোহবত দ্বারা আমি নিজেকে পরিতৃপ্ত করিতে চাই। কিন্তু বিভিন্ন অসুবিধার কারণে আপনার খেদমতে হাজির হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। আল্লাহ্পাক তাঁহার কালামুল্লাহ্ শরীফে এরশাদ করিয়াছেন, 'ওয়া আমমাস্ সাইলা ফালা তানহার' (ভিক্ষুককে বিমুখ করিও না।)। আল্লাহ্পাকের পেয়ারা হাবীব সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, 'ওয়া ইজা রায়তালি তালেবান, ফাকানলাহু খাদেমান' (যদি আমার পথের কোন তালেব পাও, তবে তাহার খাদেম হইও।)

হজরত বাহাউদ্দিন পত্র পাঠ করিয়া গভর্নর সাহেবের খালেস্ নিয়ত সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইলেন। তিনি হেরাত অভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

গভর্নর–প্রাসাদে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। ইমামুত্ তরিকত হজরত বাহাউদ্দিন র. স্বয়ং তশরীফ আনিয়াছেন। গভর্নর তাঁহার লোকজনসহ অত্যন্ত মর্যাদা ও সম্মানের সহিত হজরত বাহাউদ্দিন র. এবং তাঁহার সঙ্গীগণকে ইস্তেকবাল জানাইলেন।

অবসর মুহূর্তে গভর্নর সাহেব হজরতের সহিত অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পরিবেশে আলাপ আলোচনা করিলেন। দূর হইতে এই মহান বুজর্গের কত সুনাম তিনি শুনিয়াছেন। এইবার তাঁহার মোবারক চেহারা ও মূল্যবান বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া অভিভূত হইয়া গেলেন।

গভর্নর সাহেব বিনয়ের সহিত প্রশ্ন করিলেন, 'হজরত, আপনি কি বংশানুক্রমে বাপ দাদার ওয়ারিশ সূত্রে পীর?

হজরত জবাব দিলেন 'না।'

জবাব শুনিয়া গভর্নর বিস্মিত হইলেন। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,'আপনি কি ছেমা ও জিকিরে জহর করেন?'

হজরত জবাব দিলেন 'না।'

গভর্নর এবারও বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন, 'আমিতো জানিতাম পীরের সন্তান ছাড়া পীর হওয়া যায় না। আর ফকিরি দরবেশী তো ছেমা ও জিকিরে জহর ছাড়া কল্পনাও করা যায় না। আপনার মধ্যে এই সব গুণাবলীর অভাব কেন?'

হজরত জবাব দিলেন, 'আল্লাহ্পাকের জজ্বাত ও মহব্বতের গাল্বা আমার প্রতি আপতিত হইবার পর তিনি আমাকে বিনা রেয়াজতেই কবুল করিয়া লইয়াছেন। হজরত মাওলানা আবদুল খালেক গজদওয়ানী র. এর ইশারায় তাঁহার খলিফাগণের নিকট আমি বায়াত হাসিল করি। তাঁহাদের শিক্ষা পদ্ধতিতে ঐসব কিছুই ছিল না। এই তরিকার ধারা হজরত সিদ্দীকে আকবর রা. এর সহিত সম্বন্ধযুক্ত।'

গভর্নর প্রশ্ন করিলেন, 'ইহা কিরূপ তরিকা?'

হজরত বলিলেন, 'এই তরিকার বিশেষত্ব এই যে, একই সঙ্গে মানুষের 'জাহের' দুনিয়ার সঙ্গে এবং 'বাতেন' আল্লাহ্পাকের স্মরণে মশগুল থাকে।'

গভর্নরের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি বলিলেন, 'সত্যিই কি এইরূপ কখনও হয়? বাস্তবে তাহা কি কখনও সম্ভব?'

হজরত জবাব দিলেন, 'অবশ্যই সম্ভব।'

কারণ, আল্লাহ্তায়ালা পাক কালামে এরশাদ করিয়াছেন, 'রিজালুল্লাহ তুলাহিহিম, তেজারাতুঁও অলা বাইউন আন জিকরিল্লাহ' (দুনিয়ার তেজারত সেই সমস্ত মানুষকে আল্লাহ্র জিকির হইতে গাফেল রাখিতে পারে না।)

হজরত বাহাউদ্দিন র. বিষয়টিকে আরও সহজভাবে গভর্নরকে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, 'খলওয়াত' (নির্জনতা) হইল সোহরত। আর সোহরত

তালেবে মাওলাগণের জন্য মুসিবতের কারণ। কেননা নির্জন এবাদতে সুনাম ছড়াইয়া পড়ে, যাহা সাধনার পথের অন্তরায়। আমাদের খাজেগানের উসুল হইল খলওয়াত দর আঞ্জুমান (জনতার মধ্যে নির্জনতা), সফর দর ওয়াতন (নিজের সত্তার মধ্যে ভ্রমণ), হুঁশ হরদম (সর্বদা জিকিরের প্রতি খেয়াল) এবং নজর বর কদম (সর্বদা সম্মুখে দৃষ্টিপাত)। জিকিরে জহর ও ছেমাতে যে হুজুরী (একাগ্রতা) এবং জওক (মহব্বতের উন্মত্ততা) পয়দা হয় তাহা হয় সম্পূর্ণ অস্থায়ী। এই সবের কোন স্থায়ী প্রতিক্রিয়া নাই। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি নিজের দিলের প্রতি সবসময় খেয়াল রাখিয়া জিকিরে খফি (মনে মনে জিকির) করে তবে দিলের মধ্যে জজবা পয়দা হয় এবং এই জজবাই তাঁহাকে দ্রুত মকসুদ মঞ্জিলে পৌঁছাইয়া দেয়। জিকিরে খফির তাসির (প্রতিক্রিয়া) লাভ করিতে হইলে দিলের খবরদারীর দ্বারাই তাহা সম্ভব হইতে পারে। এইভাবে জিকির করার ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, দিলের জিকির সম্পর্কে দিলও অবহিত হইতে পারে না।

বুজর্গানে দ্বীন বলিয়াছেন, 'যদি কল্‌ব বুঝিতে পারে যে, সে জিকিরে রত আছে তবে তুমি মনে করিও সে গাফেল।'

কোন এক বুজর্গ আরও বলিয়াছেন, 'জাহেরী জিকির প্রলাপ মাত্র। নীরবে জিকির অসঅসা বিশেষ। বরং এইরূপ অবস্থায় উপনীত হও, যেন তোমার জিকির সম্পর্কে তোমার দিলেরও কোন খবর না থাকে।'

কালামপাকে এরশাদ করা হইয়াছে, 'ওয়াজকুর রাব্বিকা ফি নাফসিকা তুদাররিয়াও ওয়া খাফিয়াহ (তুমি তোমার প্রতিপালকের জিকির কাকুতি-মিনতির সহিত তোমার সত্তার মধ্যে কর)।

হজরত হাসান রা. ফরমাইয়াছেন, 'উক্ত আয়াতের অর্থ, নফসের খাহেশের কারণে তাঁহার জন্য কোন প্রতিদান তালাশ করার উদ্দেশ্যে তোমার জিকিরকে প্রকাশ করিও না।'

হজরতের কথা শুনিয়া গভর্নর মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার দরবারে আজব অবস্থা সৃষ্টি হইতে লাগিল। হজরত বাহাউদ্দিন র. তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই তিনি আল্লাহ্‌পাকের মহব্বতে ব্যাকুল হইয়া গেলেন। শাহী প্রাসাদের উজির ও অন্যান্য রাজকর্মচারী সকলের প্রতি হজরত বাহাউদ্দিন একে একে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন আর সকলের উপর আল্লাহ্ প্রেমের নক্‌শা অংকিত হইতে লাগিল। আল্লাহ্‌র ইশকে সকলেই বেচয়েন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। আজব নকশাকার হজরত বাহাউদ্দিন। যাঁহার প্রতি তিনি মেহেরবানির নজর নিক্ষেপ করেন তাঁহারই উপর নকশা হইয়া যায়। আল্লাহ্‌প্রেমের এক বিচিত্র নকশা।

কিছুদিন এইভাবে অতিবাহিত হইল। তারপর একদিন হজরত সেখান হইতে রুখসত হইবার এরাদা প্রকাশ করিরেন। হৃদয় না চাহিলেও গভর্নর মুয়েজউদ্দিন হোসাইনি তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

আবার সেই বোখারা। বোখারার আলো বাতাস মাটি হজরত বাহাউদ্দিনকে দীর্ঘদিন পর ফিরিয়া পাইয়া আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। এই মহান আশেকের মোবারক হাস্তির নূরে পুনরায় সমগ্র বোখারা ঝলমল করিয়া উঠিল।

জিকিরের মজলিস আবার গুলজার হইয়া উঠিল। তালেবে মাওলাগণের ভিড় বাড়িতে লাগিল। সকলের সম্মুখে হজরত বাহাউদ্দিন নতুন তরিকার বিভিন্ন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহ সম্পর্কে বারবার বর্ণনা করিতে লাগিলেন, যাহাতে কাহারো কোন বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহও অবশিষ্ট না থাকে।

নকশ্‌বন্দিয়া তরিকার এই বিরাট কাফেলা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য হজরত আলাউদ্দিন আত্তার র. সকল সময়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করিতে লাগিলেন।

নতুন আর এক বিস্ময়কর আশেক কাফেলায় শরীক হইয়াছেন। নাম খাজা মোহাম্মদ পারসা র.। হজরত বাহাউদ্দিন তাঁহার যোগ্যতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। হজরত বাহাউদ্দিনের ধ্যান জ্ঞান চিন্তা কার্যকালাপ সমস্ত কিছুর প্রতিচ্ছবি এই নতুন আশেক তাঁহার নিজের অনায়াসে হাসিল করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতি হজরতের মেহেরবানি দিন দিন বাড়িয়াই চলিল। একদিন হজরত আনন্দের আতিশয্যে ঘোষণা করিলেন, 'যে ব্যক্তি আমাকে দেখিতে চায় সে যেন খাজা মোহাম্মদ পারসাকে দেখে।'

একদিন খানকায় এক ভিন দেশী দরবেশ আসিয়া হাজির হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য হজরত বাহাউদ্দিনের সহিত মোলাকাত করা। বহুদূর হইতে তিনি হজরতের নাম শুনিয়াছেন। তাঁহার সম্পর্কে বহু বিস্ময়কর তথ্যও জানিতে পারিয়াছেন। দরবেশ চিন্তা করিয়াছেন, কি এমন গুণ হজরত বাহাউদ্দিনের আছে যাহার জন্য এরূপ যশ খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নিশ্চয় সবসময় তিনি

এমন কঠিন এবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকেন, যাহার ফলে তাঁহার অবিস্মরণীয় কামালত হাসিল হইয়াছে।

হজরত বাহাউদ্দিন মেহমান দরবেশের সহিত অত্যন্ত অন্তরঙ্গতার সহিত মোলাকাত করিলেন। এশার নামাজের ওয়াক্ত হইল। খানকায় উপস্থিত দরবেশগণ সবাই এশার নামাজে দণ্ডায়মান হইলেন। হজরত বাহাউদ্দিন মেহমান দরবেশসহ জামাতের সহিত নামাজ আদায় করিলেন।

আহারের সময় হইল। পোলাও রান্না করা হইয়াছে। হজরত বাহাউদ্দিন সকলের সহিত আহার করিলেন। তারপর সকলের সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলিয়া শুইয়া পড়িলেন। মেহমান দরবেশ কিন্তু শয্যা গ্রহণ করিলেন না। তিনি জিকির আজকার, এবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত হইলেন। তিনি বিস্ময়ের সহিত ভাবিতে লাগিলেন, এই বুজর্গের এত নাম ডাক– কিন্তু তাঁহার কার্যকলাপের মধ্যে তো কোনরূপ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইতেছে না।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর। হজরত বাহাউদ্দিন নিদ্রা হইতে জাগিলেন। অজু করিলেন এবং তাহাজ্জদ নামাজ আদায় করিলেন। তারপর মেহমান দরবেশের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন।

দরবেশ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই চিৎকার করিয়া বলিলেন, 'আপনি কি করেন– আমিতো বুঝিতেই পারিতেছি না। 'আপনি তো এশার নামাজের পর হইতে ঘুমাইয়া কাটাইলেন। আমি এতক্ষণ ধরিয়া না ঘুমাইয়া জিকির আজকারে রত আছি। কিন্তু কি আশ্চর্য! আপনার নেসবতের নূরের নিকট আমার নেসবত যে নিবু নিবু চেরাগের মত মনে হইতেছে। অথচ আপনার নূর সূর্যের আলোর মত চারিদিক আলোকিত করিয়া আছে।'

দরবেশের কথা শুনিয়া হজরত বাহাউদ্দিন মৃদু হাসিলেন। রসিকতা করিয়া জবাব দিলেন, 'ও! ইহাতো সেই পোলাও এর নূর যাহা এশার নামাজের পর আহার করিয়াছিলাম।'

চরখের অধিবাসী ইয়াকুব।

প্রাথমিক জীবনে তিনি জামে হেরাত এ জাহেরী এলেম শিক্ষা করিলেন। তবুও এলেম শিক্ষার পিপাসা মিটিল না। উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি মিশর গমন

করিলেন। সেখানে বেশ কিছুকাল একাগ্রচিত্তে এলেম শিক্ষা করার পর পুনরায় দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

জাহেরী এলেমের শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে। এইবার এলমে মারেফাত শিক্ষার জন্য অন্তর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি অনেকের মুখে হজরত বাহাউদ্দিনের নাম শুনিয়া তাঁহার নিকটই এলমে মারেফাত শিক্ষার জন্য মনস্থির করিলেন। একদিন আল্লাহ্তায়ালার মহব্বতের জজবায় অধীর হইয়া তিনি হজরত বাহাউদ্দিন র. এর খেদমতে রওয়ানা হইলেন।

পথে এক মজ্জুব ফকিরের সহিত তাঁহার মোলাকাত হইল। তাঁহাকে দেখা মাত্র উক্ত মজ্জুব বলিয়া উঠিলেন, 'হে ইয়াকুব। জলদি কর। জলদি জলদি মারেফাতের পথে অগ্রসর হও। আল্লাহ্পাকের মকবুল বান্দাগণের দলভুক্ত হইবার সময় আসিয়া গিয়াছে। সেই সময় অতি সন্নিকটে যখন তুমিও আল্লাহ্পাকের মকবুল বান্দাগণের মধ্যে পরিগণিত হইবে।'

এই কথা বলিয়া মজ্জুব আপন মনে জমিনের উপর রেখা টানিতে লাগিলেন। হজরত ইয়াকুব চরখী র. মনে মনে ভাবিলেন, মজ্জুব যদি বেজোড় রেখা টানেন তবে হয়তো আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে।

রেখা টানা শেষ হইল। হজরত ইয়াকুব চরখী র রেখা গুণিয়া দেখিলেন, মজ্জুব বেজোড় রেখা টানিয়াছেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার অন্তর আনন্দে ভরিয়া গেল। তিনি নিজের কামিয়াবি সম্পর্কে আশান্বিত হইয়া উঠিলেন।

হজরত ইয়াকুব চরখী র. বোখারায় পৌঁছিয়া বিসমিল্লাহ্ বলিয়া কোরআন শরীফ খুলিলেন। কোরআন শরীফের যে পৃষ্ঠা বাহির হইল তাহাতে এই আয়াত শরীফ লেখা রহিয়াছে–

'যাঁহাদিগকে আল্লাহ্তায়ালা হেদায়েত করিয়াছেন, তাঁহাদেরই সরল পথে আল্লাহ্তায়ালার অনুসরণ কর।'

হজরত ইয়াকুব চরখী ভাবিলেন, ইহা তাঁহার প্রতি আল্লাহ্পাকের মেহেরবানি ভরা গায়েবী ইঙ্গিত। তিনি ইহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি হজরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ র. এর নিকট হাজির হইয়া দিলের আরজি পেশ করিলেন।

হজরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ র. ফরমাইলেন, 'আমি স্বেচ্ছায় কোন কাজ করি না। আদিষ্ট হই। আজ রাত্রিতে আমার প্রতি যাহা ইশারা দেওয়া হইবে– সেই অনুযায়ী কাজ করিব।'

সমস্ত রাত্রি হজরত ইয়াকুব চরখী আতঙ্কিত অবস্থায় কাটাইয়া দিলেন। কি হয়। কি হয়। তাঁহার আরজি কি আল্লাহ্পাকের দরবারে কবুল হইবে?

ফজরের নামাজের পর হজরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ র. ফরমাইলেন, 'আপনাকে মোবারকবাদ।'

হজরত ইয়াকুব চরখী র. স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। হজরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ র. তাঁকে কবুল করিয়া লইলেন। তিনি হজরত ইয়াকুবকে অকুফে আদ্‌দী অনুযায়ী জিকির শিক্ষা দিলেন এবং এরশাদ করিলেন, 'যতদূর সম্ভব জিকির বেজোড় করিবেন।'

কিছুদিন এইভাবে অতিবাহিত হইল। অতঃপর একদিন হজরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ র. তাঁহাকে তরিকা শিক্ষা দিবার এজাজত প্রদান করিলেন এবং সেই সঙ্গে এরশাদ করিলেন, 'আপনি আমার নিকট হইতে যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছেন, তাহা আল্লাহ্‌পাকের বান্দাগণকে শিক্ষা দিতে থাকুন। কিন্তু আমার ইন্তেকালের পরে আপনি আলাউদ্দিনের খেদমতে থাকিয়া তরিকার বাকী শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবেন।'

হজরত ইয়াকুব চরখী র. মোর্শেদের নির্দেশ নির্দ্বিধায় মানিয়া লইলেন। হজরত নকশবন্দ র. পুনরায় ফরমাইলেন, 'আপনাকে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট সোপর্দ করিলাম। আপনাকে আল্লাহ্‌তায়ালার হাওলা করিয়া দিলাম। আপনাকে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট সোপর্দ করিলাম।'

হজরত বাহাউদ্দিন নকশ্‌বন্দ র. এর মজলিশ যেন বেহেশতের মজলিশ। জান্নাতি নূরের মাঝে তিনি যেন পূর্ণ শশী। তালেবে মাওলাগণ তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই দুনিয়া সম্পর্কে বেখবর হইয়া যান।

এই জান্নাতি মজলিশে হজরত বাহাউদ্দিন নকশ্‌বন্দ র. নিজের হালাত সম্পর্কে কখনও বর্ণনা করেন। আল্লাহ্‌পাকের শোকর করেন। কখনও জরুরী নসিহত প্রদান করেন।

হজরত কখনও কখনও বলেন, 'আমার রোজা একমাত্র আল্লাহ্‌ ব্যতিরেকে সমস্ত কিছু নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য এবং আমার নামাজ 'কা আন্নাকা তারাহ্‌'– অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাকের দীদার লাভের জন্য।'

এই প্রসঙ্গে হজরত প্রায়শঃই নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করিতেন।

যতক্ষণ না পাইব তোমার দীদার,
যতক্ষণ না দেখিব জামাল প্রিয়ার,
কেমনে হেফাজত করি নামাজ রোজার?
যদিগো না পাই প্রিয়া তোমার দীদার?
মিলন সুধার তরে প্রতিটি সময়–
প্রতিটি পলক আমার, যেন নামাজ হয়।

"হে প্রিয়তম যতক্ষণ না তোমার দীদার নসিব হইবে, ততক্ষণ রোজা করিতে কিংবা অন্য কোন আমল করিতে সক্ষম হইব না। নামাজ পড়িতে আনন্দ পাইব না। তোমার দীদার সকল কিছুর ঊর্ধ্বে। তোমার দীদার সমস্ত আমলের প্রতীক। তোমার মিলন সুধা পান করিবার জন্য যেন আমার অতিবাহিত সময়ের প্রতিটি পলক নামাজে পরিণত হয়।"

হজরত বাহাউদ্দিন নকশ্‌বন্দ র. বলিতেন, 'আমাদের হাজারাত খাজেগাণের চারিটি নেসবত। প্রথমতঃ হজরত খাজা খিজির আ.। দ্বিতীয়তঃ হজরত জুনায়েদ বাগদাদী র. তৃতীয়তঃ হজরত সাইয়েদেনা আলী করমুল্লাহ ওয়াজহাহু। চতুর্থতঃ হজরত সাইয়েদেনা আবুবকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু।'

তিনি বলিতেন, 'ওকুফে কলবী এবং ওকুফে আদ্‌দীর জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখা উচিত নয়। কারণ ইহাতে মানুষ তাহার জিকির সম্পর্কে সহজেই বুঝিতে পারে। জিকিরে এমনভাবে লিপ্ত থাকা উচিত যেন মজলিশের কেউ বুঝিতে না পারে। এই জন্য একবার আমিরুল মোমেনিন হজরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু তাঁহার মজলিশে একজনকে ঘাড় নত করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, ' হে ঘাড়ের পিতা, মাথা উঁচু করিয়া বস।'

'গাফলত্‌ ও অমনোযোগিতা দূর করিবার নামই জিকির। যদি তুমি গাফলত ও অমনোযোগিতা দূর করিতে সক্ষম হও, তবেই তুমি আল্লাহ্‌পাকের নিকট জিকিরকারী বলিয়া গণ্য হইবে যদিও তুমি নীরব থাক। ওকুফে কলবী সর্বদাই প্রয়োজন। খাওয়া দাওয়া, কথা বার্তা, ব্যবসা বাণিজ্য, এবাদত বন্দেগী, তেলাওয়াত, লেখা পড়া, ওয়াজ নসীহত সকল অবস্থাতেই জিকিরের প্রতি খেয়াল রাখিতে হইবে। তবেই উদ্দেশ্য সফল হইবে।'

সকল কথায় কাজে, সকল সময়,
যেন তোমার স্মরণে অতিবাহিত হয়।

'মুহূর্ত পরিমাণ সময়ের জন্য আল্লাহ্‌পাকের জিকির হইতে গাফেল থাকা উচিত নয়। হয়তো যে সময় তুমি গাফেল ছিলে, এ সময়ই তাঁহার তরফ হইতে তোমার প্রতি খাস্‌ রহমত বর্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু গাফেল থাকার কারণেই তুমি মাহরুম হইয়া গিয়াছ।'

এই জন্যই বুজর্গগণ বলিয়া থাকেন, 'যদি তুমি একটি পলকও আল্লাহ্পাকের স্মরণ হইতে গাফেল থাক, তবে সারা জীবনেও ঐ ক্ষতির ক্ষতিপূরণ করিতে পারিবে না। বাতেনের প্রতি খেয়াল রাখা অবশ্য অতি কঠিন ব্যাপার। কিন্তু আল্লাহ্পাকের খাস্ রহমত এবং তাঁহার পেয়ারা বান্দাগণের নেক নজর যদি তোমার সঙ্গী হয়, তবে উহা সহজেই হাসিল হইয়া যায়। তাই কবি বলিয়াছেন,

'তোমার আমলনামার আমলসমূহ যদি আসমান– সমানও হয়, তবু আল্লাহ্পাকের রহমত ও তাঁহার পেয়ারা বান্দাগণের তরবিয়ত নসিব না হইলে আমলনামার পৃষ্ঠা অন্ধকারাচ্ছন্নই থাকিবে।'

'হজরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ র. বলিতেন, 'আল্লাহ্তায়ালার দোস্তগণের সোহবত এখতিয়ার করা জরুরী কর্তব্য মনে করিও। একে অন্যের বদনাম করিও না। কিংবা কাহাকেও এনকার করিও না। সোহবতের আদব যদি রক্ষা করিতে পার, তবেই কামিয়াব হইতে পারিবে। কামেলে মোকাম্মেল পীরের এক তাওয়াজ্জোহতেই অন্তর্জগত এইরূপ পবিত্র ও নূরানী হইয়া যায়– যাহা বহু কঠিন রেয়াজত ও মোশক্কাতের দ্বারাও হাসিল করা সম্ভব হয় না।

শায়েখুল ইসলাম আল্লামা হারাবী র. বলিয়াছেন, 'আমল পরিত্যাগ করিও না। তেমনি এমন কঠিন আমল এখতিয়ার করিও না যাহাতে উহা তোমার নিকট বোঝা স্বরূপ হয়। যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ্তায়ালার জিকিরে মশগুল থাকে সে গাফেলদের কাতারভুক্ত নয়।'

আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন,– 'সকাল সন্ধ্যায় শব্দ না করিয়া অন্তরে অন্তরে অনুনয় বিনয় সহকারে গোপনে তোমার প্রতিপালকের জিকির কর। তুমি গাফেলগণের অন্তর্ভুক্ত হইও না।'

কোন কোন মোফাসসের ফরমাইয়াছেন, 'সকাল সন্ধ্যা' শব্দের দ্বারা সর্বক্ষণ জিকির করা বুঝান হইয়াছে।'

অন্য আর এক আয়াতে করিমায় আল্লাহ্পাক এরশাদ করিয়াছেন– 'তোমরা কাঁদিয়া কাঁদিয়া গোপনে আল্লাহ্পাকের জিকির কর। তিনি উচ্চস্বরে শব্দকারীদিগকে পছন্দ করেন না।'

হজরত আবু মুসা আশয়ারী রা. হাদিস রেওয়ায়েত করিয়াছেন, 'এক সময় রসুলুল্লাহ্ সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রা. এর সহিত একটি উঁচু স্থানে উঠিবার সময় সাহাবায়ে কেরাম রা. উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবর, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' বলিতেছিলেন। ইহা শুনিয়া রসুলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, 'হে মানবমণ্ডলী, তোমরা নিজেদের আত্মার প্রতি নম্রতা ও কোমলতা প্রদর্শন কর। নিশ্চয় তোমরা কোন বধির গায়েব সত্তাকে স্মরণ করিতেছ না। বরং তোমরা অতি নিকটতম শ্রবণকারী ও দৃষ্টিমান সত্তাকে ডাকিতেছ।'

ওলামায়ে দীন ও সুফিয়ানে কেরামের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, জিকিরে খফি আফজল ও সর্বশ্রেষ্ঠ। মোরাকাবা সম্পর্কে হজরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ র. বলিতেন, 'সৃষ্টির প্রতি নজর রাখাকে পাপ মনে করিয়া স্রষ্টার প্রতি নজর রাখার নামই মোরাকাবা। সব সময় মোরাকাবার অবস্থায় থাকা খুবই কঠিন কাজ। নফসের কামনা বাসনার বিরোধিতা করাকেই আমি মোরাকাবা হাসিলের তরিকারূপে লাভ করিয়াছি।'

মোশাহেদা সম্পর্কে হজরত বলিতেন, 'সালেকের অন্তরে আল্লাহপাকের তরফ হইতে যে ফয়েজ ও নূর নাজেল হয় উহার অনুভূতিকেই মোশাহেদা বলা হয়। নূর নাজেল হইবার পর যদি উহা দ্রুত চলিয়া যায়, তাহা হইলে উহা অর্ন্তদৃষ্টির সাহায্যে অনুভব করা যায় না।'

মোহাসাবা সম্পর্কে তিনি বলিতেন, 'নিজের সময় কিভাবে অতিবাহিত হইতেছে, সে সম্পর্কে তরিকতপন্থী সালেককে হুঁশিয়ার থাকা চাই। প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব রাখিতে হইবে। যদি হালের (অবস্থার) অবনতি হয়, তবে তাহার তদারক করিতে হইবে। যদি হালের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে আল্লাহ্পাকের দরবারে শোকর করিবে এবং আরও উন্নতির জন্য চেষ্টা চালাইয়া যাইবে। ইহাকেই মোহাসাবা (হিসাব গ্রহণ করা) বলা হয়।'

হজরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ র. একদিন বলিলেন, 'হজরত শায়েখ জুনায়েদ বাগদাদী র., হজরত শায়েখ শিবলী র., হজরত শায়েখ মনসুর হাল্লাজ র. এবং হজরত শায়েখ বায়েজীদ বোস্তামী র. যে সমস্ত মাকাম সায়ের করিয়াছেন– আমিও ঐ সমস্ত মাকাম সায়ের করিয়াছি। তাঁহারা যে যে স্থান পর্যন্ত গমন করিয়াছিলেন, আমিও ঐ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছি। একবার এক আলীশান মাকাম পর্যন্ত উপস্থিত হইলাম। জানিতে পারিলাম, ইহা দরবারে মোহাম্মদী সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। হজরত বায়েজীদ বোস্তামীও র. ঐ মাকাম পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া উক্ত মাকাম সায়ের করিবার জন্য বেচয়েন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহাকে এজাজত দেওয়া হইল না। আমি তাঁহার মতো উক্ত মাকাম সায়ের করিবার জন্য উদ্বিগ্ন না হইয়া আল্লাহ্পাকের মর্জির প্রতি নিজেকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করিলাম। তখন আমাকে উক্ত মাকাম সায়ের (ভ্রমণ) করাইয়া ধন্য করা হইল।'

হজরত নসিহত করিতেন, 'যদি তুমি আবদালের মাকামে পৌঁছিবার বাসনা রাখ, তবে সকল সময় তোমার নফসের বিরোধিতায় লিপ্ত থাক।'

হজরত আরও বলিতেন, 'হজরত আযিযান আলী রামিতিনি র. বলিয়াছেন, দুনিয়া আশেক বান্দাগণের সম্মুখে দস্তরখানার মতো। আর আমি বলি, দুনিয়া আশেক বান্দাগণের সম্মুখে নখ সদৃশ। যেহেতু হজরত আযিযান র. এর সামনে তখন দস্তরখানা ছিল, তাই তিনি উহার উপমা দিয়াছিলেন।'

'যখন কোন ব্যক্তি নিজেকে হেফাজত ও শান্তির আশায় আল্লাহ্তায়ালার নিকট সোর্পদ করে, তখন তাহার পক্ষে অপরের নিকট কোন কিছু আবদার করা শেরেক। এই গুনাহ্ অবশ্য সাধারণ মোসলমানের জন্য মার্জনীয়। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার খাস বান্দাগণের জন্য ইহা অমার্জনীয় অপরাধ।'

'মোতাওয়াক্কেল বা আল্লাহ্পাকের উপর পূর্ণ নির্ভরশীল ব্যক্তি তাঁহার সমস্ত প্রয়োজন এবং আসবাব উপকরণের মধ্যে গোপনে আল্লাহ্পাকের প্রতি তাওয়াক্কোল ও বিশ্বাসকে লুকাইয়া রাখিবে।'

হজরত বলিয়াছেন, 'আল্লাহ্পাক আমাকে দুনিয়ার অনিষ্ট দূর করিবার জন্য পয়দা করিয়াছেন। অথচ আশ্চর্য, কেউ কেউ আমার নিকট দুনিয়ার ইমারত লাভের জন্য আবদার করে।'

'কোন ব্যক্তি জীবনে কখনও একবারও যদি আমার জুতা সোজা করিয়া দিয়া থাকে, তবে তাহার জন্যও আমি শাফায়াত করিয়া দিব।'

'আউলিয়ায়ে কেরাম আল্লাহ্তায়ালার আসরার (গোপন রহস্য) সম্পর্কে অবহিত হইতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ্পাকের এজাজত ভিন্ন উক্ত রহস্য প্রকাশ করা তাঁহাদের জন্য নিষেধ। ঐ সব গোপন রহস্য যিনি অবগত হন, তিনি তাহা গোপনই রাখেন। আর যিনি ঐ সব গোপন তত্ত্ব সম্পর্কে কোন খবর রাখেন না, তিনি ঐ সব বিষয় প্রকাশ করার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন।'

'হজরত রসুলেপাক সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর বরকতে তাঁহার উম্মতগণের গোনাহ্সমূহ তাঁহাদের বাহ্যিক চেহারাকে বিকৃত করিতে পারে না। কিন্তু গোনাহের ফলে দিল বিকৃত হইয়া যায়। গোনাহ্ ও নাফরমানীর ফলে প্রকাশ্য পরিবর্তন হয় না বটে, কিন্তু অন্তর পরিবর্তিত এবং বিকৃত হইয়া যায়।

তাই কবি বলিয়াছেন–

গোনাহ ও নাফরমানীর ফলে প্রফুল্ল বদন
বিকৃত হয় না, কিন্তু বদলে যায় মন।

'হে জ্ঞানী, গোনাহ্ ও অপরাধের ফলে শরীরের গঠন বিকৃত না হইলেও অন্তরের গঠন বিকৃত হইয়া যায়, অন্তর হইতে নূর উধাও হইয়া যায় এবং উহা তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।'

'প্রত্যেক কাজের মূলেই বিশুদ্ধ নিয়ত অত্যাবশ্যক। নিয়ত উহাই যাহার সহিত বাহ্যিক কার্য্যকলাপের কোন সম্পর্ক নাই।'

'ফাসেদ লোকের সোহবত এখতিয়ার করিলে দিলের কুওত (শক্তি) ফাসেদ (বিনষ্ট) হইয়া যায়। এই ধরনের লোকের জাহেরী ও বাতেনী তরবিয়ত হাসিল হওয়া অত্যন্ত মুশকিল ব্যাপার। একমাত্র অলি আল্লাহর সোহবত লাভের মাধ্যমেই তাহাদের এসলাহ (পরিশুদ্ধি) হওয়া সম্ভব।'

কবি তাই বলিয়াছেন–

দুনিয়া লোভীদের থেকে যত পার দূরে
থেকো তুমি হে আশেক, নসিহত আমার।
আল্লাহ্–প্রেমিকের দিল বাজে যে পাক সুরে,
সেই সুরে বাঁধ নিজেরে, বলিব কি আর?

খবিস পেঁচক চেনে বিরান প্রান্তর
তোতাপাখী ভালবাসে চিনি–
দুনিয়ালোভীদের থাকে কলুষ অন্তর
আশেকের দিলে থাকে ইশকের রাগিনী।

'আল্লাহ্পাকের মহব্বতে মত্ত আশেক ব্যক্তিগণের সোহবত লাভের আকাঙ্খা অপেক্ষা দুনিয়ালোভী ব্যক্তিদের সংসর্গে অবস্থান লাভ করার ইচ্ছাকে কখনও অন্তরে লালন করিও না। কারণ, প্রত্যেক গোষ্ঠীই তোমাকে তাহাদের দলভুক্ত করিবার চেষ্টায় লিপ্ত আছে। যেমন খবিস্ পেঁচক জনমানবহীন বিরান স্থান পছন্দ করে, আর তোতাপাখী চিনির পাত্র ভালবাসে। তাই প্রত্যেক জনেরই পরিচয় জানা উচিত এবং দুনিয়াদার লোভী ব্যক্তিগণ এবং আল্লাহ্পাকের প্রেমিক বান্দাগণের মধ্যে আল্লাহ্পাকের আশেক বান্দাগণের সোহবতই তোমার পক্ষে এখতিয়ার করা একান্ত কর্তব্য। কারণ আল্লাহ্র প্রেমিকগণ তোমার এসলাহ্ করিয়া তোমাকেও আল্লাহ্প্রেমিকরূপে গড়িয়া তুলিবেন।'

ফকর (দারিদ্র) দুই ধরনের। প্রথমটি এখতিয়ারি (ইচ্ছাকৃত)। দ্বিতীয়টি এজতেরারি (অনিচ্ছাকৃত)। দ্বিতীয়টি প্রথমটি হইতে উত্তম। কারণ দ্বিতীয়টি শুধুমাত্র হক সোবহানাহুতায়ালার এখতিয়ার অনুযায়ী হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্পাকের এখতিয়ার বান্দার এখতিয়ার অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট।'

'যে দৌড়াইবে, সেই যে বল ধরিতে পারিবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু ইহা নিশ্চিত, বল পাইতে চাহিলে তাহাকে দৌড়াইতেই হইবে। অর্থাৎ আমল করিলেই যে, আল্লাহ্কে পাওয়া যাইবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু আল্লাহ্কে পাইতে হইলে আমল ছাড়া অন্য কোন উপায়ও নাই।'

'দরবেশ যাহা কিছু বর্ণনা করেন, তাহা তাহার নিজের হালের (অবস্থার) সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া চাই। যিনি নিজের হাল ছাড়া অপরের নিকট হইতে কোন কোন বিষয়ের বর্ণনা করেন, তিনি কখনও সেই অবস্থা হাসিল করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ দরবেশ যে মাকামে আছেন, কাহাকেও নসিহত করিবার সময় তাহাকে ঐ মাকামের অবস্থা অনুযায়ীই কথা বলিতে হইবে। যদি তিনি তাহা অপেক্ষা উচ্চ মাকামের বিষয়ে বর্ণনা করেন, তাহা হইলে তিনি সেই উচ্চ মাকামে কখনও পৌঁছিতে সক্ষম হইবেন না।'

'তরিকত পন্থীগণ দুই ধরনের হইয়া থাকেন। এক সম্প্রদায় কঠোর রেয়াজত, মোশাক্কত, মোশাহেদা, মোজাহেদা করিয়া মারেফাতের পথে অগ্রসর হন এবং শেষ পর্যন্ত মকসুদ মঞ্জিলে পৌঁছিতে সক্ষম হন। অন্য সম্প্রদায় সর্ববিষয়ে আল্লাহ্পাকের ফজল ও মেহেরবানির প্রতিই অটুট নজর রাখেন। তাঁহারা শুধুমাত্র আল্লাহ্পাকের রহমতের নিকট পূর্ণরূপে নিজেকে সোপর্দ করেন। নিজেরা যাহা কিছু এবাদত বন্দেগী, রেয়াজত মোশাক্কত করেন এবং নিজেদের আত্মসমর্পণের তওফিককে আল্লাহ্পাকের ফজলই মনে করেন। এই সম্প্রদায় অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে মকসুদ মঞ্জিলে পৌঁছিয়া যান। ইহার প্রকৃত অর্থ হইল, নিজের আমলের প্রতি ঘুণাক্ষরেও যেন নজর না পড়ে। এইরূপ করিলে নিজের আমলের জন্য তৃপ্তিবোধ ও অহংকার অন্তরে আসিতে পারিবে না এবং নিজেকে আল্লাহ্ওয়ালা মনে করিবার ফুরসত মিলিবে না। আবার ইহার অর্থ আমল পরিত্যাগ করাও নয়।'

'ফরজ, ওয়াজেব এবং সুন্নতে মোয়াক্কাদাসমূহ যথাযথভাবে পালন করাই আমাদের আদব। এই আদবই আমাদিগকে আল্লাহ্পাকের দয়ার দরওয়াজা দিয়া তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দেয়।'

'যাহারা আমাদের তরিকায় দাখিল হইয়াছে– আমাদিগকে অনুসরণ করা তাহাদের অবশ্য কর্তব্য। অন্যথায় আমাদের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হইবে না।'

'নিজের সত্তা বিলুপ্ত করিয়া দাও এবং সঙ্গে এমনভাবে আমল কর, যাহাতে আল্লাহ্পাকের রেজামন্দি হাসিল হয়।'

'তালেবে মাওলার জন্য পীরের খেদমত করা নফল এবাদত করা হইতে আফজাল।'

'অলিত্ব একটি নেয়ামত। অলি আল্লাহগণের জন্য তাঁহাদের নিজেদের বেলায়েত সম্পর্কে অবগত হওয়া জরুরী। কারণ, নিজেদের অলিত্ব সম্পর্কে জানা না থাকিলে এই মহান নেয়ামতের শোকর গোজারী করা সম্ভব হইবে না। আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহে অলিআল্লাহ্গণ সর্বপ্রকার বিপদ আপদ হইতে মাহফুজ (সুরক্ষিত) থাকেন। অলৌকিক কার্যকলাপ, কারামত ইত্যাদির দ্বারা অলিত্ব প্রমাণিত হয় না। মূল কথা এই যে– কথায় ও কাজে দৃঢ়তার সহিত প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইবে। এই পথের পথিকগণ শুধুমাত্র আল্লাহ্পাকের আদেশ প্রতিপালন ও নিষেধ বর্জন করিতে সক্ষম হন। এই সম্প্রদায় তিন প্রকারের হইয়া থাকেন। মোকাল্লেদ, কামেল ও কামেলে মোকাম্মেল। মোকাল্লেদগণ শুনিয়া শুনিয়া আমল করেন। কিন্তু কামেল ব্যক্তিগণ নিজেদের সত্তার সীমা অতিক্রম করেন না। করিতেও পারেন না।'

'এরাদা, তসলীম ও এখতিয়ারহীনতা দুর্লভ গুণ। এই গুণসমূহ নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করা কঠিন কাজ। এরাদা বা ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করাই 'এরাদা'। মুরিদের কর্তব্য, নিজের এখতিয়ারকে মোর্শেদের মর্জির মধ্যে বিলীন করিয়া দেওয়া। ইহাকেই তসলীম বা আত্মসমর্পণ বলা হয়।

'মোর্শেদ বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ ও নিপুণ চিকিৎসকের মতো। তিনি প্রয়োজন অনুসারে মুরিদের বাতেনী রোগের প্রতিষেধক প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই চিকিৎসার ব্যাপারে মুরিদের নিজস্ব ইচ্ছার অনুপ্রবেশ হলাহল তুল্য ক্ষতিকারক।'

'জিকিরের তালিম ও তালকীন কামেল ও মোকাম্মেল পীরের মাধ্যমে হওয়া উচিত। তাহা হইলে জিকিরের তাসির (প্রতিক্রিয়া) পয়দা হইবে এবং ফায়দা হাসিল হইবে। জিকিরের উদ্দেশ্য কালেমা তওহীদের হকিকত পর্যন্ত উপনীত হওয়া। জিকির মুখে উচ্চারণ করিবার প্রয়োজন নাই।'

'তিনটি কারণে আরেফগণ আল্লাহ্তায়ালার পথ পাইয়া থাকেন। মোরাকাবা, মোশাহেদা ও মোহাসাবা।'

'কব্জ (আত্মিক সংকোচন)– এর অবস্থায় আমরা আল্লাহ্পাকের জালাল এবং বছত্ (আত্মিক প্রসারণ)– এর অবস্থায় আমরা আল্লাহ্পাকের জামাল অবলোকন করিয়া থাকি।'

'এবাদতের অর্থ, বন্দেগীর মধ্যে অস্তিত্বের অবলোকন। আর উবুদিয়াতের অর্থ, বন্দেগীর মধ্যে অস্তিত্বের বিলুপ্তি সাধন। যে পর্যন্ত আমিত্ব বোধ অবশিষ্ট থাকিবে, সে পর্যন্ত কোন আমলেই ফল পাওয়ার সম্ভাবনা নাই।'

'পূর্বে আমরা নিজেদেরকে অন্বেষণীয় এবং অপরকে অন্বেষণকারী ধারণা করিতাম। কিন্তু এখন আমরা ঐ ধারণা পরিত্যাগ করিয়াছি। আল্লাহ্পাকই আমাদের সকলের মূল মোর্শেদ। যে ব্যক্তি তাঁহার অন্বেষণের আকাংখী হয়, তাহাকে আল্লাহ্পাকই আমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দেন। তখন সেই ব্যক্তির যাহা কিছু প্রাপ্য অংশ নির্ধারিত থাকে, তাহা সে লাভ করে।'

'মাজাজ হকিকতের জন্য সেতু তুল্য। এই বাক্যের সারমর্ম এইযে, জাহেরী, বাতেনী এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে সমস্ত এবাদতই মাজাজের অন্তর্ভুক্ত। যে পর্যন্ত সালেক এই সমস্ত পর্যায় অতিক্রম করিতে সক্ষম হইবে না, সেই পর্যন্ত সে হকিকতে উপনীত হইতে পারিবে না।'

'অভ্যাস কখনও কখনও মহব্বতে পরিণত হয়। এই জন্য তরিকত পন্থীর জন্য মাঝে মাঝে নফল এবাদত পরিত্যাগ করিবার প্রবণতা জায়েজ। ইহাতে অভ্যাসের সহিত মহব্বতের সম্ভাবনা বিদূরিত হয়।'

'বাহিরে রং রূপবিহীন এবং অন্তরে বিরোধিতাবিহীন হওয়াই দরবেশী।'

'আমরা এই তরিকতের পথে নিজেদের জন্য হীনতা ও অপমানকে পছন্দ করিয়াছি। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা মেহেরবানি করিয়া আমাদিগকে সম্মানিত করিয়াছেন।'

'যিনি মাশুকের মিলন লাভ করিয়াছেন, তিনি আদব রক্ষার কারণেই তাহা করিয়াছেন। আর যে মাহরূম হইয়াছে, সে আদব রক্ষা না করার কারণেই মাহরূম হইয়াছে।'

'নফসের কামনামিশ্রিত জায়েজ কার্যের ক্ষেত্রেও নফসের বিরোধিতা করা উচিত। নফসের বিরোধিতাকারী ব্যক্তির সামান্য আমলও অধিক মূল্যে গৃহীত হয়।'

আল্লাহ্পাকের কালাম 'ইয়া আইয়্যুহাল লাজিনা আমানু আমিনু বিল্লাহি ওয়া রসুলিহি' (হে মোমেনগণ। তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের প্রতি ইমান আনয়ন কর)। এই বাক্যে যে ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহা এই যে, দুনিয়ার জড় অস্তিত্বকে বিলীন করিয়া দিয়া তদস্থলে মাবুদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত কর। যদিও নামাজ, রোজা, রেয়াজত ইত্যাদি কার্যসমূহ আল্লাহ্পাকের দরবারে উপনীত হইবার অবলম্বন; কিন্তু সব চাইতে নিকটবর্তী তরিকা হইল সম্পূর্ণরূপে এই জড় অস্তিত্বের বিলুপ্তি সাধন। যেমন বলা হইয়াছে, 'ওয়াজুদ্দকা জামবুন লা ইউকাসু বিহা জামবুন' (তোমার এই জড় অস্তিত্বের অনুভূতি এমন এক গোনাহ, যাহার সহিত অন্য গোনাহের তুলনা হয় না)। যখন মানুষ নিজের সত্তাকে বর্জন করিতে পারিবে এবং নিজের আমলসমূহ ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া ধারণা করিতে সক্ষম হইবে– তখনই এই বাক্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে।'

'যে বস্তুর প্রতি নফসের আকর্ষণ লক্ষ্য করিবে, উহা হইতে দূরে সরিয়া থাকিবে। আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য সমস্ত বিষয় হইতে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। তবুও যদি দৃষ্টির সম্মুখে নিজের অস্তিত্বের কোন নিশানা দৃষ্টিগোচর হয়, তবে উহাকেও বিলীন করিয়া দিবে। কারণ, অস্তিত্বের চিহ্নস্বরূপ সমস্ত হাল, গুণাগুণ, গতিবিধি, শরীরের বা অন্তরের যে কোন প্রকার সম্পর্ক অথবা চিন্তা হইতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিছিন্ন করিয়া একমাত্র আল্লাহ্পাকের জন্য মশগুল না হইতে পারিলে প্রকৃত বান্দার আখলাক অর্জন করা সম্ভব হইবে না এবং এখলাস লাভের সৌভাগ্যও লাভ হইবে না।'

'মহব্বতের জন্য অজিফা এই যে, মাহবুবের অন্বেষণে সমস্ত সময় অতিবাহিত করিবে। মাহবুব যত অধিক প্রিয় হইবে তাঁহার অন্বেষণের পথে ততোধিক বিপদ আপদ হাজির হইবে।'

'এই পথের অন্বেষণে পূর্ণতা এই যে, তালেবে মাওলা সব সময় অস্থির ও অশান্ত অবস্থায় কাল কাটাইতে থাকিবে।'

'শাঁসের হেফাজত খোসা দ্বারাই হয়। খোসার মধ্যে কোন ত্রুটি থাকিলে উহার প্রতিক্রিয়া শাঁসের উপরও পড়িবে। শরীয়ত খোসা আর তরিকত হইল শাঁস। তাই শরীয়তের বিধান প্রতিপালনে ত্রুটি দেখা দিলে অবশ্যই উহার প্রতিক্রিয়া তরিকতের উপরে পড়িবে।'

'তালেবে মাওলার রূহানী পাখী যখন কোন উপযুক্ত মোর্শেদের তালিম ও তরবিয়ত প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যত্বের ডিমের খোলস পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসে, তখন সে কোথা হইতে কোথায় উড়িয়া যায়, তাহার খবর আল্লাহ্পাক ভিন্ন আর কেহ জানিতে পারে না।'

'বোখারার একজন আলেম হজরত নকশবন্দ র.কে প্রশ্ন করিলেন, 'নামাজের মধ্যে হুজুরী কলব কিসের দ্বারা পয়দা হইতে পারে?'

হজরত জবাব দিলেন, 'হালাল রুজির দ্বারা; যাহা সুনিশ্চিতভাবে হালাল জানিয়া আহার করা হয়।'

একজন প্রশ্ন করিল, 'ফকির আল্লাহ্তায়ালার মুখাপেক্ষী, এই কথার অর্থ কি?'

হজরত জবাব দিলেন, 'ইহার উদ্দেশ্য, মানুষের নিকট যেন ফকির সওয়াল না করে। অর্থাৎ ফকিরের হাজত আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারও নিকট থাকিতে পারে না।'

কোন ব্যক্তি হজরত বাহাউদ্দিন নকশ্বন্দ র. এর সহিত মোলাকাত করিতে আসিলে তিনি প্রথমে তাঁহার খেদমত করিতেন। তারপর তাঁহার বাহন জন্তুটির খেদমত করিতেন। তারপর বলিতেন, 'আগন্তুকের মেহেরবানি আমার স্কন্ধের উপরে রহিয়াছে।'

হজরত কোন সময় তাঁহার মুরিদের বাড়িতে তশরীফ লইয়া গেলে বাড়ির ছেলেমেয়ে, চাকর–বাকর সকলের অবস্থা সম্পর্কেই খোঁজ খবর লইতেন। এমনকি গৃহপালিত পশুগুলির অবস্থাও তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন।

হজরত বাহাউদ্দিন নকশ্বন্দ র. ফরমাইয়াছেন, 'মানুষের প্রতিবেশী হওয়া অপেক্ষা আল্লাহতায়ালার প্রতিবেশী হওয়া উত্তম। অর্থাৎ মানুষের সান্নিধ্য কামনা করার চাইতে আল্লাহ্পাকের সান্নিধ্য কামনা করা উত্তম। বাতেনী নূর লাভ করিবার উদ্দেশ্যে গভীর মনযোগের সহিত আল্লাহ্তায়ালার প্রতি খেয়াল করিয়া আউলিয়া কেরামের মোবারক রূহের নূরকে অসিলা ধারণা করাই মাজার জেয়ারতের উদ্দেশ্য। যেমন মানুষের সহিত বিনয় ও নম্রতা একমাত্র আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই প্রকাশ করা হয়।'

হজরত খাজা বাহাউদ্দিন র. কোন নূতন কাপড় পরিধান করিবার সময় বলিতেন, 'ইহা অমুকের দেওয়া কাপড়' অর্থাৎ নূতন কাপড়টি তিনি যেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মনরক্ষার জন্য পরিধান করিতেছেন। নতুবা পরিধান করিতেন না।

হজরত বাহাউদ্দিন র. বলিয়াছেন, 'মঞ্জিল ও মাকামসমূহ অতিক্রম করিবার সময় একবার হোসেন মনসুর হাল্লাজ র. এর হাল আমার উপর গালেব হইয়াছিল। তাঁহার 'আনাল হক' আওয়াজ আমার মুখ দিয়া বাহির হয় হয় অবস্থা। বোখারা শহরে একটি ফাঁসিকাষ্ঠ ছিল। আমি দুইবার সেই ফাঁসিকাষ্ঠের নিকট গমন করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম– আমার শির এই ফাঁসিকাষ্ঠেই শোভা পায়। কিন্তু আল্লাহ্পাকের খাস্ মেহেরবানিতে আমি সেই বিপদজ্জনক মাকাম অতিক্রম করিতে পারিয়াছি।'

তিনি বলিয়াছেন, 'একদিন একটি গিরগিটির দিকে আমার নজর পড়িল। দেখিলাম গিরগিটিটি সূর্যের দিকে তাকাইয়া আল্লাহ্পাকের সৃষ্টির সৌন্দর্য অবলোকনে মশগুল হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া আমার অন্তরে এক অপূর্ব হালের উদয় হইল। আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম, আল্লাহ্পাকের এই ক্ষুদ্র সৃষ্টির মাধ্যমেই আমি আল্লাহ্পাকের দরবারে কিছু সুপারিশ করিব। এই ভাবিয়া আমি আদবের সহিত আল্লাহ্পাকের দরবারে দোয়া করিবার উদ্দেশ্যে হাত উঠাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে গিরগিটি তাহার মশগুল অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া চিৎ হইয়া আসমানের দিকে মুখ করিল। মনে হইল সে আমার জন্য দোয়া করিতেছে। আমিও বহুক্ষণ ধরিয়া 'আমিন' 'আমিন' বলিলাম।

'লাব্বায়েক। আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক লা শরীকালাকা লাব্বায়েক।

আবার হজ্বের মওসুম আসিয়াছে। আকাশে বাতাসে সেই শাশ্বত প্রেমময় বাণীর অনুরণন, 'লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েকা। আল্লাহ্ প্রেমিকগণের অন্তর এখন ব্যাকুল। জান্নাতি সুখের পরশে হৃদয় ভরপুর।

হজরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দ র. মনস্থির করিলেন, তিনি এইবারও হজ্বে যাইবেন। আবার সেই মক্কা– সেই মদীনা। প্রেমের সেই অবিস্মরণীয় মিলন কেন্দ্র।

যথাসময়ে হজরত বাহাউদ্দিন র. হজ্ব সমাপণ করিলেন। রসুলেপাক সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মোবারক রওজা জেয়ারত করিলেন। অন্তর যেন কিরূপ

হইয়া গিয়াছে। আর হয়তো এই মোবারক সফরে আসিবার সৌভাগ্য হইবে না। ইহাই কাবার শেষ দর্শন। রসুলেপাক সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের রওজা শরীফের শেষ জেয়ারত।

ফিরিবার পথে হজরত বাহাউদ্দিন পুনরায় হেরাত তশরীফ লইয়া গেলেন। সেখানে বিখ্যাত বুজর্গ মাওলানা জয়নুদ্দিন র. এর সহিত মোলাকাতই একমাত্র উদ্দেশ্য। হজরত বাহাউদ্দিন র. তিন দিন যাবত তাঁহার মোবারক সোহবত এখতিয়ার করিলেন।

একদিন ফজরের নামাজের পর মাওলানা জয়নুদ্দিন র. হজরত খাজা বাহাউদ্দিন র. এর নিকট আরজ করিলেন, ' হে খাজা নকশ্‌বন্দ! মেহেরবানি করিয়া আমাদের প্রতি আপনার মোবারক তাওয়াজ্জোহ প্রদান করুন।'

হজরত বাহাউদ্দিন র. বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'আমি আপনাকে নকশের (অনুসরণের) জন্যই এখানে আসিয়াছি।

হজরত বাহাউদ্দিন নকশ্‌বন্দ র. বোখারায় ফিরিয়া আসিলেন। ইদানিং তিনি কেমন যেন হইয়া গিয়াছেন। কর্মচাঞ্চল্য স্তিমিত হইয়া গিয়াছে। মনে হয় সেই পরম বন্ধুর আহবান আসিবার আর দেরী নাই। হয়তো অচিরেই এই মুসাফিরি জীবনে যবনিকা নামিয়া আসিবে। আল্লাহ্‌পাকের বান্দাগণের জন্য আর ভাবিতে হইবে না। হজরত আলাউদ্দিন সর্ব প্রকার যোগ্যতা হাসিল করিয়াছেন। খাজা মোহাম্মদ পারসী রহিলেন। মাওলানা ইয়াকুব চরখিও আছেন। তাঁহাদের মাধ্যমে আল্লাহ্‌-প্রেমের দাওয়াত চলিতেই থাকিবে। নূতন তরিকার নূরের প্রবাহ ইনশাআল্লাহ্‌ তাহাদের পরেও জারী থাকিবে। কেয়ামত পর্যন্ত জারী থাকিবে।

হজরত বাহাউদ্দিন র. মনস্থির করিলেন, জীবনের বাকী দিনগুলি এই পবিত্র জন্মভূমি বোখারা, কর্মময় বহু স্মৃতিবিজড়িত এই স্বপ্নমাখা বোখারার মাটির কোলেই কাটাইয়া দিবেন।

"কারামাতুল আউলিয়ায়ে হক।"
আউলিয়াগণের কারামত সত্য।

কারামত যদিও আল্লাহ্পাকের দরবারে মর্তবা বৃদ্ধির কারণ হয় না; তবুও আল্লাহ্পাক তাঁহার অলিগণের দ্বারা প্রায়শঃই কারামত বা অলৌকিক কার্যসমূহ প্রকাশ করাইয়া থাকেন। আল্লাহ্পাক যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিয়া থাকেন।

হজরত বাহাউদ্দিন নকশ্বন্দ রা. এর জীবনেও বহু কারামত সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু হজরত বাহাউদ্দিন এইসব কারামতকে কিছুই মনে করিতেন না। নিকৃষ্ট এই বান্দাগণের প্রতি আল্লাহ্পাকের সীমাহীন মেহেরবানিকেই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কারামত মনে করিতেন।

এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট একবার আরজ করিল, 'হুজুর আপনার নিকট হইতে কারামত দেখিবার এরাদা করি।'

হজরত বাহাউদ্দিন নকশ্বন্দ র. জবাব দিলেন, 'কারামত তো প্রকাশ্য অবস্থায় তোমার সম্মুখে বিদ্যমান। দেখিতেছ না, আমি নির্বিঘ্নে জমিনের উপরে চলাফেরা করিতেছি অথচ আমি পাপিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও জমিন ধ্বসিয়া পড়িতেছে না।'

তিনি বলিতেন, 'প্রাকৃতিক নিয়মের বাহিরে কোন বস্তু কিংবা কারামত প্রদর্শনে কোন এতেবার (বিশ্বাস) নাই। মূল জিনিস হইল এসতেকামাত (দৃঢ়তার সহিত আল্লাহ্পাকের রাস্তায় কায়েম থাকা)। বুজর্গানে দ্বীন তাই বলিয়াছেন, ইসতেকামাতের অন্বেষণকারী হওয়া উচিত, কারামতের নয়। কারণ আল্লাহ্পাক চান ইসতেকামাত আর শয়তান চায় কারামত।'

তবুও আল্লাহ্পাকের ইচ্ছা অনুযায়ী হজরত বাহাউদ্দিন নকশ্বন্দ র. এর জীবনে অনেক কারামত প্রকাশ পাইয়াছে। বরকতের জন্য নিম্ন কয়েকটির বর্ণনা দেওয়া হইল।

একদিন হজরত একটি নতুন টুপি তৈয়ার করিয়া দরবেশদের সমাবেশে বসিয়া টুপিটি মাথায় দিলেন। সেই সময় মারেফাতের সমস্ত স্তর তাঁহার সামনে উন্মুক্ত হইয়া গেল। টুপি পরিবার সময় তিনি বলিলেন, 'আমি এই সময় বাদশাহ্গণের তাজ পরিধান করিয়াছি।' 'এই সময় একজন দরবেশ মা অরা উন্নাহারের বাদশাহ্ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করিলেন। হজরত বলিলেন, 'মা অরা উন্নাহারের বাদশাহ্ জুলুমবাজ। তাহার জুলুমে অতিষ্ঠ হইয়া আমার বোখারার হাকিম কাবুল পালাইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। আমি তাহাকে হত্যা করিলাম।'

কিছুদিন পর সংবাদ পাওয়া গেল, মা অরা উন্নাহারের বাদশাহ্ ঐদিনই নিহত হইয়াছিলেন।

একদিন তিনি হজরত আলাউদ্দিন আত্তার র.কে সওয়াল করিলেন, ' জোহরের নামাজের সময় হইয়াছে কি?'

হজরত আলাউদ্দিন র. জবাব দিলেন, 'জ্বী না। এখনও সময় হয় নাই।'

হজরত বাহাউদ্দিন নকশ্‌বন্দ র. তখন তাঁহাকে বলিলেন, 'আসমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।'

হজরত আলাউদ্দিন আসমানের প্রতি নজর করিলেন। দেখিলেন, আসমানের পরদা সরিয়া গিয়াছে। ফেরেশতাগণ ফরজ নামাজ আদায় করিতেছেন।

হজরত নকশ্‌বন্দ র. তখন বলিলেন, 'আপনিতো বলিতেছিলেন, এখনও নামাজের সময় হয় নাই।'

এই কথা শুনিয়া হজরত আলাউদ্দিন আত্তার র. লজ্জিত হইলেন।

একবার হজরত নকশ্‌বন্দ র. তালেবে মাওলাগণের মজলিশে বসিয়াছিলেন। হজরত সাইয়েদ আমির কুলাল র. এর সাহেবজাদা হজরত বোরহানউদ্দিন র. তখন রুটি পাক করিতেছিলেন। হঠাৎ সারা আসমান মেঘে ছাইয়া গেল এবং বৃষ্টি শুরু হইল। সকলেই বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

হজরত বাহাউদ্দিন নকশ্‌বন্দ র. তৎক্ষণাৎ হজরত বোরহান র.কে ডাকিয়া বলিলেন, 'বৃষ্টিকে বল, যতক্ষণ আমরা এখানে আছি, ততক্ষণ সে যেন এদিকে না আসে।'

হজরত বোরহানউদ্দিন র. আরজ করিলেন, 'হজরত। এইরূপ কথা বলিবার যোগ্যতা কি আমার আছে?'

হজরত বাহাউদ্দিন র. বলিলেন, 'আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি বৃষ্টিকে বল।'

হজরত বোরহানউদ্দিন র. নির্দেশ মোতাবেক বৃষ্টিকে এই দিকে আসিতে নিষেধ করিলেন। আল্লাহ্‌পাকের মহিমা। সেই স্থানে বৃষ্টির একটি ফোঁটাও আর পড়িল না। অথচ পার্শ্ববর্তী অন্যান্য স্থানে প্রবলভাবে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল।

"ওয়া জায়াত্ ছাখ্‌রাতুল মাওতি বিল হক্ক। জালিকা মা কুনতা মিনহু তাহিদ।"

'সেই মৃত্যু আসিয়া পড়িয়াছে, যাহা হইতে তোমরা পলায়ন করিতে চাও।'

মৃত্যু। চিরন্তন শাশ্বত সত্য মৃত্যু। যখন আসে বিজয়ীর বেশেই আসে। পরাজয় সে জানে না। আল্লাহ্‌পাক এই মৃত্যুর মাধ্যমেই তাঁহার বান্দাগণের উপর তাঁহার নিরঙ্কুশ বিজয় জারী রাখিয়াছেন। মৃত্যু কাহারও জন্য বিভীষিকাময়–

কাহারও জন্য জীবনের চাইতেও আনন্দময়। কাহারও জন্য চরম পরাজয়। কাহারও জন্য পরম বিজয়।

আল্লাহ্পাকের নাফরমান বান্দাগণের নিকট মৃত্যু অপেক্ষা ভয়াবহ কিছুই নাই। মৃত্যুকে প্রতিরোধ করিবার– মৃত্যু হইতে পলায়ন করিবার কত চেষ্টা কত আগ্রহ মানুষের, কিন্তু মৃত্যুকে ঠেকাইবার সাধ্য কাহারও নাই।

আল্লাহ্পাকের পেয়ারা বান্দাগণের নিকট মৃত্যু অপেক্ষা মধুর কিছু নাই। কারণ এই মৃত্যুর দরজা অতিক্রম না করিলে কি করিয়া তাঁহারা মাশুকের চিরস্থায়ী সান্নিধ্য লাভ করিবেন। তাঁহার দীদার লাভের আকাংখায় জীবনের প্রতিটি ক্ষণ যাহারা অবর্ণনীয় কত দীর্ঘ প্রতীক্ষার অনলে দগ্ধীভূত হইয়াছেন, মৃত্যুই তো তাঁহাদের সেই বিচ্ছেদ ও বিরহ-যন্ত্রণার স্থায়ী অবসান ঘটায়। মৃত্যু তাই তাঁহাদের উপরে বিজয়ী হইতে পারে না। বরং তাঁহারাই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন, জয় করেন। মৃত্যুর মাধ্যমেই তাঁহারা চির অমর হইয়া থাকেন। আল্লাহ্পাক তাই এরশাদ করিয়াছেন, 'অলাতাকুল লিমাইয়াকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত-বাল আহ্ইয়াউও অলা কিল্লা তাশ উরুন।' (যাহারা আল্লাহ্র পথে জীবনপাত করিয়াছে, তাহাদেরকে তোমরা মৃত বলিও না। তাহারা জীবিত এবং আমার তরফ হইতে রিজিক প্রাপ্ত)।

আল্লাহ্ প্রেমিকগণের রীতি এই যে, যাহা আল্লাহ্পাক পছন্দ করেন তাঁহারাও তাহাই পছন্দ করেন। আল্লাহ্পাকের মর্জির মোকাবেলায় নিজেদের মর্জি প্রকাশ করা তো দূরের কথা– নিজেদের অস্তিত্বের অবস্থিতিও তাঁহাদের নিকট দুঃসহ বোধ হয়। মাশুকের উপস্থিতিতে নিজেদের অস্তিত্বের উপস্থিতি বোধও তাঁহাদিগকে শরমিন্দা করে। তাঁহারা নিজেদেরকে যতখানি ভালবাসেন, তাহার চাইতে বহুগুণ বেশী ভালবাসেন আল্লাহ্কে। তাঁহারা নিজেদেরকে যতখানি নিকটে মনে করেন, তাহা হইতেও অধিক আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করেন। তাই মৃত্যু আর তাঁহাদের নাগাল পায় না। তাঁহাদের অনন্ত প্রেমে কোন পরদা বিচ্ছেদের অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে না। এই আল্লাহ্ প্রেমিকগণ প্রেমের যে চিরস্থায়ী বাগানে পৌঁছিয়া যান, মৃত্যুর সেখানে যাইবার কোন ক্ষমতা নাই। বরং মৃত্যু এই সব আল্লাহ্র আশেকগণকে যেন ইসতেকবাল করিয়া তাঁহাদের মাশুক পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবার তৌফিক পাইয়া ধন্য হয়।

হজরত বাহাউদ্দিন নকশ্বন্দ রা. প্রায়ই বলিতেন, 'যখন আমার বিদায়ের সময় আসিবে, তখন কিভাবে মৃত্যুকে বরণ করিতে হয়, তাহা আমি সকলকে শিখাইয়া দিব।'

অবশেষে সেই মুহূর্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। মিলন লগ্নের আর বেশী দেরী নাই। আর এক মুহূর্তের দেরীও যে সহ্য হয় না।

হজরত বাহাউদ্দিন নকশ্‌বন্দ র. দুই হাত উপরে উঠাইলেন। রহমানুর রহিমের দরবারে অনন্ত প্রেমের আকর্ষণে মশগুল হৃদয় পূর্ণরূপে রুজু করিলেন। দীর্ঘক্ষণ নীরবে দোয়া করিলেন। আশেক মাশুকে কিসব আলাপন হইল। কত কথা হইল। কি কথা হইল, কে জানে?

চারিদিকে শোকের মাতম। আসমানের চারিদিকে মাতমের সুর। নিসর্গের অন্তর বেদনাহত। বাতাসে বিদায়ের মর্মবিদারক রাগিনী। বোখারার বাগান, বোখারার বাজার, বোখারার বাসিন্দা সকলেই কেমন নির্বাক ও ম্লান। বিদায় ব্যথায় হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। পবিত্র প্রেম সুবাসিত এই পুষ্প হজরত বাহাউদ্দিন নকশ্‌বন্দ র. আজ বিদায় গ্রহণ করিবেন। বোখারার আকাশে বাতাসে তাই বিষণ্ন বিষাদের গুঞ্জরণ। আর শোকার্ত মানুষের হৃদয় আপ্লুত শেষ শ্রদ্ধা, শেষ সালাম দুই চোখের অশ্রু ধারায়। বিদায়, হে পবিত্র আশেক বিদায়। হে নকশ্‌বন্দ– হে নকশাকার, বিদায়।

হজরত বাহাউদ্দিন নকশ্‌বন্দ র. দোয়া শেষ করিলেন। দুই হাত নিজের মোবারক চেহারার উপরে মুছিলেন। তারপরই আল্লাহ্‌তায়ালার হুজুরে নিজেকে সমর্পণ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি রফিকে আলার পাক দরবারে গমন করিলেন। সেদিন ছিল ৩রা রবিউল আউয়াল। ৭৯১ হিজরী।

ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন।

হজরত ইন্তেকালের পূর্বে অসিয়ত করিয়া গিয়াছিলেন, 'আমার জানাজা লইয়া যাইবার সময় তোমরা কালেমা শাহাদাত বা কোরআন পাক পড়িও না। ইহা আমি আদবের খেলাফ মনে করি। বরং জানাজা লইয়া যাইবার সময় তোমরা এই রুবায়ী পড়িও।

মাকাসাতীম আমর-হ দর্ কুয়ে তু
শায়আল্লাহ্ আয্‌জিমালে কুদিয়ে'-তু ;
দাস্‌ত বাক্‌শা জানিব যানবীলে মা
আফ্‌রী কর্ দাস্‌ত ও বিরুয়ে তু;

আমলের দিক হতে দরিদ্রের বেশে,
তোমার দুয়ারে আজ দাঁড়ালাম এসে।
দয়া কর, জাহের কর দীদারে জামাল,
তোমারই অনুকম্পা যাচে মিসকিনের হাল।
শতমুখী প্রশংসা প্রভু, কি যে রহমত তোমার।
কি খুবসুরত, কি মধুর তোমার দীদার।

কবে বোখারার বাগানে সেই কুসুম ফুটিয়াছিল। তাহার সৌরভ ছড়াইয়া পড়িয়াছে আজ দিক দিগন্তে। কে আছো আশেক অন্তরের অঙ্গন সুবাসিত করিতে চাও সেই মধুর সৌরভে।

সেই ফুলের নাম নকশ্‌বন্দ। বোখারায় ফুটিয়াছিল। বোখারায় ঝরিয়া গিয়াছে। কিন্তু সুরভি আজও অম্লান। আজও আশেকের অন্তর সেই সুরভিতে আমোদিত হয়। ইশ্‌কের যন্ত্রণায় জ্বলে, দগ্ধীভূত হয়। বোখারা জেয়ারতের জন্য পাগল হয়।

ISBN 984-70240-0028-3